শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দঃ।

শ্রীরাগানুগাদীপিকাঃ।

কলিযুগ পাবনাবতারশ্রীমদদ্বৈতবংশ্য
শ্রীগৌরবিনোদ গোস্বামিনা
প্রকাশিতম্।

রায় বাহাদুরোপাধিক শ্রীরাধাবল্লভ চতুর্ধূরিণা
প্রণীতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাং ২৫ সংখ্যক
রায়বাগান ষ্ট্রীটস্থ ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য মুদ্রাকরেণ
মুদ্রিতম্।

১৩১৫ সাল।
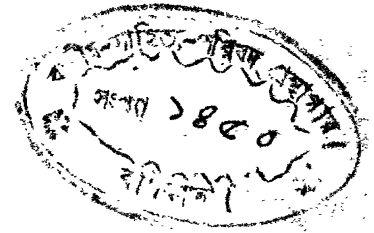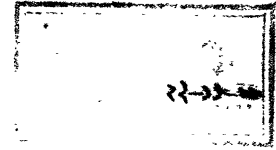
মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।
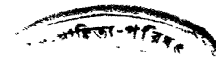
শ্রীকৃষ্ণঃ

বিজ্ঞাপনং।

রাগানুগানামক সাধন ভক্তির পদ্ধতি অতি বিরল, স্বয়ং ভগবান শ্রীব্রজরাজ নন্দনের সুমধুর উজ্জ্বল রসময় চরিত শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণই ইহার প্রধান সাধন। এবং স্বীয় ভাবাবিরুদ্ধ অর্চ্চন ও সাধন, বৈধি ভক্তিতে যে অর্চ্চন পদ্ধতি শাস্ত্রে বিহিত তাহার মধ্যে যে যে অংশ স্বীয়ভাব বিরুদ্ধ তত্তদংশ ত্যাগ করিয়া স্বীয় ভাবানুকুল অর্চ্চন ও এই ভক্তির জীবনৌষধিরূপ। এরূপ পদ্ধতি প্রায় প্রচার দেখা যায় না। মদীয় শিষ্য সেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী পরম ভাগবত শ্রীমান রায় বাহাদুর রাধাবল্লভ চৌধুরী অনুরাগি ভক্তিমান জনগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ এবং বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতের একটী অভাব দূরীকরণার্থ এই অতি সুন্দর পদ্ধতিখানি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতে অনুরাগি সাধকগণের সাধন করিতে যাহা যাহা জ্ঞাতব্য তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছেন। যেমন সঙ্কীর্ণ তটিনী আশ্রয়ে অর্ণবযান, মহাসাগরে পতিত হয়, এইরূপ এই পদ্ধতি অবলম্বনে ব্রজ যুবযুগের অপার চরিত মহাসাগরে অনুরাগি সাধক ভক্তের মন পতিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

* * * * * * * * * * * * *

শ্রী মান স্বয়ং যেরূপ ভক্তি করিয়া পরমানন্দ পাইতেছেন, সেই আনন্দ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অনুরাগি দাসগণকে প্রদান করিতে সমুৎসুক তন্নিমিত্তই এই পদ্ধতির প্রচার করিলেন। শ্রীমান রায় বাহাদুর চিরজীবি হইয়া শ্রীভগবৎসেবা ও বৈষ্ণব সেবা করুণ ইহাই সর্ব্বান্ত করণে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর নিকট প্রার্থনা করি।

* * * * * * * * * * * * *

সেরপুর টাউন
চৈতন্যাব্দা ৪২১
২৯শে চৈত্র।

কলিপাবনাবতার
শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী
শ্রীরাধিকা নাথ শর্ম্মা।

শ্রীহরি।

ভূমিকা।

পরম কল্যাণ ভাজন শ্রীমান অনুজ বনওয়ারীলাল চৌধুরী

ভ্রাতা নিরাপদ চিরজীবেষু।
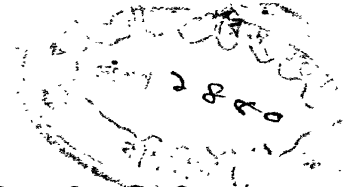
ভাইবন! শুনিয়াছি কেহ কেহ বলেন তুমি "নাস্তিক," কেহ কেহ বলেন তুমি "জড়বাদী" কিন্তু আমি জানি তুমি এ দুইয়ের একও নও। আমার সমক্ষে কেহ এরূপ মন্তব্য করিলে নিসন্দেহ উপযুক্ত উত্তর পাইতেন। বাবা আমাদের শ্রীরাধাগোবিন্দৈক জীবন পরম প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তুমি তাঁহার আদরের সন্তান, আকার প্রকারও গুণে সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হইয়াছ, সুতরাং সদ্ধর্মাংশেও তাঁহার গুণ নিগূঢ় রূপে নিশ্চয় তোমাতে বর্ত্তিয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অনেক দিন সভাস্থলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলোচনায় তাহার প্রমাণ পাইয়াছি এবং তোমার মুখে ভজন তত্ত্বের অতি সুমিমাংসা শুনিয়া বিমলানন্দ অনুভব করিয়াছি। এবং দেখিয়াছি বহুতার্কিক ধর্ম্মধ্বজী তোমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নীরব হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বেও এক দিন শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ তোমার কথা শুনিয়া আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে "আমার বিশ্বাস যখনই হোক না কেন শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র এক সময় তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজ কৃপা করিবেন" ভাই, আমি জানি তাঁহার আশীর্ব্বাদ কখনও অলীক হইতে পারে না।

ভাই, এ গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত কারণ প্রভৃতি যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে, কিন্তু একটি বিষয়ের সহিত শৃঙ্খলার সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য এই ভূমিকার প্রয়োজন। মা, বাবা এবং আমাদের স্নেহময় দাদা এক্ষণে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট সুতরাং শৃঙ্খলা (connecting link) হিসাবে এ ভূমিকার তুমিই অধিকারী।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন সেরপুর এবং তদঞ্চল নীরস কর্ম্মকাণ্ড ও শুষ্ক জ্ঞান কাণ্ডের প্রভাবে অবিভূত এবং "বৈষ্ণব" নামধারী বাউল ও সহজীয়া প্রভৃতি উপধর্ম্মীদিগের জ্বালায় অস্থির, তখন ঐরূপ সর্ব্বধর্ম্ম যাজনের অভাব ভাবিয়া বাবার সরল হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল; এবং তাই তিনি শুষ্ক জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড খণ্ডন পূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তিমার্গে নিষ্কাম ভগবৎ সেবা এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় উপাসনা সদ্ধর্ম্মান্বেষী জনগনের হিতোদ্দেশ্যে প্রচার কল্পে শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্র এবং শ্রীভাগবতামৃত ও শ্রীভক্তি রসামৃত-সিন্ধু প্রভৃতি শ্রীগোস্বামী গ্রন্থ সকল আলোচনা করিয়া "উপাসনোল্লাসিনী" পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং ধর্ম্মধ্বজীগণ উহাকে "অপ্রামাণ্য" বলিয়া পাছে কোনও বিঘ্ন উৎপত্তি করে তন্নিবারণ জন্য তাৎকালিক বঙ্গদেশ বিখ্যাত সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রায় সকলেরই মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শুষ্ক জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড খণ্ডনে উপাসনোল্লাসিনীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড নিঃশেষিত হয়। তৃতীয় খণ্ডে অষ্টকালীয় ভগবদুপাসনার দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইয়াছিল, এবং চতুর্থ খণ্ডে উহার সবিস্তার আলোচনা করা হইবে এরূপ আভাস ছিল, কিন্তু সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই পিতৃদেব নিত্যধামে বিজয়ী হইলেন সুতরাং তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তোমার মনে থাকিতে পারে চারু প্রেস যখন সেরপুরে তখন 'উপাসনোল্লাসিনী' পুনঃ প্রচারের এক খেয়াল আমাদের হইয়াছিল কিন্তু তখন আমরা বালক, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং অনধিকারী কোনওরূপ গুরুকৃপা লাভ হয় নাই, তাই পরম দয়ালু শ্রীশ্রীশচীনন্দন আমাদের সে ইচ্ছা তখন বিরত করিয়াছিলেন। ৩৮ বৎসর গত হইল পিতৃদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট হইয়াছেন, উপাসনোল্লাসিনীর সময়ের মহাত্মারা প্রায়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও অনেকেই উহা বিস্মৃত হইয়াছেন, জগতের গতিই এই। প্রায় ২০ বৎসর হইল ভাগ্যবলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপালাভ করিয়া অনধিকারী হইয়াও অমূল্য ভজন সুখের অধিকারী হইয়াছি। আজ সেই অধিকারের বলে শ্রীগুরু চরণ কৃপায় বাবার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে শ্রীভগবৎ সেবার অষ্টকালীয় উপাসনার যতদুর সম্ভব বিশ্লেষণ এই "দীপিকায়" প্রকাশ করিলাম। বাবা এক্ষণে নিত্যলীলাতে থাকিয়া যে সমস্ত অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় নিত্যলীলা আস্বাদন করিতেছেন তাহার এক পরমাণুর এক কোট্যাংশও যদি-

প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি তবেই চরিতার্থ ও ধন্য হইয়াছি! বিচারকর্ত্তা শ্রীগুরুদেব। ভাই, সুতরাং এক অংশে ইহাকে উপাসনোল্লাসিনীর উত্তর ভাগও বলিতে পার।

ভাই, আর একটী কথা বলিয়া ভূমিকা শেষ করিব। কিছু কাল হইল আমার মনে হইতেছে আমার মনিব যেন আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন, সত্বর সে সুখ সংঘটিত হইলে যখন তোমার মনে চায় শ্রীল শ্রীযুক্তপ্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া প্রেমময়ের লীলা সমুদ্রে মনোভিনিবেশ করিও অপরিসীম ভূমানন্দ লাভ করিয়া সুখী হইবে ইতি।

সেরপুর।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।
১৮৩০ শকাব্দা।

আশীর্ব্বাদক
তোমার ছোট দাদা।

———o———

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

উৎসর্গপত্র।

যাঁহার অহৈতুকী করুণাপূর্ণ শ্রীচরণ কৃপায় এ জীবাধম মহাবালিস হইয়াও প্রেমময় প্রেমময়ীর অমূল্য দেবদুর্লভ ভজনাধিকার লাভ করতঃ যে মহামহার্ঘ্য রত্নকে প্রাপ্ত হইয়াছে সেই রত্নযোগে প্রস্তুতীয় এই সামান্য "দীপিকা" অলঙ্কার সেই শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেব নিখিল প্রেমদাতা পরমারাধ্যতম শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ শ্রীমদ্রাধিকানাথ গোস্বামী প্রভু মহাশয়ের শ্রীকরকমলে সভক্ত্যা উৎসর্গীকৃত হইল।

প্রণয়নকার।

শ্রীরাধা . . বন্দ।

অবতরণিকা বিজ্ঞপ্তি বা উপক্রমণিকা।

"শ্রীশ্রীব্রজরাজনন্দন এবং শ্রীমতি বৃষভানুনন্দিনীর উপাসনা বিষয়ে বহু পদ্ধতি, প্রণালী এবং সূচক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছেন তবে আর এ গ্রন্থ কেন?" এরূপ প্রশ্ন সময়ে যখন আমার মনেই উদয় হইয়াছিল তখন শ্রীভগবদ্দাসবৃন্দের মনে যে স্বতঃই উহার আলোড়ন হইবে তাহা নিশ্চিত এবং তাহা নিরশনার্থ-ই এই ভূমিকার অবতারণা করিতে হইতেছে। শ্রীভগবদারাধনার প্রকার দুইটীঃ—প্রথম বিধি প্রবর্ত্তিত প্রণালী, দ্বিতীয় রাগমার্গ। রুচি এবং অধিকার ভেদে সাধক এই দুইয়ের অন্যতরকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রাচীন ঋষি এবং পরবর্ত্তী গোস্বামীপাদগণ ধৃত শ্রীবৈষ্ণবস্মৃতি সম্মত পদ্ধতির সম্যক অনুষ্ঠানই বিধি প্রবর্ত্তিত প্রণালী। অনুরাগশূন্য মনে মাত্র নরকভয়ে যে শাস্ত্রবর্ত্মে ভজন তাহাই সেই প্রণালী অনুষ্ঠিত বিধিমার্গ। সুতরাং উহার জন্য কোনও পৃথক পদ্ধতির প্রয়োজন নাই। বিধিমার্গযাজী সাধকের স্বীয় গুরোপদেশানুসারে সম্যকপ্রকারে উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে কিন্তু বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন বা ক্রমচ্যুতি হইতে পারিবে না। কারণ তাহা হইলে আর শুদ্ধ বৈধি যাজন থাকিল না।

এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছেন রাগমার্গ অথবা রাগানুগীয় ভজন। কথাটি অতি সহজ, কিন্তু রাগানুগ ভজনের প্রকৃত অধিকারী অতি দুর্লভ। শ্রীভগদ্ভক্ত সমাজে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে; শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীরামানন্দ রায় মিলনপ্রসঙ্গে ইহার ক্রমস্তর এবং অধিকার অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এ হেন উচ্চাঙ্গ অধিকার বর্ত্তমান সময়ে অনধিকারী এবং অনুপযুক্তের হাতে পড়িয়া কতই না দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন? উত্তম বস্তুতে মনুষ্যের লোভ স্বাভাবিক।

বৃক্ষে সুপক্ক আম্র দেখিয়া উহা পাইতে ইচ্ছা সকলেই করে, কিন্তু বৃক্ষে আরোহণের প্রণালী শিক্ষা না করিয়া উহা প্রাপ্তির জন্য বৃক্ষারোহণের চেষ্টা করিলে ফল প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে অঙ্গ বৈকল্যই যেমন কেবল একমাত্র লাভ হইয়া থাকে, ভজনের শ্রেষ্ঠ রাগানুগ ভজন সম্বন্ধেও তাহাই। অনধিকারী বা অজ্ঞ ব্যক্তি তদনুষ্ঠান করিতে চেষ্টা করিয়া কেবল মাত্র মহাগর্হিত উপধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং ইহা হইতেই সহজীয়া, বাউল, নেড়া ও দরবেশ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। জগতপূজ্য "শ্রীঅভ্যাগত" বেশধারী একদল বাবাজিও এক কম ভয়ানক উপধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই! এই দলের হাতে পড়িয়া সজ্জাজন বড়ই পঙ্কিলরূপে বিড়ম্বিত হইতেছেন। আমাদিগের নব্য ভক্তগণও বিলাতি বা "হাল ফারাসি" বৈষ্ণবতারূপ এক অতি উদ্ভট উপধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন! শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলার "আধ্যাত্মিক" ব্যাখ্যান, নূতন আচার্য্যত্বের সৃষ্টি, জাতীয়ত্বের নবতথ্য এবং ভজনরহস্যের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি ঐ উপধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; ইহাও প্রকৃষ্ট ভজনের এক অতি প্রধান অন্তরায়। শিক্ষিত অনুরাগী অথচ তত্ত্বানভিজ্ঞ ভক্ত ইহার কুহকে পড়িয়া কম বিড়ম্বিত হইতেছেন না! এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র এক দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রয়োজন উহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সহজীয়া পন্থা প্রভৃতির ন্যায় বিলাতি বা "হাল ফারাসি" বৈষ্ণবতাও যে রাগানুগ ভজনের বিন্দুমাত্রও অধিকারী নহে কেবল ইহা মাত্র সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবার জন্য ঐ সম্বন্ধে ঈঙ্গিতে উপরে একটু নিবেদন করিলাম; অভিপ্রায় এই যদি আমাদিগের সাধকবর্গের মধ্যে রাগানুগ ভজনের অনুরাগী কোন মহানুভবের ঐরূপ একাধটুক সহজীয়া প্রভৃতি কিম্বা বিলাতি বা "হাল ফারাসি" বৈষ্ণবতার ছিটু থাকিয়া থাকে, তবে তিনি সময়ে সাবধান হইলে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে আপনাকে রক্ষা করিয়া প্রকৃত ভজনপথে সত্বরেই বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিবেন। উচ্ছৃঙ্খলতার নাম রাগ নহে, পূর্ব্বাপর সদাচারকে রক্ষা করাও রাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রকৃষ্ট লক্ষণ। আমাদিগের ন্যায় ভজনহীন জীবাধমের মঙ্গলের জন্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় 'শ্রীরাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা' গ্রন্থে রাগানুগ ভজন সম্বন্ধে অতি সুমিমাংসা করিয়াছেন। লোভে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের যে আকাঙ্ক্ষাকে উৎপন্ন করে তাহাই রাগমার্গ; বিধিপ্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারেই ভজন বা সেবন করিতে হইবে কিন্তু ভাববিরুদ্ধ যাজন সকল রাগানুগ ভক্তের জন্য অনুষ্ঠেয় নহে এবং তাহা না করা হেতু তাঁহার ভজনের কোনও অঙ্গহীন হইবে না; বরং করিলে প্রতি-কুলতাহেতু (যথা পঞ্চোপাসনা, জপসময়ে অঙ্গন্যাসাদি ব্যতীত ন্যাসাদি, দ্বারকাধ্যান, রুক্মিণ্যাদি পূজন এবং "সোহং" ইত্যাদি চিন্তনাদি অহং গ্রহোপাসনা প্রভৃতি) ভজনের বিঘ্নকারী হইবে। শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজকিঙ্করী নিত্য, সেই কিঙ্করী-রূপে সিদ্ধদেহ ভাবনায় শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজনই যাঁহার চরম প্রার্থনা তাঁহার পক্ষে ক্ষণমাত্রও যে অনুষ্ঠানদ্বারা ঐ চিন্তার বৈপরীত্য বা খর্ব্বতা হইতে পারে এরূপ কোনও অনুষ্ঠানই তাঁহার করণীয় কিম্বা পালনীয় হইতে পারে না; সুতরাং গোস্বামী-পাদগণ এবং পরবর্ত্তী মহাজনগণ এরূপ রাগানুগ সাধকের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল অনুষ্ঠান সকলদ্বারা যে ভজন স্বীকার করিয়াছেন তাহাই রাগানুগ ভজন। শাস্ত্রে ভজনের পঞ্চবিধ বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে:—স্বাভীষ্ট ভাবময়, স্বাভীষ্ট ভাবসম্বন্ধী, অনুকূল, অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ। তন্মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ স্বাভীষ্ট ভাববিরোধী ভজন মাতৃকেত্যাদি ন্যাসাদি ও দ্বারকাধ্যান ইত্যাদি সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। ধাত্র্যশ্বত্থাদি সেবন এবং পুরাণান্তর (শ্রীমদ্ভাগবত ভিন্ন অন্য পুরাণাদি এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি সচ্ছাস্ত্র ভিন্ন অন্য গ্রন্থাদি) শ্রবণ পঠনাদি ভাববিরুদ্ধ অর্থাৎ তটস্থ অর্থাৎ উহার অনুষ্ঠান করিলে ভজনের কোনও অনুকূলতা হয় না কিন্তু কোনও অনিষ্টও হয় না। তুলসী সেবন, শ্রীনামাক্ষর, তিলক ও চরণ-চিহ্নাদি ধারণ অনুকূলাঙ্গ যাজন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হইতে মন্ত্রজপ ও ধ্যানাদি, শ্রীভগবল্লীলা চরিত্র স্মরণ, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও গানাদি,

শ্রীরাধীশ্বরী জিউর এবং তদীয়া সখি মঞ্জরীবর্গের লীলা চরিত্র স্মরণ শ্রবণ কীর্ত্তন ও গানাদি, শ্রীএকাদশী ও শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতাদি পালন এবং নিবেদিত তুলসীচন্দন, মাল্যপুষ্প এবং বসনাদির ধারণ এবং শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণাদি ভাবসম্বন্ধী ভজন, ইহাতে স্বাভীষ্টভাবের সম্বন্ধ বিষয়ে পুষ্টতা হইয়া থাকে। এ সমস্ত সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয় এবং নিত্যকর্ত্তব্য।

রাগমার্গে ভজন করিতে হইলেই শ্রীভগবানের ব্রজপরিকরের কাহারও আনুগত্য করিয়া তদ্ভাববিশিষ্ট হইয়া ভজন করিতে হয়। ব্রজজনের শ্রীভগবৎ সেবন রাগাত্মিক, তাহারই আনুগত্য করিতে হয় এজন্য এ ভজনের নাম রাগানুগ। তাহা চারি প্রকার হইতে পারে :—(১) দাস্য অর্থাৎ শ্রীকমল প্রভৃতি দাসগণের যে ভাব, (২) সখ্য শ্রীসুবল অথবা শ্রীশ্রীদামাদির যে ভাব, (৩) শ্রীনন্দ মহারাজ বা শ্রীযশোদামাতাদির যে ভাব তদ্ভাববিশিষ্ট হওত তদনুগ হইয়া অথবা (৪) ভাব-শ্রেষ্ঠ মধুর রসাশ্রয়ে শ্রীব্রজদেবীগণ নিজ প্রাণেশ্বরী শ্রীমতী কিশোরী জিউর আনুগত্যে শ্রীগোপীজনবল্লভের যে সেবন করিয়া থাকেন তাঁহাদের দেবদুর্ল্লভ সেই কিঙ্কর্য্যে ভাবনাদ্বারা নিজকে গণিতা করিয়া সেবন। এই চারিভাবের যে কোন ভাবাশ্রয়ের নামই স্বাভীষ্ট ভাবময় ভজন। ইহার মধ্যে শেষোক্ত ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পদ্ধতি এই শেষোক্ত ভজনকে আশ্রয় করিয়াই লিখিত হইবেন। এ ভজনে বলপূর্ব্বক অথবা বিদ্যাবলে কেহ অধিকার লাভ করিতে সক্ষম নহেন। পূর্ব্বজন্মে ভজন পূর্ণ হইয়া থাকিলে অথবা এ জন্মে মহতের কৃপা হইয়া থাকিলেই মাত্র অধিকারী হইতে দেখা যায়। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত বিরল। এ সম্বন্ধে সাধারণত ইহাই দৃষ্ট হয় যে, যে জীবের সৌভাগ্য উদয় হয়, তাহার শ্রীকৃষ্ণ ভজনপ্রাপ্তির জন্য এক মহা আর্ত্তি জন্মে, তখন সে সাধুর কৃপায় সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করে, তিনি চিত্ত নির্ম্মল করিয়া তাহাকে ভজনাধিকারে প্রবেশ করান এবং স্বতঃই সখীরূপে কৃপা করিয়া ব্রজদেবীগণের অনুষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দের বিমল নর্ম্ম যুগল ভজনে অধি-

কারিণী করেন ; কেন না সখী ভিন্ন শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলায় অন্যের প্রবেশাধিকার নাই, সখীই এ লীলার পুষ্টি করেন ও আবার সখীই তাহা আস্বাদন করেন।

কেন এই পদ্ধতি প্রকাশ করিতে আকাঙ্ক্ষা হইল তাহা বলিয়াই অবতরণিকার পরিসমাপ্তি করিব। এ পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজন বিষয়ে বহু পদ্ধতি প্রকাশ হইয়াছেন সত্য কিন্তু অধিকাংশই বিধিমার্গীয় সুতরাং রাগানুগ ভজনের জন্য যাঁহারা লালায়িত তাঁহাদের প্রয়োজনে আসে না। দুই একখানা যাহা রাগমার্গীয় বলিয়া প্রচারিত তাহাও অন্যরূপ ইহাই আমার এই "বাতুল চেষ্টার" প্রধান কারণ। যাঁহারা পণ্ডিত ও রসজ্ঞ তাঁহাদের জন্য সামান্যতঃ কোনও পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না ; তাঁহারা স্ব স্ব গুরুপদেশানুসারেই স্বীয় হৃদয়ে ভজনের পথ স্থিরীকৃত করিয়া লইতে পারেন। সংস্কারানভিজ্ঞ অথচ অনুরাগী সম্ভক্তের সুবিধা হইতে পারে এই জন্যই ইহা প্রকাশিত হইল।

সহজ বোধগম্য এবং প্রাঞ্জল হয় এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রভাগ, প্রমাণ, প্রয়োগ এবং কর্ত্তব্য নিষ্পন্নাদি সংস্কৃতভাষায় রাখিয়া অন্য যাবতীয় ক্রমাদি বঙ্গভাষাতেই বিবৃত হইবেন। পদ্ধতি মধ্যে অনুষ্ঠান সকলের বর্ণনকালে কোনও বিষয়ের বর্ণনা, মন্তব্য বা বার্ত্তিক দেওয়া যাহা প্রয়োজন হয় তাহা পদ্ধতি শেষে অনুক্রমণিকা এবং উপসংহারে যথাকালে যথাস্থানে বর্ণিত হইবেন। পদ্ধতি-ধৃত অনুষ্ঠান ও মন্ত্রসকল দ্বিজাতি পর হইবেন। দ্বিজাতীতর সাধকগণ ঐ সকল অনুষ্ঠান বাদ দিয়া লইবেন এবং প্রণব প্রভৃতি প্রয়োগের স্থলে "নমঃ" ব্যবহার করিবেন। পদ্ধতির যে স্থানে বিবৃতি (নোট) বোধক চিহ্ন থাকিবে ঐ অংশ উপসংহারে প্রদত্ত চিহ্নিত বিবৃতির সহিত মিলাইয়া পাঠ করিতে হইবে।

অবতরণিকা পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে এ জগতে এ জীবাধমের যে সমস্ত সতীর্থ মহানুভব আছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে একটুক

নিবেদন করিতেছি। শাস্ত্রান্তরে একটী কথা আছে "প্রত্যেকের যাজন তাহার নিজের অনুরূপ পৃথক" একথা অন্যের সম্বন্ধে খাটিলেও আমাদের সম্বন্ধে নহে। আমাদের অসীম করুণাময় প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের ভজন প্রণালীই একরূপ হইবে, অন্ততঃ এ জীবাধমের মনের ভাব তাই। এই পদ্ধতি শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদের উপদিষ্ট প্রণালীতে গ্রথিত হইয়া তাঁহার সম্মতিলাভ করিয়াছে; সুতরাং আমাদিগের মধ্যে যদি কাহারও কিছু মতান্তর থাকিয়া থাকে, তবে তাঁহার শ্রীচরণে করজোড়ে নিবেদন যে তিনি কৃপা পুরঃসর গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদের অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন।

এক্ষণে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণযুগল বন্দনা করিয়া একমাত্র তাঁহারই কৃপার প্রতি নির্ভর করতঃ জগদেক নাথ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীশচীনন্দন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগলে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পদ্ধতি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অসীম শক্তিশালী শ্রীশ্রীভগবদ্দাসগণ এ পঙ্গুর এই পর্ব্বত লঙ্ঘনের চেষ্টাকে উপহাস না করিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ করুন যেন উদ্দেশ্য সফল হয়। নিবেদনম্।

সেরপুর, ময়মনসিংহ।
১৮ই শ্রাবণ শুক্লা-তৃতীয়া ১৮২৭ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদাসানুগত দাসস্য দাসাভাস
শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দঃ

শ্রীরাগানুগা দীপিকা।

শ্রীশ্রীশচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে যাঁহার সর্ব্বেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস নাই এবং যিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে শ্রীমন্নন্দনন্দন বলিয়া স্বীকার বা জ্ঞান না করেন, তিনি এই গ্রন্থের এই পত্রের অপর পৃষ্ঠ আর উল্টাইবেন না বা একটী মাত্র বর্ণও দেখিবেন না কিম্বা পাঠ করিতে চেষ্টা করিবেন না। তিনি আস্তিক হইলে তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বরের শপথ। নাস্তিক, জড়বাদী বা সংশয়বাদী হইলে তাঁহার সততার শপথ। আশা করি এ দীন প্রার্থনা লঙ্ঘিত হইবে না।

শ্রীশ্রীরাধামদন গোপাল।
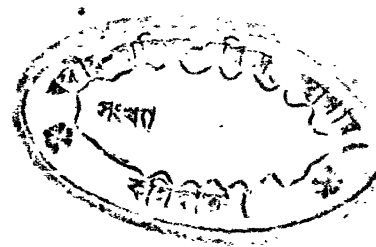
শ্রীরাগানুগা দীপিকা।

"অখিল মনুষু মন্ত্রা বৈষ্ণবা বীর্য্যবন্তঃ
মহিত তর ফলাঢ্যো স্তেষু গোপাল মন্ত্রাঃ।
প্রবলতর ইহৈষোঽস্মিযু সম্মোহনাখ্যো।
মনুরনুপম সম্পৎ কল্পনা কল্পসাখী॥"

"আরাধ্যো ভগবান' ব্রজেশ তনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেন যাকল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণ মমলঃ প্রেমাপুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মত মিদং তত্রাদরো না পরঃ॥"

একমাত্র সেই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীনন্দনন্দন এবং তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন ভূমিই আরাধ্য, শ্রীমতী ব্রজবধুগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিতা তাঁহার রম্যা উপাসনাই একমাত্র উপাসনা, পুরাণ শিখামণি অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই শাস্ত্র এবং প্রেম সম্পত্তিই একমাত্র মহান্ অর্থ। আরাধ্য, উপাসনা, শাস্ত্র এবং অর্থ বলিতে উপরোক্ত চতুষ্টয়কে মাত্রই গ্রহণ করিবে, অন্য নহে। শ্রীমচ্ছচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ইহাই মত, ইহাতেই আদর করিবে, অপরে নহে। আমরা এই মতেরই অনুগত হইয়া রাগমার্গীয় কৃত্যাদি কীর্ত্তন করিব।

নিত্যাহ্নিক কৃত্যঃ ॥

সাধক শ্রীভগবন্নামোচ্চারণ পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গের সহিত ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে) শয্যাত্যাগ করিবেন। এবং পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগানন্তর শ্রীগঙ্গোদকাদি সংস্পর্শে শুচি হওতঃ শয়ন প্রকোষ্ঠেই ভিন্ন শুদ্ধাসনে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় সাধক দেহাভিমানে স্বশক্তি সমন্বিত ব্যষ্টি শ্রীগুরুদেবের মানসার্চ্চন করিবেন। তাহার নিয়ম এইঃ— প্রথমত "ঐং" এই গুরুবীজদ্বারা একবার প্রাণায়াম করিবেন অর্থাৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট টিপ দিয়া বন্ধ রাখিয়া বামহস্তে একবার "ঐং" বীজ জপ করিয়া অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় বায়ু বামনাসাদ্বারা রেচন করিবেন এবং বামকরে ঐভাবে সাতবার জপ করিতে করিতে বামনাসাদ্বারা পুনঃ বায়ু পূরণ করিবেন, তৎপর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট এবং অনামিকা

ও মধ্যমাদ্বারা বামনাসাপুট বন্ধ রাখিয়া বামকরে বিংশতিবার "ঐং" বীজজপ করিয়া কুম্ভক করিবেন। তৎপর "ঐং" বীজ দ্বারাই অঙ্গন্যাস করন্যাস করিবেন। অর্থাৎ হৃদয়ে হস্তদিয়া "আং হৃদয়ায় নমঃ" মস্তকে হস্ত দিয়া "ঈং শিরশি স্বাহা" শিখা স্পর্শ করিয়া "ঊং শিখায়ৈ বষট্" উভয় হস্তে অংশদেশ ধরিয়া "ঐং করচায় হুং" এবং মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা চক্ষুদ্বয় স্পর্শ করিয়া "ঔং নেত্রদ্বয়ায় বৌষট" এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা বামকরের পৃষ্ঠদেশ তাড়না করতঃ ঐ করের করতলে "অঃ করতলঃ পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" ইহা বলিয়া আঘাত করিবেন এইরূপে উভয় তর্জ্জনীদ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ ভাঙ্গিয়া "আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" অঙ্গুষ্ঠদ্বয়দ্বারা তর্জ্জনী ভাঙ্গিয়া "ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" ঐরূপে মধ্যমাদ্বয় ভাঙ্গিয়া "ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্", অনামিকাদ্বয় ভাঙ্গিয়া "ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁং", কনিষ্ঠাদ্বয় ভাঙ্গিয়া "ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট" এবং অঙ্গন্যাসের ন্যায় পূর্ব্ববৎ "অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" এইরূপে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া মানসে শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবেন। তাহার মন্ত্র এই "ঐং ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিতে পদ্মে সহস্রার সমন্বিতে শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যা মুদ্রা লসৎ করং। দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিল সিদ্ধিদং"॥ এই ধ্যান করিয়া মস্তকে হস্তদ্বয় রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠানামিকা যোগে বং রসাত্মকং জলং ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা যোগে লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ যোগে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। পুনঃ ঐ যোগে যং ব্যায্যাত্মকং ধূপঃ ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ যোগে রং তেজাত্মকং দীপঃ ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। অঙ্গুষ্ঠানামিকা যোগে বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। ঐরূপে পানার্থ জলং ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। পুনরাচমনীয়ং ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। তাম্বুলং ঐং শ্রীগুরবে কল্পয়ামি নমঃ। এই প্রকার মানসে অর্চ্চন করিয়া অষ্টোত্তর শতসংখ্যক পর্য্যন্ত "ঐং" এই শ্রীগুরুমন্ত্র জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তাত্বং

গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥" এই মন্ত্রদ্বারা শ্রীগুরুচরণে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। তৎ মন্ত্রঃ—"ঐং অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ঐং অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" এইরূপে শ্রীগুরু নমস্কারপূর্ব্বক শ্লোক চতুষ্টয়দ্বারা প্রাতঃকীর্ত্তন করিবে। তদ্যথাঃ—জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো যদুবর পরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং। স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন ব্রজপুর বণিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥ ১। স্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং॥ ২। বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনীনাং সম্ভোগ চিহ্নাঙ্কিত সর্ব্বগাত্রং। পবিত্র মাম্নায় গিরামগম্যং ব্রহ্মং প্রপদ্যে নবনীত চৌরং॥ ৩। উদ্‌গায়িতীনা মরবিন্দ লোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশেদ্ধনিঃ। দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন শব্দ মিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশা মমঙ্গলং॥ ৪। এই শ্লোক চতুষ্টয় পাঠ পূর্ব্বক পুনঃ শ্রীগুর্ব্বাদি নমস্কার করতঃ ক্রমে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং সাবরণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নমস্কার করিবেন। তন্মন্ত্র যথাঃ—বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ। শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং। সাদ্বৈতং সাবধূতম্ পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্য দেবং। শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ ললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ এই মন্ত্রে পুনঃ২ প্রণাম করিয়া বহিঃ শৌচার্থ বহির্গমন করিবেন।

তদনন্তর যথাবিধি বিন্মূত্রাদি উৎসর্গ করতঃ শৌচাদি অন্তে মৃত্তিকা শৌচাদি বিধেয় তদ্বিধিঃ—একোলিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বাম করে তথা। হস্তদ্বয়েচ সপ্তান্যামৃদঃ শৌচোপ পাদিকা॥ তৎপর দন্তধাবন এবং মুখ প্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক নদী,

(ক)

তড়াগ, বাপী, কূপ প্রভৃতি সম্ভাবিত জলে কৃষ্ণস্মরণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনান্তর শ্রীতুলসী মহারাণীকে স্নান করাইবেন। তন্মন্ত্র ঃ—ওঁ গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্তি চৈতন্যকারিণীং। স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনীং॥

এই মন্ত্রে স্নান করাইয়া ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্তচ। কৃষ্ণভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমোনমঃ॥ (খ)
এই মন্ত্রে শ্রীতুলসী দেবীকে প্রণাম করিয়া গৃহ প্রবেশ করতঃ বৈদিক গায়ত্রি দ্বারা শিখা বন্ধন করিয়া শ্রীগোপীচন্দনাদি দ্বারা স্বীয় দ্বাদশাঙ্গে শ্রীহরি মন্দির তিলক রচনা এবং বাহুমূল এবং কণ্ঠাদিতে শ্রীনামাক্ষর মুদ্রাদি এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউর শ্রীচরণ চিহ্ন ধারণ এবং অঙ্কিত করিবেন। শ্রীতিলক রচনা প্রমাণ এবং মন্ত্র এই ঃ—ললাটে [১] কেশবং ধ্যায়েৎ [২] নারায়ণ [২] মথোদরে [৩]। বক্ষস্থলে [৩] মাধবস্তু [৪] গোবিন্দং [৪] কণ্ঠ কূপকে॥ বিষ্ণুঞ্চ [৫] দক্ষিণে [৫] কুক্ষৌ [৬] বাহৌচ মধুসূদনং [৭]। ত্রিবিক্রমং [৭] কন্ধরেতু [৮] বামনং [৮] বামপার্শ্বকে [৯]॥ শ্রীধরং [৯] বাম বাহৌচ [১০] হৃষিকেশস্তু কন্ধরে [১১]। পৃষ্ঠেতু [১১] পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥ তৎপ্রক্ষালন তোয়স্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি। উপরোক্ত অঙ্ক পুটিত অঙ্গ সকলে পুটিত নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তিলকাঙ্কিত করিয়া পুনরায় তত্তনামোচ্চারণ পূর্ব্বক স্পর্শ করিবেন এবং তিলকাবশিষ্ট প্রক্ষালিত জলের কিয়দংশ "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে ধারণ করিবেন। তিলক ধারণ নিম্নে ন্যাস সহ বর্ণিত হইলেন। যথা ঃ—ললাটে ওঁ ধাতৃ সহিতায় কেশবায় কীর্ত্তে নমঃ। উদরে ওঁ-আং অর্য্যমা সহিতায় নারায়ণায় কান্তে নমঃ॥ বক্ষস্থলে ওঁ ইং মিত্র সহিতায় মাধবায় তুষ্টে নমঃ। কণ্ঠ কূপে ওঁ ঈং বরুণ সহিতায় গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈনমঃ॥ দক্ষিণ কুক্ষৌ ওঁ উং অংশু সহিতায় বিষ্ণবে ধৃত্যৈ নমঃ॥ দক্ষিণ বাহৌ ওঁ ঊং ভগ সহিতায় মধুসূদনায় শান্ত্যৈ নমঃ॥ দক্ষিণ কন্ধরে ওঁ ঋং বিবস্বৎ সহিতায় ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ॥ বাম কুক্ষৌ ওঁ ৯ং ইন্দ্র সহিতায় বামনায় দয়ায়ৈ নমঃ। বাম বাহৌ [illegible] পূষ সহিতায় শ্রীধরায় মেধায়ৈ নমঃ। বাম কন্ধরে ওঁ ঐং পর্জ্জন্য সহিতায়

হৃষিকেশায় হর্ষায়ৈ নমঃ। পৃষ্ঠে ওঁ ওং হৃষ্টি সহিতায় পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ॥ কট্যাং ওঁ ঔং বিষ্ণু সহিতায় দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ ইতি মূৰ্দ্ধিন্যাসং কুৰ্য্যাৎ। ততো কিরীট মন্ত্রং ন্যসেৎ। যথা "ওঁ কিরীট কেয়ূর হার মকর কুণ্ডল চক্র শঙ্খ গদা পদ্ম হস্ত পীতাম্বর ধর শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষস্থল শ্রীভূমি সহিত স্বাত্মঃ জ্যোতি দীপ্তি করায় সহস্রাদিত্য তেজসে নমোনমঃ। ইতি তিলক ধারণ বিধিঃ।

(গ)

তদনন্তর ফল লড্ডুকাদি কিঞ্চিৎ উপায়ণাদি একপাত্রে গ্রহণ করতঃ শ্রীগুরুদেব নিকটে উপস্থিত হওত তাঁহার সমীপে উহা প্রদান করিয়া সাধক শ্রীগুরু পাদপদ্মে প্রণাম করিবেন এবং প্রাত্যহিকী শ্রীভগবদুপাসনা বিষয়ে আহ্নিক কাৰ্য্য করার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীগুরুচরণ সরোজে অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। লৌকিক ব্যবহারে শ্রীগুরুদেব অনুপস্থিত থাকিলে কিম্বা অপ্রকট হইয়া থাকিলে মানসেই ঐরূপ উপায়ন প্রদান এবং অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে।

অতঃপর তদ্রূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইলে পর পরিশুদ্ধ কোনও নিভৃত স্থানে পঞ্চপাত্র, তাম্রকুণ্ড, জল, তুলসী, এবং চন্দন প্রভৃতি সহ শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক আচমন এবং বিষ্ণু স্মরণাদি করিয়া সাধক যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঐকান্তিক তিনি সাধক দেহাভিমানেই পঞ্চতত্ত্বকে শ্রীগুরুপদেশানুসারে তুলসীদল দ্বারা অৰ্চ্চন করিবেন। যন্ত্রে বা তাম্রাদি পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রক্ষা করিয়া তাহাতে অৰ্চ্চন করাই বিহিত। আদৌ ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্র দ্বারা চন্দনাক্ত অষ্টতুলসীদল শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণযুগল উদ্দেশে ঐ যন্ত্রে বা পাত্রমধ্যে জলে একাদিক্রমে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্র—"ওঁ রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মা দেকাত্মানোমপি ভুবি পুরা দেহ ভেদৌ গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকট

অধুনা অদ্বয় চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥ ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ॥ তৎপর ঐ প্রকারে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভাগে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে পঞ্চ তুলসীদল দ্বারা ওঁ শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে অর্চ্চন করতঃ প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্রঃ। ওঁ সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয় শায়ী গর্ভোদ শায়ীচ পয়োব্ধিশায়ী। শেষশ্চ যস্যাংশ কলাঃ সন্নিত্যা নন্দাখ্য রামং শরণং মমাস্তু। ওঁ শ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ॥ তৎপর শ্রীমন্নিত্যানন্দের দক্ষিণ ভাগে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে ঐরূপে পঞ্চতুলসী দল দ্বারা ওঁ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে অর্চ্চন করিয়া প্রণাম করিবেন। ওঁ অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতং আচার্য্যং ভক্তি শংসনাৎ। ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্য মাশ্রয়ে। ওঁ শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রায় নমঃ॥ তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রদত্ত তুলসী সকল হইতে দুটী প্রসাদী তুলসীদল উঠাইয়া লইয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বামভাগে ওঁ শ্রীগদাধর চন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে তদীয় করোদ্দেশে শ্রীগদাধরকে ক্রমে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্রঃ—ওঁ হ্লাদিনী শক্তি সম্পত্তি স্বরূপং স্বর্ণ কান্তিকং। গৌরাঙ্গপ্রেম ভূষাঢ্যং গদাধরং নমাম্যহং। ওঁ শ্রীগদাধর চন্দ্রায় নমঃ॥ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী তুলসী বিধায় করোদ্দেশে শ্রীগদাধরকে উহা প্রদান করা মাত্রই হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পরে অন্যানুষ্ঠান করিতে হইবে॥ শ্রীগদাধরকে অর্চ্চনান্তে ঐরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিবেদিত তুলসী দল হইতে একটী তুলসী দল দ্বারা শ্রীশ্রীবাসকে ঐরূপে করোদ্দেশে ওঁ শ্রীশ্রীবাসায় নমঃ এই মন্ত্রে প্রদানরূপ অর্চ্চন করিয়া পূর্ব্ববৎ হস্ত প্রক্ষালন করত প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্র ওঁ সঙ্কীর্ত্তন রসামোদং সর্ব্ব সৌভাগ্য ভূষিতং। নমামি ভক্ত রাজংহি শ্রীবাসং শ্রীহরি প্রিয়ং। ওঁ শ্রীবাসায় নমঃ॥ তৎপর সমষ্টি পঞ্চতত্ত্বকে ওঁ পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকং ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকং॥ ওঁ শ্রীপঞ্চতত্ত্বেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবেন

(ঘ)
তদনন্তর সাধক বৈদিক সাবিত্রী গায়ত্রী দ্বারা আচার্য্যোপদিষ্ট ক্রমে প্রাতঃকালীয় ও মাধ্যাহ্নিক জপাদি অনুষ্ঠান দ্বারা
৪
শ্রীভগবদুপাসনা করিয়া শ্রীহরের্ণাম মালা দ্বারা নিজ সংখ্যাকৃত হরের্ণাম গ্রহণ সমাধান করিবেন। মালা গ্রহণ সময়ে
(ঙ)
শ্রীস্তবমালাধৃত শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক পাঠ করতঃ মালা মস্তকে স্পর্শ পূর্ব্বক হরের্ণাম গ্রহণারম্ভ করিতে হইবে। তর্জ্জনী অঙ্গুলী
বহির্দ্দেশে রাখিয়া হরের্ণাম গ্রহণ কার্য্য ব্যবস্থা। নাম গ্রহণ শেষ হইলে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ নামাষ্টক পাঠ পূর্ব্বক মালা
পুনরায় মস্তকে স্পর্শ করতঃ উহা রক্ষা করিতে হইবে, প্রাচীন মহাত্মা বৈষ্ণব মণ্ডলীর ইহাই ব্যবহার। হরের্ণাম সংখ্যা স্থির
রাখার জন্য কতকটী বিভিন্ন মালা ঝোলার বহির্দ্দেশে সূত্র দ্বারা গ্রথিত রাখা ব্যবহার।

তৎপর প্রাতঃকৃত্যানুষ্ঠানে শ্রীগুর্ব্বার্চ্চনে কথিত প্রকারে বাম দক্ষিণ ভেদে কামবীজ দ্বারা প্রাণায়ামত্রয় সাধন করতঃ
ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসি স্বাহা, গোপীজন শিখায়ে বষট্, বল্লভায় কবচায় হুঁ, স্বাহা নেত্রদ্বয়ায় বৌষট্, ক্লীং
কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উল্লিখিত (প্রাতকৃত্য প্রকরণে
লিখিত) প্রকারে অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস সমাধান পূর্ব্বক সাধক শ্রীগুরোপদিষ্ট কাম গায়ত্রী এবং স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্র (শ্রীকৃষ্ণ
মন্ত্র এবং শ্রীরাধা মন্ত্র) দ্বারা প্রাতঃকালীয় এবং মাধ্যাহ্নিক জপানুষ্ঠান রূপ শ্রীভগবদুপাসনা করিবেন। প্রত্যেক মন্ত্র জপ
সংখ্যা সমাধান হইলে গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং সিদ্ধি র্ভবতুমে দেব (দেবি বা) তৎ প্রসাদাৎ স্থিতি
স্থিতে ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চপাত্র হইতে এক হাতা জল পাত্রান্তরে জপ সমর্পণোদ্দেশে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

এখানে এই সময়ে একটুক নিবেদন করিতেছি যে শাস্ত্রে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ভজনে শ্রীঅষ্টাদশাক্ষরীয় এবং দশাক্ষরীয় মন্ত্র উভয়ই উক্ত হইয়াছেন নিজ নিজ গুরুপদেশানুসারে সাধক তাহা ব্যবহার করিবেন, এ পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণমন্ত্র স্থলে কেবল মাত্র অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্র চূড়ামণি ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা এবং শ্রীশ্রীরাধামন্ত্র স্থলে ষড়ক্ষরীয় মহামন্ত্র রাং রাধায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্রদ্বয় মাত্রই কীর্ত্তিত হইবেন। উপরে করাঙ্গন্যাস বর্ণন সময়েও দৃষ্টান্ত স্থলে কেবল তাহাই বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীঅষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্র চূড়ামণি, শ্রীদশাক্ষরীয় মন্ত্ররাজ এবং শ্রীষড়ক্ষরীয় মহামন্ত্র শ্রীরাধামন্ত্র
(চ)
এই মন্ত্রত্রয় ঋষ্যাদি ন্যাস সহিত উপসংহারে বিবৃত হইবেন।

পূর্ব্বে বর্ণিত সাবিত্রী গায়ত্রী দ্বারা শ্রীভগবদুপাসনা আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা সাধক দ্বিজাতিতর জাতীয় হইলে শ্রীহরের্নাম গ্রহণ আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই (সাধক) ভাবনা দ্বারায় নিজকে শ্রীগুরুকৃপাপ্রদত্ত সিদ্ধদেহ ভাবনায় অর্থাৎ নিত্যা গোপীদেহে শ্রীব্রজমণ্ডলকে প্রাপ্ত করাইবেন। সিদ্ধদেহ ভাবনায় গোপীদেহ প্রাপ্তি, ভজনের ইহাই চরম লক্ষ্য এবং অতি পরমানন্দময় অবস্থা। ভাবনা দ্বারা শ্রীগুরুকৃপায় এই প্রার্থনীয় মুঞ্জরীদেহ একবার উপলব্ধি হইলে দিবসের মধ্যে আর যাঁহাতে ঐ ভাব ছুটিয়া না যায়, অন্ততঃ যতদূর সম্ভব জড়ীয়দেহ যাহাতে কম স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই পরম মঙ্গলের কারণ। শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা ভজনে নিত্য সিদ্ধদেহের ভাবনায় স্বীয় রূপ এবং অবস্থা যেরূপ স্থিরীকৃত রাখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে শ্রীপদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড ধৃত শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যোক্ত ৫২শ অধ্যায়ের লিখিত প্রমাণ বলিব, শ্রীগুরুকৃপাপাত্র রসজ্ঞ সাধকের পক্ষে আর প্রয়োজন নাই। "আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং। রূপযৌবন সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিং ॥ নানা শিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীং। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীং ॥ রাধিকানুচরীং

তত্র তৎসেবন পরায়ণা। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেমং রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্॥ প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীং। তৎসেবন সুখাহ্লাদ ভাবেনাতি সুনির্বৃতাং॥ ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্রসেবাং সমাচরেৎ। ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত মারভ্য যাবৎস্যাত্তু মহানিশা॥"

এইরূপে সাধক অপ্রাকৃত প্রকৃতিরূপা নিত্যসিদ্ধ দেহাভিমানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাধিকারিণী মঞ্জরীরূপে শ্রীনিত্যলীলা স্মরণের সহিত শ্রীগুরুরূপা সখীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া মানসে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ (ছ) বহির্দ্বারে আচমনান্তে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবেন। তৎপর শ্রীমদীশ্বরী জিউর সহিত শ্রীভগবানকে প্রবোধিত করিয়া শ্রীচরণস্থা তুলসী ব্যতীত উভয়ের মাল্যাদি প্রভৃতি অন্যান্য নির্ম্মাল্য অপসারণ করিবেন। এবং সম্মুখে আচমনীয় পাত্র রাখিয়া শঙ্খোদক দ্বারা ইদং আচমনীয় জলং ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ এই বলিয়া শ্রীভগবানকে তিনবার অর্পণ করিবেন এবং বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জনী দিবেন। তৎপর ঐরূপে রাং রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ এই বলিয়া শ্রীমদীশ্বরী জিউকেও তিনবার আচমনীয় প্রদান করিবেন এবং মার্জ্জনী দিবেন। তদনন্তর শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজার আয়োজন করিবেন। তাহার নিয়ম এই:—শ্রীভগবৎ সমীপে স্থান ধৌত ও মার্জ্জন করিয়া আসনে আটবার (জ) কামগায়ত্রী জপ করিয়া উহা পরিশুদ্ধ হইলে তদুপরি উপবেশন করিবেন। স্ব দক্ষিণে পুষ্পপাত্রে পুষ্প তুলসী চন্দন প্রভৃতি রাখিবেন। সম্মুখে অর্ঘ্যপাত্র (পঞ্চপাত্র) ও স্বীয় বামভাগে ভগবদগ্রে ত্রিপদিকোপরি শঙ্খ রাখিবেন। ভগবদর্চ্চনার জন্য স্বীয় বামে জলপূর্ণ কুম্ভ (ঘটী) রাখিবেন। স্বীয় বামে বা সম্মুখে নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বুলাদি রাখিবেন। স্বীয় পশ্চাতে হস্ত প্রক্ষালন

জন্য জলপূর্ণ কুম্ভ ও স্থালীপাত্র রাখিবেন। শ্রীভগবদাসনের ঈশানদিকেতে শ্রীরাধাগোবিন্দের স্নানের জন্য কুণ্ড রাখিবেন। তদ্ভিন্ন ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অগ্নি, শ্রীভগবদ গাত্রমার্জ্জনী প্রভৃতি দ্রব্য সকল এমত স্থানে রক্ষা করিবেন, যেন সাধককে পুনরায় তজ্জন্য উঠিতে না হয়। ভগবদগ্রে নিবেদনাদি করিবার ও অর্চ্চন কার্য্যের জন্য একটী কুণ্ডপাত্র ও আচমনীয়াদি দিবার জন্য একটী পতৎগ্রহ অর্থাৎ ডাবর রক্ষা করিবেন। এইরূপে দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া সমস্তের উপরে আটবার করিয়া কামবীজ (ক্লীং) জপ করিতে হইবে। তৎপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ঃ—পঞ্চপাত্রে তুলসী পুষ্প ও চন্দন নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি কামবীজ উচ্চারণ করতঃ ধেনু মুদ্রা এবং মৎস্য মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া উহাতে অষ্টবার অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ইহাই সামান্যার্ঘ্য হইল। এই জল দ্বারাই অর্চ্চনার কার্য্য কবিতে হয় জল ফুরাইলে বামে রক্ষিত ঘটি হইতে শোধিত জল ঢালিয়া লইবেন। ঐ বাম ভাগস্থ শ্রীভগবদর্চ্চনার্থ রক্ষিত কুম্ভস্থ জলও পূর্ব্বেই ঐরূপে শোধন করিয়া রাখিতে হইবে।

তদনন্তর শ্রীশ্রীগোবিন্দ এবং মদীশ্বরী জিউকে শ্রীপাদপদ্মযুগল হইতে নির্ম্মাল্য তুলসী অপসারণ করিয়া স্নানার্থ কুণ্ডে স্থাপন করিবেন। এবং শঙ্খ দ্বারা বামভাগস্থ রক্ষিত পুষ্পাদি বাসিত শোধিত জল লইয়া পুনঃ পুনঃ যে পর্য্যন্ত নিজ মনে তৃপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত বামহস্তে ঘণ্টানাদ পূর্ব্বক ধীরভাবে উভয়কেই কেবল মূলমন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ ইদং স্নানীয় জলং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ইদং স্নানীয় জলং রাং রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ এই বলিয়া স্নান করাইতে থাকিবেন। স্নানান্তে ধৌত শুষ্ক বসন দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করিয়া পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তনান্তর ধৌত বসনাদি পরিধান করাইয়া উভয়ের পাদপদ্মে চন্দনচর্চ্চিত দুইটী তুলসী মঞ্জরী চরণভূষণ স্বরূপ সংলগ্ন করিয়া দিবেন এবং শ্রীঅঙ্গে চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গ শোভা করিয়া উভয়কে পূজাপীঠোপরি উপবেশন করাইয়াই ফল লড্ডুকাদি কিঞ্চিৎ জলপানি সংক্ষেপে

নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। তৎক্রমঃ—আদৌ বামভাগস্থ শোধিত জলপাত্র হইতে শঙ্খে জল লইবেন, পরে তুলসীদল দ্বারা শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ ঐ জল লইয়া ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা এই বলিয়া জলপানি নৈবেদ্যটী এবং একগ্লাস পানীয় জলে অভ্যক্ষণ করিবেন এবং এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পানার্থ জলায় নমঃ ইহা বলিয়া চন্দনযুক্ত তুলসীদল দ্বারা ঐ নৈবেদ্য এবং পানীয় জল অর্চ্চনা করিবেন। পরে তদুপরি কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক ধেনু মুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া তদুপরি অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আটবার জপ করিবেন। অতঃপর বামকরের অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি যোগে নৈবেদ্যপাত্র ধরিয়া দক্ষিণহস্তে শঙ্খদ্বারা কিঞ্চিৎ জলধারা "এতন্নৈবেদ্যং" বলিয়া দিতে দিতে "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইহা বলিয়া ঐ জলধারা ভগবদগ্রস্থিত কুণ্ডপাত্রে ত্যাগ করিবেন। এইরূপে "ইদং পানার্থ জলং" ইত্যাদি বলিয়া ঐ পানীয় জলও নিবেদন করিবেন এবং চক্ষু মুদ্রিত বা অন্যত্র দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের জলপানি ভোজন চিন্তার সঙ্গে দশবার অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্র জপ করিবেন পরে শঙ্খস্থ জলদ্বারা "ইদং পুনরাচমনীয় জলং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া তিনবার ভগবদগ্রে পতৎগ্রাহে আচমনীয় প্রদান করিবেন ও শুষ্কবস্ত্র দ্বারা মার্জ্জনী দিবেন এবং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবেন। তৎপর ঠিক এই প্রকারে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে তদীয় মন্ত্র দ্বারা ঐ প্রসাদ "এতৎ শ্রীকৃষ্ণোপভুক্ত মহাপ্রসাদ নৈবেদ্য রাং রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" এই বলিয়া নিবেদন করিয়া ঠিক ঐভাবে পানীয় জল দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তদীয় জলপানি চিন্তাসহ "রাং রাধায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র দশবার জপ করিবেন। এবং তৎপর শ্রীকৃষ্ণোল্লিখিত প্রকারে শ্রীমদীশ্বরী জিউকেও পুনরাচমনীয় এবং বস্ত্র মার্জ্জনী দিবেন। এবং ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবেন।

তদনন্তর স্বস্তিকাসনে ঋজুভাবে উপবেশন করিয়া স্বীয় অঙ্কদেশে বাম করতলোপরি দক্ষিণ করতল ন্যস্ত করতঃ স্বীয় (ঝ) গুরূপদিষ্ট শ্রীশ্রীনন্দ নন্দনের ধ্যান শ্রীশ্রীভগবদ্রূপ চিন্তার সহিত অনুচ্চ পাঠ করিবেন। এইরূপে শ্রীগোবিন্দের ধ্যান ঝ করিয়া তদ্ বামভাগে ঐ প্রকারে শ্রীশ্রীমতী প্রিয়াজিউর ধ্যান করিবেন। এবম্প্রকারে উভয়ের ধ্যান সমাধা হইলে শ্রীশ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে চন্দনাক্ত পাঁচটী তুলসী মঞ্জরী "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইহা বলিয়া ক্রমে অর্পণ করিবেন এবং তৎপর ঐরূপে পুনরায় আরও অষ্টটী তুলসী মঞ্জরী প্রদান করিবেন তদনন্তর পাঁচটি কিম্বা তিনটী সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি উল্লিখিত মন্ত্রে প্রদান করিবেন। তৎপর শ্রীমদীশ্বরী জিউর শ্রীচরণকমলে "রাং রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা প্রাগুক্ত প্রকারে ক্রমে পাঁচটী এবং অষ্টটী তুলসী মঞ্জরী এবং পাঁচটী বা তিনটী সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত কতিপয় নির্ম্মাল্য তুলসী পুষ্পাদি শ্রীমদীশ্বরী জিউর করে বা করোদ্দেশে প্রদান করিবেন।

তদনন্তর ধূপ, দীপ, নিবেদন এবং নৈবেদ্য প্রদান। আদৌ ধূপ দীপ প্রজ্জলিত করিয়া অর্ঘ্যপাত্র হইতে তুলসীদল দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহাতে জল অভ্যুক্ষণ করিতে হইবে পরে চন্দনাক্ত তুলসীদল দ্বারা "ওঁ ধূপায় নমঃ" "ওঁ দীপায় নমঃ" বলিয়া ধূপ দীপকে অর্চ্চনা করিবেন এবং তদুপরি "ক্লীং" বলিয়া চক্রমুদ্রা এবং মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ তদুপরি দশধা অষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্র জপ করিবেন তৎপরে বামকরের তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠ যোগে ধূপ স্পর্শ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে শঙ্খোদক দ্বারা কিঞ্চিৎ জলধারা "এষ ধূপ" বলিয়া তদুপরি ত্যাগ করিতে করিতে "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"

ইহা বলিয়া ঐ জলধারা শ্রীভগবদগ্রস্থিত কুণ্ডপাত্রে ত্যাগ করিবেন। এইরূপে বামকরের মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগে দীপাধার স্পর্শ পূর্ব্বক "এষ দীপঃ" ইত্যাদি বলিয়া উক্তরূপে ঐ দীপও নিবেদন করিবেন। উক্ত ধুপ ও দীপ এরূপ প্রবল হওয়া প্রয়োজন যেন ইতঃপর শ্রীকৃষ্ণে নৈবেদ্য নিবেদন কালে প্রজ্জলিত থাকিয়া শ্রীমদীশ্বরী জিউর নৈবেদ্য প্রদান সময়েও প্রকৃষ্টরূপে প্রজ্জলিত থাকে। ঐ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে ধুপ দীপ নিবেদন করিয়া দিয়া নৈবেদ্য প্রদানের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তত্রাদৌ শ্রীবিগ্রহ চরণে বা শালগ্রাম শীলায় সংলগ্নীকৃত শ্রীতুলসীদল ব্যতীত অন্যান্য নিবেদিত পুষ্প তুলস্যাদি অপসারণ করিবেন। এবং হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক নৈবেদ্য শোধন করিবেন। তৎক্রমঃ আদৌ শঙ্খোদকোপরি দ্বাদশবার "যং" বীজ জপ করতঃ একটী তুলসীদল যোগে শঙ্খোদক দ্বারা নৈবেদ্য, পানীয় ও তাম্বুলাদি "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ করিবেন এবং ঐ সমস্তের প্রত্যেকোপরি কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক এক একটী সচন্দন তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিবেন। তৎপর দক্ষিণ করতলে "রং" এই বহ্নিবীজ চিন্তা করিয়া বাম করতলে দক্ষিণ করতল আচ্ছাদন পূর্ব্বক একবার নৈবেদ্যাদিকোপরি পরিভ্রমণ করাইবেন। তৎপর বাম করতলে ঠং এই অমৃতবীজ চিন্তা করিয়া তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণ করতল সংযোজ্য পূর্ব্ববৎ নৈবেদ্যাদিকোপরি পরিভ্রমণ করাইবেন। তদনন্তর নৈবেদ্যাদিকোপরি বারাষ্টক মূলমন্ত্র "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা" জপ করিবেন। ইতি নৈবেদ্য শোধন। তদনন্তর দক্ষিণ করতলে গন্ধ পুষ্পান্বিত জল গ্রহণ করতঃ "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা" বলিয়া উহা শ্রীভগবদগ্রে ভূমিতে ত্যাগ করিবেন। তৎপর শঙ্খোদক দ্বারা শ্রীভগবন্নিকটস্থ পতৎগ্রহে শ্রীমন্নন্দনন্দনকে শ্রীপদদ্বয়, পাণি এবং শ্রীমুখোদ্দেশে তিনবার পাদ্য এবং আচমনীয় অর্পণ করিয়া বস্ত্র মার্জ্জনী দিবেন। তৎপর চন্দনাক্ত একটী তুলসী মঞ্জরী "এতে গন্ধপুষ্পে

ওঁ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ” বলিয়া নৈবেদ্যোপরি প্রদান করতঃ নৈবেদ্যার্চ্চন করিবেন। এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে দিবেন। তৎপর বামহস্তের অনামিকাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ গ্রহণ করতঃ তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জলধারা “এতৎ সোপকরণ নৈবেদ্যং বলিয়া দিতে দিতে “ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” ইহা বলিয়া ঐ জলধারা ভগবদগ্রস্থিত কুণ্ডপাত্রে ত্যাগ করিবেন। এইরূপে ইদং পানার্থ জলং ইত্যাদি বলিয়া পানাধারে রক্ষিত পানীয় জলও উক্ত প্রকারে নিবেদন করিবেন। তদনন্তর উভয় হস্তে নৈবেদ্যপাত্র উত্তোলন পূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত উহা শ্রীভগবানকে দর্শন করাইবেন এইরূপে বারত্রয় দর্শন করাইয়া নৈবেদ্যপাত্র পুনঃ ভূমিতে রক্ষা করিবেন। এবং উভয় হস্ত প্রক্ষালন করিয়া কৃতাঞ্জলি “ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষানেদং হবি র্হরে” ইহা পাঠ করিবেন। তৎপর শঙ্খ হইতে দক্ষিণ করতলে জল গণ্ডুষ লইয়া ঐ জল গণ্ডুষ “এতজ্জলং ওঁ শ্রীবিগোন্দায় অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা” বলিয়া শ্রীভগবদগ্রে ভূমিতে ত্যাগ করিবেন তাহা হইলেই শ্রীভগবানকে প্রথম গণ্ডুষ করান হইল, উহাই ভোজনের আরম্ভ, তৎপর পঞ্চগ্রাস করান। তদর্থে স্বীয় বামকরে উৎপল সন্নিভ গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া দক্ষিণ করে অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা ও মধ্যমা যোগে “ওঁ প্রাণায় স্বাহা “বলিয়া প্রথমাহুতি, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে” ওঁ অপানায় স্বাহা” দ্বিতীয়াহুতি, তর্জ্জনী, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা যোগে ব্যানায় স্বাহা বলিয়া তৃতীয়াহুতি, মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে “ওঁ উদানায় স্বাহা” বলিয়া চতুর্থাহুতি এবং সর্ব্বাঙ্গুলি যোগে “ওঁ সমানায় স্বাহা” বলিয়া পঞ্চমা আহুতি করাইতে হইবে। এইরূপে প্রাণাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবার পর সাধক উভয় হস্তের অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ যোগে নৈবেদ্যোপরি ভ্রমণ করাইয়া শ্রীভগবন্মুখমণ্ডল সমীপে দর্শন করানান্তর পুনঃ কৃতাঞ্জলি পাঠ করিবেন। যথা “ওঁ শালীভক্তং সুভক্তং শিশিরক

রসিতং পায়শান্ পুপ সূপে লেহ্যং পেয়ং সুচোষ্যং শীতমমৃত ফলং ঘারীকাদ্যং সুখাদ্যং। আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়ন রুচিকরং রাজীকে নাগরিচং স্বাদীয় শাকরাজী পরিকর মমৃতা হার জ্যোষ্যং জুষস্ব।" এবং তৎপরে ক্ষীরে শ্যামলয়ার্পিতেকমলয়া বিশ্রণিতে ফাণিতে দত্তে লড্ডুনি ভদ্রয়া মধুরসে সোমাভয়া লম্ভিতে তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণং রাধা নিদেশান্ময়া ন্যস্তোস্মিন্ পুরত স্বমর্থ্যর হরে রম্যোপহারে রতিং॥ এই মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং তৎপরে এইরূপে নৈবেদ্য সমর্পণ করিয়া যবনিকা ক্ষেপণ বা দ্বাররুদ্ধ করতঃ শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে আসিয়া সাধক "ওঁ একান্তিভিশ্চাত্মহৃদ্যং সরাধিকস্য কুঞ্জকে। বৃন্দয়া সেব্যমানস্য ধ্যেয়ং কৃষ্ণস্য ভোজনং॥" এই মন্ত্র দ্বারা শ্রীভগবদ্‌ভোজন ধ্যান করতঃ যথাশক্তি অনূ্ন অষ্টোত্তর বিংশ সংখ্যা মূলমন্ত্র জপের সহিত ভোজন চিন্তা করিবেন। তদনন্তর তালত্রয় দিয়া যবনিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করিয়া প্রথম গণ্ডুষের ন্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে "এতজ্জলং ওঁ শ্রীগোবিন্দায় অমৃতাপিধান মসি স্বাহা" বলিয়া দ্বিতীয় বা শেষ গণ্ডুষ করাইবেন। তৎপর বাম হস্তে ঘণ্টানাদ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে শঙ্খোদক দ্বারা এতৎ পুনরাচমনীয় জলং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ "বলিয়া শ্রীভগবদগ্রেস্থিত পতৎগ্রাহে শ্রীপানিযুগল, শ্রীমুখ ও শ্রীপদযুগল উদ্দেশে তিন তিন বার আচমনীয়াদি দিয়া বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জনী দিবেন এবং তৎপর শঙ্খোদক দ্বারা "এতৎ তাম্বুলং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলিয়া পূর্ব্বার্চ্চিত তাম্বুল পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিবেদন করিয়া দিবেন। এবং "নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্য বিণোদীনে। রাধাধর সুধাপান শালীনে বনমালীনে॥ কৃষ্ণায় কৃষ্ণচন্দ্রায় বৃন্দাবন বিহারীনে। স্নাগায় বল্লবীশায় রাধায়াঃ পতয়ে নমঃ॥" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

তদনন্তর শ্রীমনীশ্বরী জিউর নৈবেদ্যাদি অর্পণ। আদৌ ধুপ দীপ দান। তৎক্রমঃ—প্রথমতঃ শ্রীভগবন্নিবেদিত পাত্রী

"এষ কৃষ্ণোপভুক্ত ধূপঃ রাং রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যে প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণে ধূপার্পিত হইয়াছিল সেইরূপে প্রদান করিবেন এবং তদ্রূপে "এষ কৃষ্ণোপভুক্ত দীপঃ" ইত্যাদি বলিয়া দীপও প্রদান করিবেন। তৎপর নৈবেদ্যার্পণ। শ্রীকৃষ্ণার্পিত নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হইবে সুতরাং উহার পুনঃ শোধন বা অর্চ্চন্ নাই। আদৌ দক্ষিণ করে গন্ধ পুষ্পান্বিত জল লইয়া শ্রীমত্যগ্রে "রাং রাধায়ৈ স্বাহা" বলিয়া ভূমিতে ত্যাগ করিবেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণে প্রদানবৎ পাদ্য আচমনীয়াদি "রাং রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবেন। তৎপর মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীমদীশ্বরী জিউর শ্রীচরণে এক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। তৎপর শ্রীশ্রীমন্নন্দনন্দনকে ঠিক যেরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করা হইয়াছে তদ্রূপে "এতৎ সোপকরণ কৃষ্ণোপভুক্ত নৈবেদ্যং রাং রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিবেন। এবং পানার্থ জলও তদ্রূপে নিবেদন করিবেন। তৎপর নৈবেদ্যপাত্র উভয় হস্তে উত্তোলন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে "রাং রাধায়ৈ স্বাহা" মন্ত্র পাঠ দ্বারা তিনবার দর্শন করাইয়া পুনঃ ভূমিতে রক্ষা করতঃ উভয় হস্ত প্রক্ষালন করিবেন। তৎপর শ্রীগোবিন্দে প্রথম গণ্ডূষ অর্পণের ন্যায় "এতজ্জলং ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া প্রথম গণ্ডূষ দিবেন এবং পূর্ব্ব লিখিত মর্ত্ত গ্রাষ মুদ্রা ও প্রাণাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। তৎপর অনামিকা অঙ্গুষ্ঠ যোগে পূর্ব্বোল্লিখিত মত নৈবেদ্য দর্শন করাইয়া পুনঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া "শালী ভক্তাদি" পাঠ করতঃ সমর্পণ করিয়া যবনিকা দিয়া বহিরাগমন পূর্ব্বক "ওঁ একান্তিভিশ্চাত্ম হৃত্তং সখিভিঃ সহ কুঞ্জকে বৃন্দায়া সেব্য মানায়া রাধায়া ভোজনং স্মরেৎ" এতদনুসারে শ্রীমদীশ্বরী জিউর ভোজন ধ্যান করতঃ "রাং রাধায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র অন্যূন অষ্টোত্তর বিংশ সংখ্যা জপের সহিত ভোজন চিন্তা করিবেন। তদনন্তর পূর্ব্ববৎ তালত্রয় দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণার্পণবৎ শেষ গণ্ডূষ এবং পুনরাচমনীয়াদি ও বস্ত্র মার্জ্জনাদি

দিবেন এবং "এতৎ কৃষ্ণোপভুক্ত তাম্বুলং রা রাধায়ৈ স্বাহা ওঁ শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে তাম্বুল প্রদান করিবেন। তৎপর "ওঁ রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং গোবিন্দ মোহিনীং পরাং। বৃষভানুসুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরি প্রিয়াং॥" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

(গ)

তদনন্তর সখী, মঞ্জরী এবং সখীরূপা গুরুর অর্চ্চন করিতে হইবে। এষঃ সগন্ধ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীললিতা বিশাখাদি সখীগণেভ্যো নমঃ" "এষঃ সগন্ধ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীরূপরত্যনঙ্গ সম্পূর্ণাদি মঞ্জরী গণেভ্যো নমঃ" এই বলিয়া সখী মঞ্জরীগণকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীরাধাগোবিন্দে সমর্পিত তুলসী এবং পুষ্প তাঁহাদের করোদ্দেশ্যে অর্পণ করিবেন। তৎপর প্রসাদী ধূপ, দীপ এবং প্রসাদ নৈবেদ্য ও পানার্ঘি জল উপরোক্ত মন্ত্রে প্রদান করিয়া আচমনীয় দিবেন এবং প্রসাদী তাম্বুল অর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্রঃ "ওঁ যা রাধাকৃষ্ণয়োঃ সখ্যো মঞ্জর্য্যশ্চ প্রিয়োত্তমাঃ কৃষ্ণপ্রেম বরীয়স্যো গোপ্যস্তাভ্যো নমোনমঃ॥" সখী মঞ্জরীগণ মধ্যে বক্ষমানাদিগের প্রত্যেককে নামোল্লেখে এক একটী গন্ধপুষ্প দিতে পারিলে ভাল হয়। তদ্ যথাঃ— ওঁ শ্রীললিতায়ৈ নমঃ। ওঁ শ্রীবিশাখায়ৈ নমঃ। শ্রীচিত্রায়ৈ। শ্রীচম্পকলতায়ৈ। শ্রীরঙ্গদেব্যৈ। শ্রীসুদেব্যৈ। শ্রীতুঙ্গবিদ্যায়ৈ। শ্রীইন্দুলেখায়ৈ, শ্রীরূপ মঞ্জর্য্যৈ। শ্রীরতি মঞ্জর্য্যৈ। শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জর্য্যৈ। শ্রীসুম্পূর্ণা মঞ্জর্য্যৈ, শ্রীলবঙ্গ মঞ্জর্য্যৈ, শ্রীমঞ্জুলা মঞ্জর্য্যৈ। শ্রীরস মঞ্জর্য্যৈ। শ্রীকস্তুরী মঞ্জর্য্যৈ। শ্রীগুণ মঞ্জর্য্যৈ। শ্রীবিলাস মঞ্জর্য্যৈ। তৎপর শ্রীশ্রীসখীরূপা

(ঞ)

গুরুর অর্চ্চন। আদৌ শ্রীগুরোপদিষ্ট ধ্যান দ্বারা সখীরূপা গুরুর ধ্যান করিবেন। এবং তিনবার সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া সখী মঞ্জরীদিগের ন্যায় প্রসাদী ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্যাদি প্রদানান্তর আচমনীয় এবং প্রসাদী তাম্বুল অর্পণ পূর্ব্বক

প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্র :—"ওঁ রাধিকা কৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নব যৌবনাং। গুরুরূপা সখীং বন্দে সান্দ্রানন্দ প্রদায়িনীং॥ শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে ঐ প্রকারে পৃথক অর্চ্চনা না করিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি তাঁহার সন্নিধানে সাক্ষাৎ সমর্পণ করাও সদাচার দৃষ্ট হন।

তৎপর আরত্রিক করিতে হইবে। আদৌ ধূপ এবং দীপাবলিঃ প্রজ্জলিত করিয়া পূর্ব্ব কথিত প্রকারে শোধন এবং অর্চ্চনান্তে শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিতে হইবে তদনন্তর বামকরে ঘণ্টানাদ পূর্ব্বক দক্ষিণ করে ধূপ দীপাধার ধারণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ শ্রীগোবিন্দে আরত্রিক করিতে হইবে। তন্নিয়মঃ—প্রাচীনোক্তং "পাদ মূলে চতুর্ব্বারং নাভিমূলেদ্বি বারকং। মুখে সকৃৎ সপ্তবারান্ সর্ব্বাঙ্গে ভ্রাময়েদ্ধুধঃ॥" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে দীপারতি করিয়া উহা ভূমিতে রাখিবেন এবং হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পূর্ব্ববৎ শঙ্খোদকদ্বারা উহা শ্রীমদীশ্বরী জিউকে নিবেদন করিবেন এবং শ্রীকৃষ্ণে উল্লিখিত প্রণালীতে শ্রীমদীশ্বরী জিউকেও আরত্রিক করিবেন এবং দীপাধার ভূমিতে রাখিয়া হস্ত ধৌত পূর্ব্বক শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, এবং অভিরুচি হইলে অশ্বত্থ ও পনসদল দ্বারা ক্রমে শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউকে পূর্ব্ববৎ আরত্রিক করিবেন। আরত্রিক সম্বন্ধে প্রাচীন প্রমাণ "পঞ্চ নিরাজনং প্রোক্তং প্রথমং দীপমালয়া। দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌত বাসসা॥ পনসাশ্বত্থ পত্রৈশ্চ চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতেন পঞ্চমেন যথাবিধিঃ॥"

ট

আরত্রিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অন্যূন দুইটী স্তোত্র পাঠ করিতে হইবে। তৎপর শ্রীমন্দিরের বহির্দ্দেশে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যাংশ শ্রীবিশ্বকসেনকে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্র :—ও সর্ব্বদেব

স্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠীনে। শ্রীকৃষ্ণ সেবাযুক্তায় বিশ্বকসেনায়তে নমঃ॥" তৎপর কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যাংশ শ্রীনারদ প্রহ্লাদাদি বৈষ্ণবগণকে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্র :—ওঁ বলিবিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোর্জ্জুনঃ। প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসু র্বায়ুসুতঃ শিবঃ। বিশ্বকসেনোদ্ধবা ক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ॥ ওঁ বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ॥ তৎপর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া চতুর্ব্বার শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ কর্ত্তব্য। তন্মন্ত্র :—"ওঁ শ্রীগোবিন্দ জগৎবন্ধো রাধিকে বিশ্ব পালিকে। সেবায়াং যুগয়োর্নিত্যং দাস্যং দেহি চ মে যুবাং॥" পরিক্রমান্তে শ্রীভগবদগ্রে কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মান হইয়া অপরাধ ক্ষমাপণ এবং আত্মনিবেদনার্থ নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় অবশ্য পঠিতব্য। "মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন। পরিহারেপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥ ১॥ কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্। উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥ ২॥ যুবতীনাং যথা যূনী যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোভিরমতে তদ্বৎ মনং মে রমতাং ত্বয়ি॥ ৩॥ তৎপর শ্রীরাধাগোবিন্দে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। তন্মন্ত্রঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য। "যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ। বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈ র্গায়ন্তি যং সামগাঃ। ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে। গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে॥" ততঃ শ্রীরাধিকায়াঃ। ওঁ অমল কমল কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং। শশধরজিত বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাং। স্তনযুগ গত মুক্তাদাম যুক্তাং কিশোরীং। ব্রজপতি সুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েহহং॥ তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি। কৃষ্ণ প্রাণাধিকে তুভ্যং নমামি কৃষ্ণ বল্লভে॥" তৎপর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক প্রাত্যহিক নিয়মিত সংখ্যা পূরণ জন্য যে পরিমাণ সম্ভব সাধক শ্রীহরেনাম মালা করিবেন। তৎপর কীর্ত্তন। তৎপর পাঠ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি অথবা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি সচ্ছাস্ত্র গ্রন্থ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণরূপেও প্রাত্যহিক পাঠের নিয়ম থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা পাঠান্তে যথাসাধ্য শ্রীভগবন্নাম, গুণ লীলা এবং প্রার্থনাদি কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ইতি। পূর্ব্বাহ্ণ কৃত্যঃ॥

তৎপর মাধ্যাহ্ন কৃত্য। মাধ্যাহ্ন সময়ে পূজা প্রকরণে বর্ণিত নৈবেদ্য প্রদান প্রণালী অনুসারে শ্রীশ্রীভগবান এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউকে অন্নব্যঞ্জনাদি যথাসাধ্য ভোগ নিবেদনাদি করিতে হইবে এবং আচমনীয় বস্ত্র ও তাম্বুলাদি নিবেদন করিয়া তৎপর তৎপ্রসাদাদি সখী মঞ্জরী এবং শ্রীগুর্ব্বাদিকে অর্পণ করিতে হইবে। তদনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রমে ভোজন আরত্রিক নিরাজন করতঃ শ্রীবিগ্রহে শয়ন করাইয়া শ্রীমন্দির হইতে সাধক বহির্গত হইবেন এবং শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে তাঁহার সেবান্তে তদীয় শ্রীচরণ সম্বাহণাদি দ্বারা তাঁহাকে বিশ্রাম করাইয়া শ্রীভক্ত বৈষ্ণব এবং অতিথিকে মহাপ্রসাদাদি প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং স্বগোষ্ঠী সহিত শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

অপরাহ্ণ সময়ে শ্রীরাধাগোবিন্দকে শয্যোত্থান করাইয়া আচমনি ও মার্জ্জনাদি দিয়া যথাশক্তি শীতল ভোগাদি যথা নিয়মবৎ অর্পণ করিয়া বেশ ভূষা দ্বারা সাধক সিঙ্গার করাইয়া সিঙ্গার আরত্রিক করিবেন। এবং সম্ভব হইলে শ্রীহরের্নাম গ্রহণ এবং সৎশাস্ত্রাদি পাঠ ও শ্রবণ করিবেন।

সায়াহ্ন সময়ে পূজা প্রকরণে বর্ণিত প্রণালীমতে গায়ত্রী উপাসনা এবং অভীষ্ট মন্ত্রাদি স্মরণ পূর্ব্বক সাধক শ্রীবিগ্রহে আচমনীয়াদি প্রদান পূর্ব্বক যথারীতি সন্ধ্যারাত্রিক করিবেন। তদনন্তর পূর্ব্বলিখিতবৎ পরিক্রমা, স্তোত্র পাঠ এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবেন। তদনন্তর সম্ভব হইলে আরত্রিক কীর্ত্তন শ্রীশ্রীভগন্নাম, গুণ এবং লীলা কীর্ত্তনাদি এবং প্রার্থনাগানাদি করিবেন এবং নিয়মিত সংখ্যা পূরণ জন্য শ্রীহরের্নাম মালা করিবেন।

রাত্রি সময়ে যথাকালে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মাধ্যাহ্নকালের বর্ণিত নিয়মে যথারীতি যথাসাধ্য ভোগাদি শ্রীরাধাগোবিন্দে অর্পণ পূর্ব্বক সখী মঞ্জর্য্যাদিকে অর্পণ করিয়া শয়ন আরত্রিক করত শ্রীরাধাগোবিন্দকে শয়ন দিয়া শ্রীমন্দির হইতে সাধক বহির্গত হইবেন। এবং শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে সেবান্তে বিশ্রাম করাইয়া ভক্ত বৈষ্ণব এবং অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদিগকে শ্রীমহাপ্রসাদাদি প্রদানানন্তর স্বগোষ্ঠী সহিত শ্রীমহাপ্রসাদ আস্বাদন করিবেন এবং আচমনাদি অন্তে শ্রীলীলারস স্মরণ মনন আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনিয়মিত শ্রীহরের্নাম গ্রহণ সংখ্যা সমাপন পূর্ব্বক সাধক স্বয়ং বিশ্রাম করিবেন।

অনুক্রমণিকা।

শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা স্মরণ মননের সঙ্গে ভজনের নামই সারসিক ভজন। রসজ্ঞ সম্ভক্ত সাধকের উহাই একমাত্র জীবাতু। উপক্রমণিকাতেই বলা হইয়াছে যে ব্রজরস সকলের মধ্যে একমাত্র রসশ্রেষ্ঠ মধুর রসকে আশ্রয় করিয়াই এই পদ্ধতি লিখিত হইবেন। একমাত্র ব্রজদেবীগণ এই রসের অধিকারিণী। জীবের ধ্বংস প্রাগ্‌ভাব বিশিষ্ট জড়ীয় শরীর অনিত্য। সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে এই জীব জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া অমৃতত্বকে লাভ করেন অর্থাৎ শ্রীব্রজদেবীগণের গণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবনোপযোগী একটী নিত্য গোপীদেহকে প্রাপ্ত হন, উহার বিনাশ নাই, উহারই নাম "সিদ্ধাবস্থা।" ভজন পূর্ণ হইলে এ জড়ীয় দেহাবসানে জীবের নিত্যরূপে ঐ দেহাশ্রয় হয় এ জীবনে ঐ গোপীদেহ ভাবনা দ্বারাই শ্রীভগবল্লীলা আস্বাদন এবং উপাসনা করিতে হয়। শ্রীভগবল্লীলা নিত্য কিন্তু উহা অপ্রকটাবস্থা সময়ে জড়ীয় ইন্দ্রিয়ের প্রায়ই গোচরীভূত হন না। উক্তরূপ সিদ্ধদেহ ভাবনা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকেন। জড়ীয় দেহ বর্ত্তমান থাকা সময় পর্য্যন্ত সাধকের দুইটী অবস্থা থাকে ঃ—গোপীদেহ স্ফূর্ত্তি এবং সাধক ভাব। ভজনপথে সাধক যতই অধিক অগ্রসর হইবেন দিবসের মধ্যে সাধক ভাবের স্থায়ীত্ব ততই ন্যূন হইয়া সিদ্ধাবস্থা অর্থাৎ গোপীদেহ ভাবনার স্ফূর্ত্তি অধিক হইবে। যাহাতে সর্ব্বদাই অধিকাংশ সময়ে ঐরূপ সিদ্ধাবস্থা ভাবের প্রাবল্যে গোপীদেহ স্ফূর্ত্তি থাকে ভাবনা দ্বারা তাহাই করিতে হইবে এবং ঐ গোপীদেহ ভাবনাতেই নিশান্তলীলা হইতে পুনঃ রাত্রে কুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দের বিশ্রাম পর্য্যন্ত ষষ্ঠী দণ্ডাত্মক দৈনন্দিন লীলা স্মরণের সঙ্গে ভজন এবং

সেবনের কার্য্য করিতে হইবে। সাধক আপনাকে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর অনুগতা কোনও সখীর অধীনস্থা কোনও মঞ্জরীর আজ্ঞাপরা রূপযৌবনসম্পন্না নবীনা কিশোরবয়সা কিঙ্করী জ্ঞানে ভজন নির্ব্বাহ করিবেন। অখিল রসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে এ সম্বন্ধে এই নিষ্কর্ষ করিয়া লিখিয়াছেন "অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার। রাত্রি দিন চিন্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥ সিদ্ধ দেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন। সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ॥" শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও আজ্ঞা করিয়াছেন "সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগ পথের এই সে উপায়॥" ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় নাই—সাধনে ভাবনা করিতে করিতে কালের নিয়মিত পরিবর্ত্তনে আমার এ নশ্বর জড়ীয় দেহ বিনষ্ট হইয়া যাইবে কিন্তু এই আমিই আমার শ্রীগুরুরূপা সখীর কৃপায় আমার সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত অপ্রাকৃত নিত্য চিন্ময় দেহে অনন্তকালের জন্য শ্রীগোপীজন বল্লভ এবং আমার প্রাণেশ্বরী জিউর সেবার কিঙ্করী হইয়া থাকিব!!! কি অনির্ব্বচনীয় এবং অসীম পরমানন্দের কথা!! বাস্তবিক এ আনন্দভার বহনের শক্তি আমার নাই। শ্রীশ্রীনারদ গোস্বামীর কথা এখানে বলিতে লোভ হইতেছে, তিনি শ্রীশ্রীমদ্ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন "প্রযুজ্যমানে ময়িতাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং। আরব্ধ কর্ম্ম নির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চ ভৌতিকং॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৮ শ্লোক)

নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনার প্রণালী শ্রীশ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃকই অবধারিত হইয়া থাকেন। তদনুসারে রূপ, বর্ণ, বয়স, নাম এবং নির্দ্ধারিত সেবা প্রভৃতি তদনুসারেই স্থিরীকৃত হইবে। তন্মতানুযায়ী সাধক নিজকে শ্রীবর্ষাণবাসী কোনও গোপবর্য্যের দুহিতা বলিয়া জানিবেন, শ্রীজাবটে কোনও গোপের সহিত বিবাহ হইয়াছে কিন্তু বিবাহিত স্বামীর সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই।

তিনি শ্রীমতী প্রাণেশ্বরী জিউর শ্রীললিতা বিশাখা প্রভৃতি কোনও সখীর যূথস্থা এবং ঐ সখীর কোনও মঞ্জরীর আজ্ঞাধীনা কিঙ্করী। সর্ব্বদা প্রাণেশ্বরী জিউর সন্নিকটে থাকিয়া নিজ সখী মঞ্জরীর আজ্ঞা ক্রমে বা ঈঙ্গিতে এবং কখনও বা প্রাণেশ্বরী জিউর নির্দ্দেশ মতেই তাঁহার সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীমদীশ্বরী জিউর সান্নিধ্যে অবস্থান কালে তাঁহারও সেবা করিয়া থাকেন। সাধক এই প্রকার অবস্থাযুক্ত নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনা করিয়া ষষ্টি দণ্ডাত্মিকা লীলার অনুসরণ করিবেন, এবং ঐরূপ লীলা অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে সেবার কার্য্য চালাইলেই পরমানন্দের কারণ হইবে। অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহে ভোগাদি অর্পণ, স্নান, বেশাদি এবং শয়নাদি বিশ্রাম অথবা নৈমিত্তিক কোনও লীলা উৎসবাদি যাহাই করা হয় তাহা তাৎকালিক ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া করিতে হইবে।

কুঞ্জ ভঙ্গাদি চিন্তনের পর প্রাতে যত সত্বর সম্ভব মাধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত ভাবনীয় লীলা সকলের স্মরণাদিদ্বারা শ্রীরাধা-গোবিন্দকে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে মিলন করাইয়া লইতে হয়। নতুবা কোনও কার্য্যই সুবিধার সঙ্গে অগ্রসর হয় না, বরং এমন কি, ভাবনা এবং সাক্ষাতে অনৈক্য হেতু আনন্দের পরিবর্ত্তে মন মলিন হইয়া উঠে। স্বরূপ বলিতেছি ভাবনায় মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত ইচ্ছা করিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখীন হওয়া এ-জীবাধমের অভ্যাস নহে। পরম্পর সাধুমুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বাপর সাধুগণেরও ঐ রীতি। একবার মিলন হইলে সেবার কার্য্য এবং দর্শনাদি সমস্তই পরমানন্দের হন। এবং স্মরণ মননের সহিত উহা সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া সমাধান করা যাইতে পারে এবং তাহাই করিতে হয়। মাধ্যাহ্ন মিলনাদির ন্যায় রাত্রে মিলন বিষয়েও তদ্রূপ। সায়ং পূর্ব্বসময়ে প্রাণেশ্বরী জিউকে শ্রীরাধাকুণ্ডাদি হইতে জাবট বা বৃষভানুপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া প্রদোষ কাল মধ্যেই রাত্রি ৬ দণ্ড কাল পর্য্যন্তের লীলাদি অর্থাৎ অভিসারাদি পর্য্যন্ত স্মরণ মনন করতঃ শ্রীবৃন্দাবন নিকুঞ্জাদিতে মিলন চিন্তন পর্য্যন্ত সমাধান করিয়া লওয়া প্রয়োজন। তৎপর আরাত্রিক, নৈশ-ভোজন, রাসবিহারাদি, বন ভ্রমণ, মধুপান, জলকেলি এবং শয়ন বিশ্রামাদি সমগ্র সেবা এবং লীলাদিই স্মরণ মননের সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিশীথ সময় পর্য্যন্ত পরমানন্দের

সহিত সমাহিত হইয়া থাকেন। সাক্ষাৎ শ্রী-বিগ্রহ যুগলে অনুষ্ঠিত আরাত্রিকাদিও ঐ অবস্থায় নিকুঞ্জাদিতে মিলনান্তে স[খী]গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত আরাত্রিকাদির সহিত সমাধান করা যাইতে পারে।

যাহাতে দিন যামিনী এই ভাবে সিদ্ধ দেহ ভাবনায় গোপী দেহাভিমানে শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলা আস্বাদনে ও লীলার পুষ্টিতায় সমাহিত হয় তাহাই পরমানন্দজনক এবং বাঞ্ছনীয়। এ বিষয় লিখিয়া অভিজ্ঞান করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ব্রজ যুব যুগ্মের লীলা ভজন স্মরণে মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া না থাকিলে ইহার সহজ পরিবোধ হইবে না। তবে ঐ লীলারস আস্বাদনে আকুল অথচ তৎচিন্তনে যাঁহারা জড়ীয় সময় পরিপালনে ব্যস্ত তাঁহাদিগের নিকট করযোড়ে নিবেদন এই যে শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলা স্বতন্ত্র এবং অপ্রাকৃত। জড়ীয় কালের বিরোধে উহার কোনও বিপর্য্যয় হইতে পারে না। প্রকট লীলায় শ্রীমহারাসের এক "ব্রহ্মরাত্রি" পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিই উহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। শ্রীলঘু ভাগবতামৃতে ও এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছেন "অতঃ প্রভোঃ প্রিয়ানাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাৎ তত্র কিঞ্চিন্নদুর্ঘটং॥" শ্রীধামব্রজমণ্ডলাশ্রিত এ দীনাধমের সতীর্থ পরম পণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী দাদা মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীরায় শেখর পদাবলির' ভূমিকায় এ বিষয়ে বাস্তবিকই অতি মধুর প্রয়োগ করিয়াছেন। সন্দিহান বা তর্কনিষ্ঠ সাধকের সন্দেহ নিরসন জন্য উহা অতি চমৎকার। তিনি লিখিয়াছেন "অল্পক্ষণে যখন ভগবানের বহুযুগ ব্যাপিনী লীলাবিশেষে অভিলাষ হয়, তৎকালে অন্য কর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে শত যুগ পরিমাণে কালের অবয়ব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব এখানে * * * * * সন্দেহ উপস্থিত হইতে অবসর পাইল না।" এক্ষণে আমার পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীমদ্‌গুরুদেবের পরম করুণাময় পাদপদ্ম যুগল বন্দন পূর্ব্বক স্মরণ মনন সহ মানসিক ভজনের বিস্তার বর্ণন করিতেছি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলা চিন্তনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে সাধক আদৌ এইরূপে নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনাদ্বারা স্থিরীকৃত করিবেন।" ——— আত্মানং চিন্তয়েৎ তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং। রূপযৌবন সম্পন্নাং কিশোরীং প্রমোদাকৃতিং॥ — নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিনীং। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেণ তত্র

ভোগ পরাঙ্মুখীং ॥ রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবন পরায়ণাং। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেমং রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্ ॥ প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গম-কারিণীং। তৎসেবন সুখাহ্লাদ ভাবেনাতি সুনির্বৃতাং ॥ ইত্যাত্মানং বিচিন্তৈব্যেব তত্র সেবাং সমাচরেৎ। ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তু মহানিশা ॥" ইতি পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ৫২শ অধ্যায়ে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীশিব বাক্যং ॥ বর্ণিত শ্লোকাবলীর ভাষা অতি সরল, সুতরাং উহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উক্ত প্রকার চিন্তনে সাধকের নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনা স্থিরীকৃত হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দ ভজনের প্রারম্ভ উপলব্ধি হইবেন।

অপ্রকট অবস্থায় শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলার উক্ত পুরাণের উক্ত ৫২শ অধ্যায়ে যে দিগ্‌দর্শন করা হইয়াছে, তাহা বর্ণেনই লীলা প্রবেশাধিকারের ক্রমে সূচিত হইবেন। "দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ। সর্ব্বে নিত্যামুনি শ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ॥ যথা প্রকট লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ। তথাহি নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥ গমনাগমনং নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ। গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরঁ বিঘাতনম্ ॥ পরকীয়াভিমানিন্য স্তথা তস্য প্রিঁয়াজনাঃ। প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্ ॥" ইহাতেই দৃষ্ট হইতেছেন যে অপ্রকটাবস্থাতেও শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলা সকল ঠিক প্রকটাবস্থার ন্যায়। কেবল অসুর ঘাতনাদি নাই। তৎপর ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে লীলার নির্ঘণ্ট বলিতেছেন। "* * * মধ্য বৃন্দাবনে রম্যে পঞ্চাশৎ কুঞ্জ মণ্ডিতে। কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জেতু দিব্যরত্ন ময়ে গৃহে ॥ নিদ্রিতৌ তিষ্ঠতস্তল্পে নিবিড়ালিঙ্গিতৌ মিথঃ। মদাজ্ঞা কারিভিঃ পশ্চাৎ পক্ষিভির্ব্বোধিতাবপি ॥ * * * উপবিষ্টৌ ততো দৃষ্টা সখ্যস্তল্পে মুদান্বিতৌ। প্রবিশ্য সেবাং কুর্ব্বন্তি তৎকালে হ্যচিতাং তয়োঃ ॥ পুনশ্চ সারিকা বাক্যৈঃ স্বতল্পা দুদতিষ্ঠতাম্। গচ্ছতঃ স্ব স্ব ভবনম্ভিত্যুৎ কণ্ঠাকুলৌততঃ ॥ প্রাতশ্চ বোধিতোমাত্রা তল্পাদুত্থায় সত্বর। কৃত্বা কৃষ্ণো দন্ত কাষ্ঠং বলদেব সমন্বিতঃ ॥ মাত্রানুমোদিতো যাতি গোশালাং সখিভির্ব্বৃতঃ। রাধাপি বোধিতা বিপ্র বয়স্যাভিঃ স্বতল্পতঃ ॥ উত্থায় দন্তকাষ্ঠাদি কৃত্যাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ। স্নান বেদিং ততো গত্বা স্নাপিতাসা নিজালিভিঃ ॥ * * * ভূষণৈ র্বিবিধৈর্দিব্যৈ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ভূষাগৃহং ব্রজেত্তত্র বয়স্যা ভূষয়ন্ত্যপিঁ॥

ততঃ সখীজনৈস্তস্যাঃ শ্বশ্রূং সম্প্রার্থ্য যত্নতঃ। পত্তু মাহ্বয়তে স্বন্নং সসখীসা যশোদয়া॥ * * * * শ্বশ্রোনুমোদিতা সাপি হৃষ্টানন্দালয়ং ব্রজেৎ। সসখী প্রকরা তত্র গত্বা পাকং করোতিচ॥ কৃষ্ণোপি দুগ্ধাগাঃ কাশ্চি দ্দোহয়িত্বা জনৈঃ পরাঃ। আগচ্ছতি পিতুর্বাক্যাৎ স্বগৃহং সখিভির্বৃতঃ॥ অভ্যঙ্গৈর্ম্মর্দ্দনং কৃত্বা দাসৈঃ সংস্নাপিতো মুদা। ধৌতবস্ত্র ধরঃ স্রগ্বী চন্দনাক্ত কলেবরঃ॥ * * * ভুঙ্‌ক্তেথ বিবিধান্নানি ভ্রাতার্চ সখিভির্বৃতঃ॥ * * * * ইত্থং ভুক্তা তথা চৈন্য দিব্য খট্যো পরিক্ষণম্। বিশ্রম্য সৈবকৈর্দ্দত্তং তাম্বুলং বিভজ্জন্নদং॥ * * * * গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো ধেনু বৃন্দ পুরঃসরঃ * * * * বনং ব্রজেৎ॥ বনং প্রবিশ্য সখিভিঃ ক্রীড়য়িত্বা ক্ষণং ততঃ। বঞ্চয়িত্বাতু তান্ সর্ব্বান্ দ্বিত্রৈঃ প্রিয় সখৈর্বৃতঃ॥ সঙ্কেতকং ব্রজেদ্ধর্ষাৎ প্রিয়া সন্দর্শনোৎসুকঃ॥ সাপি কৃষ্ণং বনং যান্তং দৃষ্ট্বা স্বং গৃহমাগতা। সূর্য্যাদি পূজাব্যাজেন কুসুমাহৃতয়ে তথা॥ বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ যাতি প্রিয় সঙ্গেচ্ছয়া বনং। ইত্থং তৌ বহু যত্নেন মিলিত্বা স্বগণৈস্ততঃ॥ বিহারৈর্ব্বিবিধৈ স্তত্র বনে বিক্রীড়িতো মুদা। * * * * * শ্রান্তৌ কচিৎ বৃক্ষ মূলমাসাদ্য মুনিসত্তম। উপবিশ্যাসনে দিব্যে মধুপানং প্রচক্রতুঃ॥ * * * * রময়িত্বাচ তাঃ সর্ব্বাঃ করিণীর্গজরাড়িব। প্রিয়য়াচ তথা তাভিঃ ক্রীড়ার্থঞ্চ সরোব্রজেৎ॥ জলসেকৈ র্ম্মিথস্তত্র ক্রীড়তঃ সগণৌ ততঃ॥ বাসঃ স্রক্ চন্দনৈ র্দ্দিব্যৈ ভূষণৈরপি ভূষিতৌ। তত্রৈব সরসীস্তীরে দিব্য রত্ন ময়ে গৃহে। প্রাগেব ফলমূলানি কল্পিতানি ময়া মুনে। হরিস্তৎপ্রথমং ভুক্ত্বা কান্তয়া পরিবেষ্টিতঃ॥ দ্বিত্রাভিঃ সেবিতো গচ্ছেচ্ছয্যাং পুষ্প বিনির্ম্মিতাং। তাম্বুলৈর্ব্যজনৈ স্তত্র পাদ সংবাহনাদিভিঃ॥ * * * * রাধিকাপি হরৌমুক্তে সগণা মুদিতান্তরা। অপি তত্র গত প্রাণা তদুচ্ছিষ্টং ভুনক্তিচ॥ কিঞ্চিদেব ততো ভুক্ত্বা ব্রজেচ্ছয্যা নিকেতনে॥ * * * * * * * * এবং তৌ বিবিধৈর্হাস্যৈ রমমানৌ গণৈঃসহ। অনুভূয় ক্ষণং নিদ্রা-সুখ মুনি সত্তম॥ * * * * অক্ষৈর্ব্বিক্রীড়তঃ প্রেম্না নর্ম্মালাপ পুরঃসরং॥ * * * * কৃষ্ণঃকান্তামনুজ্ঞাপ্য গবামভি মুখং ব্রজেৎঞ্চ স্বাতু সূর্য্যগৃহং গচ্ছেৎ সখী মণ্ডল সংযুতা। কিয়দ্দূরং ততো গত্বা পরাবৃত্য হরিঃ পুনঃ॥ বিপ্রবেশং সমাস্থায় যাতি সূর্য্য গৃহং প্রতি। সূর্য্যং প্রপূজয়েত্তত্র প্রার্থিত স্তৎসখী জনৈঃ॥ * * * * বিহারৈ র্ব্বিবিধৈরেবং সার্দ্ধযাম দ্বয়ং মুনে। নীত্বা গৃহান্ ব্রজেয়ুস্তাঃ সচ কৃষ্ণঃ গবাং

ব্রজেৎ॥ সঙ্গম্যস্বসখীন কৃষ্ণো গৃহীত্বা গাঃ সমন্ততঃ॥ আগচ্ছতি ব্রজং হর্ষাদ্বাদয় মুরলীং মুনে॥ * * * * এবং তৈস্তদ্‌যথা যোগ্যং ব্রজৌকোভিঃ প্রপূজিতঃ। গবালয়ে তথা গাশ্চ সম্প্রবেশ্য সমন্ততঃ॥ পিতৃভ্যাং সহিতো যাতি ভ্রাত্রা সহ নিজালয়ং। স্নাত্বা পীত্বা তত্র কিঞ্চিদ্ভুক্ত্ব মাত্রানুমোদিতঃ॥ গবালয়ং পুনর্যাতি দোগ্ধকাম গবাং পয়ঃ। তাশ্চ দুগ্ধা দোহয়িত্বা পায়য়িত্বাচ কাশ্চন॥ পিত্রা সার্দ্ধং গৃহং যাতি তত্র ভার শতানুগঃ। তত্র পিত্রা পিতৃব্যৈশ্চ তৎপুত্রৈশ্চ বলেনচ। ভুনক্তি বিবিধান্নানি চর্ব্বচোষ্যাদিকানিচ॥ তন্মাতুঃ প্রার্থনাৎ পূর্ব্বং রাধিকাঽপি তদৈবহি॥ প্রস্থাপয়েৎ সখীদ্বারাপক্কান্নানি তদালয়ং। শ্লাঘয়ংশ্চ হরিস্তানি ভুক্ত্বা পিত্রাদিভিঃ সহ॥ সভাগৃহং ব্রজেত্তৈশ্চ জুষ্টং বন্দিজয়াদিভিঃ। পক্কান্নানি গৃহীত্বা যাঃ সখ্যস্তত্র পুরাগতাঃ॥ বহুনিচ পুনস্তানি প্রদত্তানি যশোদয়া। সখ্যেস্তত্র তয়াদত্তং কৃষ্ণো চ্ছিষ্টং নয়ন্তিচ॥ সর্ব্বং তাভিঃ সমানীয় রাধিকায়ৈ নিবেদ্যতে। সাঽপি ভুক্ত্বা সখীবর্গ যুতা তদনু পূর্ব্বশঃ। * * * * তথাভি সারিতা সাথ যমুনায়াঃ সমীপতঃ কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জেঽস্মিন্ দিব্যরত্ন ময়ে গৃহে। সিত কৃষ্ণ নিশা যোগ্য বেশা যাতি সখীযুতা। কৃষ্ণোঽপি বিবিধং তত্র দৃষ্ট্বা কৌতুহলং ততঃ॥ কাত্যায়ন্যা মনোজ্ঞানি শ্রুত্বাচ গীত কান্যাপি। ধন ধান্যাদিভিস্তাশ্চ প্রীনয়িত্বা বিধানতঃ॥ জনৈরারাধিতো মাত্রা যাতি সখ্যা নিকেতনম্। মাতরি প্রস্থিতায়াংশ্চ ভোজয়িত্বা ততো গৃহং॥ সঙ্কেতকং কান্তয়াত্র সমাগচ্ছে দলক্ষিতঃ। মিলিত্বা তাবু ভাবত্র ক্রীড়তো বনরাজিষু॥ বিহারৈর্ব্বিবিধৈ রাসঃ লাস্যগীতঃ পুরঃসরৈঃ। সার্দ্ধ য়ামদ্বয়ংনীত্বা রাত্রেরেবং বিহারতঃ॥ শুধুপস্থ বিশতঃ কুঞ্জং পক্ষী শাভিরলক্ষিতৌ। একান্তে কুসুমৈঃ ক্লিপ্তে কেলিতল্পে মনোহরে॥ সুপ্তা বা তিষ্ঠত স্তত্র সেব্যমনৌ নিজালিভিঃ। ইতিতে সর্ব্বমাখ্যাতং নৈত্যকং চরিতং হরেঃ॥ * * * * * ॥"

শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাত্যহিকী নিত্যলীলার যে দিগ্‌দর্শন উপরে বিবৃত হইল, সাধকের ভজন পুষ্টির জন্য তদবলম্বনে দৈনন্দিন লীলাপ্রণালী সেবন চিন্তনের একটী প্রবাহ সূচকের প্রয়োজন, নতুবা ভজনের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে না। সাধক নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনায় নিম্নলিখিত সূচকানুসারে স্মরণ মননের সঙ্গে ভজন করিলে পরমানন্দলাভ করিতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীভাবনামৃত গ্রন্থের লীলাবর্ণনে শ্রীমদভীষ্টদেব শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ কর্ত্তৃক যে লীলা বিভাগ বর্ণিত হইয়াছেন এই সূচক তদবলম্বনেই বিবৃত হইবেন।

নিশান্ত লীলা—রজনীর শেষভাগে সূর্য্যউদয়ের ৪ দণ্ড পূর্ব্বে সখী এবং কিঙ্করী (মঞ্জরী) গণের উত্থান ও নিশান্ত কালোচিত সেবা, দ্রব্যাদি সংস্থান, মাল্যাদি নির্ম্মাণ ও জালরন্ধ্র দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের শয়ন সুখদর্শন। বৃন্দাদেবীর আদেশে পক্ষীগণ কৃত কলরব, শ্রীরাধাগোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ, উভয়েব জাগরণে পুনরায় অলস, মঞ্জরী বর্গের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ, উভয়ের জাগরণ, কিঙ্করীগণের সেবা, বেশ রচনে উভয়ের মদনাবেশ ও বিহার, জালরন্ধ্র দ্বারা সখীগণের দর্শন ও তৎপর কেলি মন্দিরে প্রবেশ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীগণের বিশ্রব্ধ আলাপ, উভয়েরবেশ, সখীগণ কর্ত্তৃক মঙ্গল আরত্রিক। সখী মঞ্জরী সমভিব্যাহারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পরের স্কন্ধে বাহু অর্পণ করিয়া ব্রজসীমা পর্য্যন্ত এক সঙ্গে গমন। শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে গমন ও নিজ মন্দিরে শয়ন। সখী মঞ্জরীগণ সমভিব্যহারে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর অবস্থিতির নির্ণীত কালানুযায়ী যাবটে অথবা বৃষভানুপুরে নিজ মন্দিরে (ড) গমন ও শয়ন। সখীদিগের নিজ নিজ মন্দিরে প্রয়াণ।

প্রাতঃকালীয় লীলা—নিশা প্রভাতে কিঙ্করীগণের স্নানাদি এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউর নির্ম্মাল্য বসন ভূষণ দ্বারা বেশাদি। তাহাদিগ কর্ত্তৃক সেবার সামগ্রী সংগ্রহ ও প্রস্তুত ও সখিদিগের আগমন। শ্রীমদীশ্বরী জিউর নিদ্রাভঙ্গ মুখ প্রক্ষালনাদি এবং বেশ। শ্যামলা প্রভৃতি সুহৃৎ পক্ষীয়া যূথেশ্বরীগণের আগমন, পূর্ব্বনিশার লীলা ব্যাপার বর্ণন ও রসোদ্গার, শ্যামলা প্রভৃতির প্রস্থান। শ্রীশ্রীমদীশ্বরী জিউর স্নান, অঙ্গরাগ ও বেশাদি, সখিগণের সহিত রস কৌতুক। কুন্দলতার আগমন কালানুসারে জটীলা বা শ্রীকির্ত্তীকা মাতার অনুমতি গ্রহণে সখী মঞ্জরীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে নন্দালয়ে নয়ন। ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক শ্রীমদীশ্বরী জিউর লালন, শ্রীকৃষ্ণ সেবার্থ শ্রীকিশোরী জিউর রন্ধন, রন্ধনশালা হইতে সখী মঞ্জরীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমদীশ্বরী জিউর জনান্তিকে শ্রীকৃষ্ণের স্নান, অঙ্গরাগ ও বেশাদি দর্শন। সখাগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও-কৌতুক বিলাস। ভোজনান্তে শ্রীনন্দনন্দন নিজ প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতে গেলে শ্রীরাধিকাজিউ ও সখী

মঞ্জরীগণের ক্রমে ধনিষ্ঠার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ ভুক্তাবশেষ ভোজন। ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক সখী মঞ্জরী সহিত শ্রীমদীশ্বরী জিউকে ঈষৎকাল বিশ্রামানুমতি ও তদনুসারে তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট নিভৃত কক্ষে গমন এবং ঐ সুযোগে উভয়ের মিলন এবং সংক্ষিপ্ত বিলাস বিহারাদি।

পূর্ব্বাহ্ন লীলা—সুবলের সঙ্কেতে শ্রীকৃষ্ণের বহিরাগমন এবং শ্রীযশোদামাতা কর্ত্তৃক সজ্জিত হইয়া সখাগণ সঙ্গে গোবৎসাদি লইয়া গোচারণার্থে বনে গমন। সখী মঞ্জরীগণ সমভিব্যাহারে প্রিয়াজির উহা দর্শন। পরস্পরের অভিসারার্থ জনান্তিকে ঈঙ্গিত। শ্রীকৃষ্ণের বনে বিজয় হইলে শ্রীব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক শ্রীমদীশ্বরী জিউর বস্ত্র রত্নালঙ্কারাদি দ্বারা আদর সম্বর্দ্ধনা, সখি মঞ্জরীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার জাবট বা বৃষভানপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিশ্রাম। পৌর্ণমাসী দেবীর আগমন ও তৎসহ সখী মঞ্জরীগণ সঙ্গে জাবটে থাকা কালে সূর্য্য পূজন প্রসঙ্গে এবং বৃষভানুপুরে অবস্থিতিকালে কুসুম চয়নাদি ব্যপদেশে শ্রীরাধাকুণ্ডে অভিসার তথায় উভয়ের মিলন এবং লীলা বিহারাদি।

মাধ্যাহ্নলীলা (চ)—শ্রীকুণ্ডতীরস্থ কেলিমন্দিরে এবং পুষ্পোদ্যানে কুসুম কেলি, নর্ম্ম বিলাস, এবং কুঞ্জকেলি রসাস্বাদন প্রভৃতি লীলা। তদনন্তর ষড়ঋতু-সেব্য বিভিন্ন বনে ভ্রমণ, হিন্দোললীলা, কুসুম সমর, ফল্গু বিহার লীলা প্রভৃতি বিবিধ বিহার করিতে করিতে যোগপীঠ সমীপে আগমন। যোগপীঠে কল্পতরু মূলে শ্রীরাধিকা সহ শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান, অষ্টদলে অষ্ট সখীর সেবা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বীণা ও বংশী বাদনাদি। শ্রীবৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোজন, উভয়ের রত্ন মন্দিরে বিহার। শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণ সমীপে প্রেরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সখী সঙ্গে বিহার। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তন, সখীগণের প্রত্যাবর্ত্তন ও রহস্য প্রকাশে পরমানন্দ, পাশা খেলা, মুরলী হরণ লীলা, রাসস্থলীতে আগমন ও বিশ্রাম। শ্রীবৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক মধু আনয়ন ও মধুপান লীলা, মধুপানেব্রজ সুন্দরীগণের ভ্রান্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ সহ প্রমত্ত বিহার। তদন্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে জলকেলি ও জল বিহার, জলকেলি সমাপনে কিঙ্করীগণের সময়োচিত সেবা, শ্রীরাধাগোবিন্দের ফলাদি ভোজন, রহো—লীলা, কিঙ্করীগণের পরিচর্য্যা ও উভয়ের অলস। উভয়ের জাগরণান্তে বিবিধ গান বাদ্যাদি ও সুখ বিনোদ, কুন্দলতা নিকটে সূর্য্যমন্দিরে জটীলার আগমন সংবাদ শ্রবণে সখী মঞ্জরীগণ সঙ্গে শ্রীমদীশ্বরী জিউর সূর্য্য মন্দিরে গমন, পথে পৌর্ণমাসী

দেবীসহ মিলন। অপরদিক হইতে কুন্দলতা সঙ্গে বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণের আগমন, সূর্য্য পূজনান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান। সখি মঞ্জরীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসী দেবীর জাবটে গমন। শ্রীমদীশ্বরী জিউর যাবটে অবস্থান সময়েই কেবল সূর্য্য পূজন হইয়া থাকেন, তাহাঁর শ্রীবৃষভানুপুরে অবস্থান কালে উহার অনুষ্ঠান নাই; নিদ্রাভঙ্গে উভয়ের জাগরণের পর বিবিধ গান বাদ্যাদি ও সুখ বিনোদ অন্তে পুনঃ কুসুম চয়নাদি এবং বনভ্রমণ করিতে করিতে ব্রজসীমায় আসিয়া শ্রীনন্দনন্দন সুবল এবং মধুমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া ব্রজাভিমুখে গমন করেন, এদিকে শ্রীমদীশ্বরী জিউ তদীয়া পরিজনবর্গসহ শ্রীবৃষভানুপুরে বিজয়ী হন।

আপরাহ্নিক লীলা—কিঙ্করীগণ কর্ত্তৃক শ্রীমদীশ্বরী জিউর স্নান ও বেশ ভূষণ, ষোড়শ আকল্প (শৃঙ্গার) ও দ্বাদশ আভরণ ধারণ। শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ শ্রীমদীশ্বরী জিউর মোদক ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত করণ, শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীমদীশ্বরী জিউর উৎকণ্ঠা, সখী মঞ্জরীগণ সমভিব্যাহারে অট্টালিকারোহণ। সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যাবট পথে নন্দালয়ে গমন সময়ে দর্শন, সখী মঞ্জরীগণের অন্য যূথেশ্বরীগণকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শান, শ্রীরাধিকার নিজালয়ে প্রবেশ, বিরহ জন্য উৎকণ্ঠা এবং মোদক ও লড্ডুকাদি সহ তুলসী মঞ্জরীকে শ্রীনন্দালয়ে প্রেরণ।

সায়াহ্ন লীলা—শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ বিরহ উৎকণ্ঠা, নন্দালয় হইতে তুলসী মঞ্জরীর প্রত্যাবর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের স্নান ভোজন ও কৌতুকাদি বর্ণন এবং শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণফেলামৃত প্রদান, শ্রীরাধিকার ভোজন, কিঙ্করীগণ কর্ত্তৃক পরিচর্য্যা। পাবন সরোবর (ণ) তীরস্থ অট্টালিকা উপরি হইতে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহনাদি দর্শন এবং গো-দোহন সমাপনে তদীয় প্রস্থানের পর শ্রীশ্রীমদীশ্বরী জিউর নিজান্তঃপুরে প্রবেশ। যাবটে অবস্থানকালে জটীলার রজনী বিশ্রামের অনুমতি এবং শ্রীরাধিকার নিজ পুর প্রবেশ, প্রকাশ্যে সখীদিগের নিজালয়ে প্রস্থান এবং কিঙ্করীগণ কর্ত্তৃক পুরদ্বার রোধ। শ্রীবৃষভানুপুরে অবস্থানকালে শ্রীকীর্ত্তিকা মাতা কর্ত্তৃক শ্রীমদীশ্বরী জিউর ভোজন লালনাদি অন্তে রজনী বিশ্রামের অনুমতি এবং সখীগণের প্রকাশ্যে প্রস্থানের পর কিঙ্করীগণ সহ শ্রীমদীশ্বরী জিউর নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ এবং দ্বার রোধ।

প্রদোষ কালীয় লীলা—গুপ্ত পথে সখীদিগের শ্রীমদীশ্বরী জিউর নিজ মন্দিরে (ত) আগমন, নন্দালয় হইতে আগতা কিঙ্করীর নিকটে শ্রীমদীশ্বরী জিউর, শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও বিশ্রামাদি বিষয় শ্রবণ এবং প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ ভোজনাবশেষ ভোজন, তদবশেষ সখী মঞ্জরীগণের ভোজন। সময়ের গতি দ্বারা গুরুজনের বিশ্রাম নিদ্রা উপলব্ধি। সখীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ বর্ণন ও আস্বাদন। বংশীধ্বনি। সখীগণ কর্তৃক জ্যোৎস্না এবং অন্ধকার রজনী অনুযায়ী শ্রীমদীশ্বরী জিউর অভিসারোচিত বেশাদি রচন। সখীমঞ্জুরীগণ সঙ্গে শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর অভিসার। যমুনা তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জে আগমন, শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন। নিকুঞ্জ মন্দিরে উভয়ের উপবেশন ও লীলা বিলাসাদি। সখীগণের বহিঃ প্রয়াণ ও গুপ্তভাবে রহঃলীলা দর্শন।

নিশা বা অষ্টম কালীয় লীলা—শ্রীরাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের নিকটে প্রেরণ, সখী সঙ্গেবিহার, মঞ্জরীবর্গের শ্রীরাধিকাকে পুনরে বেশাদি পরিচর্য্যা, সখীগণের পুনঃ প্রবেশ। বাক্‌চাতুরী। শ্রীকৃষ্ণের আগমন। রহস্য কৌতুক বিলাস। উপহারাদি সহ বৃন্দাদেবীর আগমন ও বিবিধ সেবন। রাস লাস্যাদি বিহার, নর্ত্তন রাস বিলাস। রাস অবসানে পুলিনে আগমন, সখী মঞ্জরীগণের ব্যজনাদি ও সময়োচিত বিবিধ সেবন। যমুনায় জলকেলি ও জলবিহার। কিঙ্করীগণ কর্তৃক পুনঃ বেশাদি নির্ম্মাণ, নানাবিধ রহস্য, প্রহেলী ও কৌতুক লীলা, শ্রীরাধাগোবিন্দের বৃন্দাদেবী সমাহৃত বিবিধ উপহারাদি ভোজন। কেলিমন্দিরে প্রবেশ, তাম্বুলাদি সেবন। অবশেষ ভোজনান্তে সখীগণের প্রবেশ। বিশ্রামোপযোগী বীণা বাদন গানাদি এবং কৌতুক রহস্যাদি। বিলাস সময় উপলব্ধি করিয়া সখীগণের নিজ নিজ কুঞ্জে প্রস্থান। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিলাস। শ্রীরাধিকাকর্তৃক সখীসঙ্গে লীলার্থ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ প্রেরণ। সখী সঙ্গে বিহারান্তে শ্রীনন্দনন্দনের কেলি মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ। পুষ্পরচিত কেলিতল্পে উভয়ের শয়ন। কিঙ্করীগণ কর্তৃক উভয়ের পাদ সম্বাহনাদি। উভয়ের সাত্ত্বিকাদি ভাব দর্শনে কিঙ্করীগণের অন্তরালে অবস্থান এবং উভয়ের রহঃ কেলি দর্শন। প্রেম বৈচিত্ত্য। সমৃদ্ধিমান্ লীলা বিপরীত লীলা। তদন্তে কিঙ্করীগণের কেলিতল্প নিকটে আগমন। সময়োচিত সেবা বীজনাদি ও পাদসম্বাহনাদি। শ্রীরাধা গোবিন্দের অলস ও

নিদ্রা। কিঙ্করীগণের বহিরা গমন পূর্ব্বক অবশেষ গ্রহণ করতঃ কেলি মন্দিরে প্রবেশ এবং শ্রীযুগলের কেলিতল্প পাদমূলে দিব্যাস্তরণ
যুক্ত ভূমিতে শয়ন ও বিশ্রাম।

শ্রীনিত্যলীলা সম্বন্ধীয় যে সূচক উপরে বর্ণিত হইলেন নৈমিত্তিক লীলানুরোধে তন্মধ্যে তৎকালানুযায়ী তাহার ইতর-বিশেষত্ব
হইয়া থাকে। স্মরণ মননের জন্য সাধকের পক্ষে উহাও নিত্য আবশ্যকীয়। বৈশাখাদি মাস-ক্রমে উহা বিবৃত করা যাইতেছে।
কাল গণনা বিষয়ে গৌণ চন্দ্র প্রথামতে মাস গণিত হইবে। ষড়ঋতু-সেব্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলাতেই প্রতিদিন সমগ্র-ঋতুর
ভোগ্য লীলাদি হইয়া থাকেন, তথাপি কালোচিত সময়ে তৎকালোচিত লীলার বিশেষত্ব অনুষ্ঠিত হয়—উহাই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ
লীলার নৈমিত্তিক লীলা (থ)।

১। পুষ্পদোল—বৈশাখীয় কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাসৈক কাল পর্য্যন্ত শ্রীব্রজ যুবরাজ এবং শ্রীমতী বৃষভানু
কুমারীর পুষ্প বিহার। ঐ সময়ে কিঙ্করীগণ বিবিধ বনান্তর্গত কেলিগৃহ ও কুঞ্জ সকল পুষ্পমাল্য ও তোরণাদি দ্বারা সজ্জিত রাখেন
এবং উপযুক্ত স্থানে পুষ্প নির্ম্মিত সান্দোলিকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখেন। এবং ফুল সমরের জন্য শ্রীবৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতে বহু পরিমাণ
পুষ্প নির্ম্মিত কন্দুকাদি সংগৃহীত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্ন এবং নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় নর্ম্মসখাগণ সহ আগমন করিলে সখী এবং
সঙ্গিনীবৃন্দ সমাযুক্তা শ্রীমদীশ্বরী জিউর সহিত তাঁহাদের পুষ্প কন্দুকাদি দ্বারা পুষ্প সমর হয়, সমরে সগণ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইলে
সঙ্গীগণ পলায়ণপর হইয়া প্রস্থান করেন। তৎপর প্রাত্যহিকী নিত্যলীলার সাহিত্যে শ্রীরাস লাস্যাদি বিহারের পর সখীগণ শ্রীরাধাগোবিন্দকে
পুষ্পাভরণাদি দ্বারা সজ্জিত করেন এবং পুষ্প দোলায় আরোহণ এবং আন্দোলন করাইয়া এবং তদুচিত সঙ্গীতাদি দ্বারা যুগলের
সুখবর্দ্ধন করতঃ পরমানন্দ লাভ করেন। ইহাই পুষ্প বিহার বা ফুল দোল। বৈশাখীয় পৌর্ণমাসী রজনীতে উহার বিশেষ বিশেষত্ব।

২। জলকেলি—জ্যৈষ্ঠীয় কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত মাসৈক কাল জল কেলি। নৈমিত্তিক জল কেলির প্রাত্যহিক

জলকেলি হইতে আধিক্য অধিক নাই, তবে নিদাঘকাল নিবন্ধন উহার বিশেষত্ব। এবং জ্যৈষ্ঠীয় পৌর্ণমাসী নিশায় রাসান্তে মধুপানাদির পরই উহার বিশেষ বিশেষত্ব। শ্রীমন্নন্দনন্দন এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউর সখীগণ সহ মধুপানাদির পর ঈষন্মত্তাবস্থা থাকিতে যমুনার জলে প্রবেশ, বিবিধ ক্রীড়া, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের বসনাদি হরণ, সখীদের স্বর্ণপদ্মবনে লুক্কাইত হওন, যমুনামধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দে স্মরবিহার, সখীগণ সঙ্গে বিহার বাস্তবিকই অতি মনোন্মাদকারী চমৎকার ব্যাপার! সকলে জলকেলি সমাপনান্তে তটে আগমন ও বসনাদি পরিধানান্তে কুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং দৈনিকলীলার সাহিত্যে ভোজন ও অন্যান্য লীলাবিলাস বিশ্রামাদি হয়। ইহাই নৈমিত্তিক জলকেলি।

৩। শ্রীঘনোৎসব—শ্রীরাসোৎসব প্রতিরাত্রে অনুষ্ঠিত হইলেও কালোচিতানুসারে প্রতি পূর্ণিমায় উহার বিশেষত্ব। নবমেঘাগমে বৃক্ষ সকল প্রমোদিত, বনরাজি মধুক্ষরণশীল, দামিণীযুক্ত মেঘের সঞ্চল অবস্থান, পূর্ণচন্দ্র আংশিকাবৃত, মৃদুমন্দ জলধারা, বনরাজি নবীন ঘন তৃণে আবৃত এহেন সময়ে আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী রজনীতে শ্রীশ্রীরাসোৎসবের নামই ঘনোৎসব বা নববারিদোৎসব।

৪। শ্রীহিন্দোলোৎসব—শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়া হইতে পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত ১৩ দিন এই উৎসবের কাল, পৌর্ণমাসীতে বিশেষত্ব। উক্ত শুক্লা তৃতীয়া দিবসে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীযাবট হইতে শ্রীবর্ষাণ পিতৃগৃহে বিজয় করেন। প্রত্যহ এই কয়েক দিন মাধ্যাহ্নে শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে এবং রজনীতে শ্রীনিকুঞ্জাদিতে এই হিন্দোলোৎসব হইয়া থাকেন। দিবসে পাশা ক্রীড়াদির পর এবং রজনীতে রাস বিলাসাদির পর এই উৎসব হন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃষাভানু কুমারীকে সখীগণ এক হিন্দোলাতে আরোহণ করাইয়া সঙ্গীতাদি সহ দোলাইতে দোলাইতে মহাসুখলাভ করেন। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় সখী এবং প্রেয়সী বৃন্দকে বহু দোলা সমূহে একক যুগপৎ দোলাইয়া মহা আনন্দরসের বিস্তার করেন। তদনন্তর বৃন্দাদেবীর আগ্রহাতিশয়ে ব্রজরাজনন্দন ও বৃষভানু নন্দিনী হিন্দোলনাজ নামক কমলাকৃতি মনোরম সুবৃহৎ হিণ্ডোলিকায় আরোহণ করেন। ঐদোলার অষ্টদলে ললিতা বিশাখাদি অষ্টসখী উপবেশন করেন। বৃন্দাদেবী এবং নান্দিমুখী (বীরাদেবী) কিঙ্করী-গণের সাহিত্যে ঐ হিন্দোলনাজ পুনঃ পুনঃ দোলাইতে দোলাইতে পরামানন্দ লাভ করেন এবং কিঙ্করীগণ পরম উল্লাসে গান করিতে থাকিয়া

শ্রীরাধাগোবিন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকেন। সমধিক হিন্দোলনে যুগলের স্মর বিলাস দীপ্তি পাইলে উহার পরিসমাপ্তি হয় এবং তৎপর প্রাত্যহিক নিত্যলীলায় বর্ণিত প্রণালী অনুসারে ভোজন এবং বিশ্রামাদি হন।

৫। পবিত্রা রোপনোৎসব—শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে উহা অনুষ্ঠিত হন। প্রচলিত কথায় ইহার নামান্তর "রাখি" বন্ধন, মতান্তরে ইহা শ্রাবণী পূর্ণিমাতে ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্নেহভাজন এবং প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গলোদ্দেশে তদীয় করে আনন্দোৎসবের সহিত ডোরিকা বন্ধনই ইহার কার্য্য। রাধাকুণ্ডতীরে মাধ্যাহ্ন মিলনের পর ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর নির্দ্দেশক্রমে বৃন্দাদেবী এবং মধুমঙ্গল ব্রজ রাজনন্দন এবং বৃষভানু কুমারী, এবং সখীগণকে স্বর্ণ তন্তু নির্ম্মিত পবিত্র অর্থাৎ "রাখি" সকল বাহুমূলে বন্ধন করিয়া দেন ইহাই পবিত্রা-রোপণ উৎসব।

৬। শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব—ব্রজযুবরাজের জন্মতিথি দিবসোপলক্ষে নন্দালয়ে প্রতিবর্ষে মহামহোৎসব হয়। সমস্ত ব্রজবাসীগণ ঐ দিবস ব্রজরাজ ভবনে নিমান্ত্রিত এবং আহুত হন। বিশেষ অন্তরঙ্গগণ এবং স্বজনবৃন্দ পূর্ব্বদিবসই আহুত এবং আগত হইয়া থাকেন বর্ষাণ হইতে কীর্ত্তিকামাতা পূর্ব্ব দিবসই নন্দালয়ে আইসেন। যাবট হইতে ও সকলেই আহুত হন কিন্তু অভিমন্যুর হঠাৎ ভয়ানক জ্বর হওয়ায় জটীলামাতা বা কুটীলার আসা ঘটে না, জটীলামাতা সখীবৃন্দ সহকারে শ্রীমতি প্রিয়াজিউকে প্রেরণ করেন। যশোদামাতা পূর্ব্বেই প্রিয়াজিউকে পক্ষকাল পর্য্যন্ত এই উৎসব উপলক্ষে নিজালয়ে রাখার জন্য জটীলামাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাখেন। জন্মতিথির দিবস রাত্রে এবং পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে নন্দালয়ে মহামহোৎসব হন। বাধাইগীত সকল গীত হন এবং প্রাঙ্গনে গোপ গোপীগণ দধি হরিদ্রা এবং ঘৃত দ্বারা পরস্পরকে রঞ্জিত করেন। ক্রীড়াবসানে প্রিয়াজির সখীগণ মধুমঙ্গলকে গোময় ও গোমূত্র দ্বারা হরিদ্রাযোগে রঞ্জিত করায় মহাকৌতুককর ব্যাপার হইয়া থাকে। নন্দোৎসবের দিবস পরম পরিতোষের সহিত ভোজনান্তে সমাগত গোপ গোপী মণ্ডলী স্বস্থানে প্রতিগমন করেন, কিন্তু সখীগণ সমভিব্যাহারে প্রিয়াজিউকে যশোদামাতা রাখেন। জন্মতিথি এবং পরদিবস গোচারণ নাই, ভগবান

ক্রীড়াচ্ছলে নর্ম্ম সখাগণ সঙ্গে শ্রীকুণ্ডতীরে বিজয় করেন, প্রিয়াজিউ ও সখীগণ সঙ্গে বন ভ্রমণ ব্যাপদেশে তথায় যাইয়া মিলিতহন এবং সখীগণ সঙ্গে নিজ প্রাণ নাথের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব সম্পাদন করেন।

শ্রীমদীশ্বরী জিউর নন্দালয়ে অবস্থান কালে এই পনর দিবস রাত্রিতে যুগলের একসঙ্গে অভিসার হয়। অর্থাৎ যথাকালে সকলে শায়িত হইলে ব্রজ যুবরাজ এবং প্রাণেশ্বরী জিউ স্ব স্ব প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইরা গোপনে একত্রিত হন এবং সখীগণ সঙ্গে বনে বিজয় করেন। উভয়ের একসঙ্গে নিকুঞ্জাভিসার বড়ই আনন্দকর ব্যাপার, আস্বাদন ভিন্ন বর্ণনায় ইহার মাধুর্য্য কথন অসম্ভব।

৭। শ্রীমদীশ্বরী জিউর জন্মোৎসব—শ্রীগোবিন্দের জন্মোৎসবের ন্যায় প্রাণেশ্বরী জিউর জন্মোৎসবও মহাআনন্দজনক মহামহোৎসব ব্যাপার। শ্রীবর্ষাণে শ্রীবৃষভানুরাজ ভবনে ইহা অনুষ্ঠিত হন। ভাদ্রীয় শুক্লা সপ্তমী দিবসে শ্রীনন্দালয় হইতেই সখীগণ সহ শ্রীপ্রিয়াজিউকে শ্রীবর্ষাণেশ্বরী নিজালয়ে আনয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবের ন্যায় সমস্ত ব্রজবাসীগণ এখানেও শ্রীবর্ষাণাধীশ কর্ত্তৃক আহূত হন। শ্রীকুন্দলতা প্রভৃতি প্রিয়জন শ্রীনন্দালয় হইতে প্রিয়াজির সঙ্গে পূর্ব্ব দিবসেই শ্রীবর্ষাণে আগমন করেন। পর দিবস অর্থাৎ জন্মোৎসব দিবসে সখাগণ এবং শ্রীবলদেব সহ শ্রীভগবান, সানুগ শ্রীনন্দ মহারাজ, শ্রীযশোদামাতা, রোহিণীমাতা প্রভৃতি আগমন করেন। অভিমন্যুর পুনরায় বিষম জ্বর হওয়ায়, শ্রীযাবট হইতে শ্রীজটীলামাতা ও কুটীলা ভিন্ন অন্যান্য সকলে আগমন করেন ঐ দিবস মধ্যাহ্নে ও পর দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব বৎ মহামহোৎসব ও রঙ্গক্রীড়াদি হয়। উক্ত দুই দিনেও গোচারণ সূর্য্য পূজনাদি নাই, শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবে বর্ণিত প্রকারে শ্রীকুণ্ড তীরে যুগলের মিলন সংঘটিত হয়। জন্মতিথিদিবস বর্ষাণে শ্রীশ্রীভগবানেরও অবস্থান হেতু রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসববৎ উভয়ের এক সঙ্গে শ্রীনিকুঞ্জাভিসার হয়। শ্রীকুণ্ডতীরে মাধ্যাহ্নে এবং রাত্রে নিকুঞ্জে সখীগণ সঙ্গে শ্রীবৃন্দাদেবীর দ্বারা শ্রীভগবান নিজ পরম প্রেয়সী বরার জন্মোৎ-সব মহাসমারোহে নির্ব্বাহ করেন। নবমী দিবসে বিকালে শ্রীমতী প্রিয়াজিউ ও তদীয়া সখীগণ ব্যতীত সকলে বর্ষাণ হইতে নিজ নিজালয়ে প্রতিগমন করেন।

৮। শ্রীনৌবিলাসোৎসব—ভাদ্রীয় শুক্লা দ্বাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতি রজনীতে শ্রীযুগলের নিকুঞ্জ মিলনের পর এই উৎসব

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকেন। পূর্ণিমাতেই বিশেষত্ব। রসিকেন্দ্র শিরোমণি নাগর বররাজের ঈঙ্গিত অনুসারে প্রিয় নর্ম্ম সখাশ্রেষ্ঠ সুবল ব্রজরাজের যে সকল সুসজ্জিতা সালঙ্কৃতা তরণী আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা তরণীটি কৌশলে নিকুঞ্জ সমীপে শ্রীযমুনাঘাটে আনয়ন করতঃ রক্ষা করিয়া প্রস্থান করেন। এদিকে মধুপান এবং বনভ্রমণাদি লীলার অন্তে নিজ প্রেয়সীবরা এবং সখীবৃন্দকে লইয়া রসিকরাজ তাহাতে আরোহণ করেন, কিঙ্করীগণ সময়োপযোগী বিহারোচিত দ্রব্য সম্ভার এবং যন্ত্রাদি আনয়ন করেন। কিঙ্করীগণ সুললিত তান লয় গানের সহিত ঘুঙ্ঘুর যুক্ত ক্ষেপনী যোগে নৌকা চালিত করিলে তন্মধ্যে সখীগণ সহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রাস লাস্যাদি বিবিধ বিলাস, লড্ডুকাদি ভোজন এবং মধুপানাদি লীলা অনুষ্ঠিত হন, এবং প্রেমময়ের শ্রীমদীশ্বরী জিউ ও সখীদিগের সহিত পরমরমণীয় রহোলীলাদি হন। মধ্যযামিনী অতীতে রসিকশেখর প্রাণেশ্বরী জিউকে তরণীর বহির্ভাগে রত্ন সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইয়া স্বয়ং কর্ণ দণ্ড (হাল) গ্রহণ করিয়া তরণী বাহিত করেন এবং শ্রীললিতা বিশাখাদি প্রধানাষ্টসখীগণ কিঙ্করীগণ হইতে ক্ষেপনী গ্রহণ করিয়া তরণী চালনা করেন এবং তান লয় যুক্ত প্রত্যেক ক্ষেপণে মধুর সঙ্গীত দ্বারা যুগলের পরমানন্দ বিধান করেন এবং আপনারাও অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্ত হন। কিঙ্করীগণ চামর বীজনাদি দ্বারা শ্রীযুগলের সময়োচিত সেবা করিতে থাকেন। রত্নালঙ্কৃতা ও আলোকমালায় সুসজ্জিত তরণী তরুণীবৃন্দের সহিত শ্রীরাধামাধবকে বক্ষে লইয়া নীল যমুনা নীরে চন্দ্রালোকে ভাসিতে ভাসিতে পরমরমণীয় শোভাকে বিস্তার করে। নৌকাস্থিতা কিঙ্করীগণ সে শোভা দর্শন করিয়া পরম ধন্যা হন। এইরূপে লীলা বিলাসাদির পর সর্ব্বজনসমভিব্যাহারে শ্রীরাধাগোবিন্দশ্রীনিকুঞ্জ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে প্রাত্যাহিক নিয়মানুযায়ী অলস বিশ্রামাদি হন।

৯। শ্রীশারদীয় রাসোৎসব—আশ্বিনের পৌর্ণমাসী রজনীতে অনুষ্ঠিত রাস, নামান্তর কৌমুদী রাসোৎসব। শ্রীবৃন্দাদেবী অদ্য নিশায় বনরাজিকে শ্রীরাধাগোবিন্দের কৌমুদী বিহারের উপযোগী করিবার জন্য হীরক দীপাবলি ও শুভ্র আলোকমালা দ্বারা সম্পূর্ণ উজ্জ্বল বেশে সুসজ্জিত করেন। শ্রীমদীশ্বরী জিউ রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে সগণ হীরক এবং মুক্তাখচিত শুভ্র উজ্জ্বল বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া নিজাঙ্গ

আভায় বনরাজিকে আরও দীপ্তিশালিনী করিয়া অভিসার করেন। উজ্জল বেশ ধারিণী প্রাণেশ্বরী জিউ স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা অদ্য নিশায় এরূপ মনোহারিণী দীপ্তি প্রকাশ করেন যে, মিলনের পর নাগররাজের স্বচ্ছ শ্যামাঙ্গে, প্রাণেশ্বরী জিউর অঙ্গকান্তি প্রতিফলিত হইয়া শ্রীমন্নন্দনন্দন নিত্য শ্রীশ্যামরূপ হইলেও গৌররূপে প্রতীত হন। ইহাই শ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের কৌমুদী বিহার। শ্রীরাস বিলাসাদি, ভোজন মধুপান, বনভ্রমণ, বিহারাদি, অলস এবং বিশ্রাম প্রভৃতি নিত্য রাস এবং প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান বৎ।

১০। দীপ দানোৎসব—কার্ত্তিকী অমাবস্যায় (শ্রীমহারাসের পূর্ব্বের অমাবস্যা) অনুষ্ঠিত হন। ভূতচতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, এবং তৎপর দিবস প্রতিপদীয় যামিনীতে শ্রীবৃন্দাদেবী সমগ্র বনরাজি, শ্রীযমুনাকুল, শ্রীনিকুঞ্জ মন্দিরাদি, গিরি গোবর্দ্ধন এবং যুগল কুণ্ড তটাদি মনোহারিণী আলোক মালায় সুসজ্জিত করান, সেই আলোকমণ্ডিত বন সমূহে শ্রীমদীশ্বরী জিউ এবং সখীবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীগোবিন্দের বিবিধ কেলি বিলাসই দীপ দানোৎসব। অমা রজনীতেই ইহার বিশেষত্ব।

১১। শ্রীগোবর্দ্ধন পূজনোৎসব—প্রকট লীলায় শ্রীমন্নন্দ নন্দন শ্রীশৈলরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনে নিজ বিভূতি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র দর্পনাশ হেতু শ্রীগোবর্দ্ধনধারীর অর্চ্চণ করেন। তদবধি শ্রীনিত্যলীলাতেও উহা সূচিত হন। প্রতি কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ দিবসে মাধ্যাহ্নে শ্রীকুণ্ডতটে মিলন হইবার পর নিজ নাথের বিজয় ঘোষণার জন্য শ্রীমদীশ্বরী জিউ শ্রীগিরিরাজে অন্নকুট নামক মহামহোৎসব করতঃ শ্রীমধুমঙ্গলাদিকে পরিতোষ রূপে ভোজন করান। নিশাথ সময়ে শ্রীবৃন্দাদেবী আলোকমালা দ্বারা সমগ্র গিরিরাজকে সজ্জিত করেন এবং আরত্রিকাদি হইলে পর মহমোহাৎসব অনুষ্ঠিত হন।

১২। শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী—কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী। প্রকট লীলায় শ্রীমন্নন্দ নন্দন প্রথম গোচারণ বিহার এই দিবস করেন। শ্রীনন্দালয়ে শ্রীযশোদামাতা নিত্যলীলা সময়েও শ্রীনন্দনন্দনের মঙ্গল কামনায় ঐ দিবস তদুৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মাধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীকুণ্ডতীরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের মিলন হইলে পর শ্রীশ্রীমদীশ্বরী জিউ নিজ নাথের বিজয়োৎসব স্বরূপ এই মহামহোৎসব সম্পন্ন করেন।

১৩। শ্রীরথারোহণোৎসব—কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী। শ্রীনিকুঞ্জে প্রাত্যহিক মিলনের পর নিশীথে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হন। নিত্যরাস এবং জল কেল্যাদির পর শ্রীমন্নন্দনন্দন শ্রীমদীশ্বরীজিউ এবং সখীগণকে লইয়া অষ্ট-ঘোটক-যোজিত সুবৃহৎ মনোরম রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকেন। শ্রীবৃন্দাদেবী সারথ্য কার্য্য করিয়া রথকে চালিত করেন এবং কোনও কোনও কিঙ্করী ঘোটক রক্ষা করিয়া থাকেন। রথ-মধ্যস্থ কেলি-প্রকোষ্ঠে সখীগণ গীত নর্ত্তনাদি দ্বারা যুগলের সুখবর্দ্ধন করিয়া থাকেন, কখনও বা রসরাজ স্বয়ং বংশী বাদন এবং সঙ্গীতালাপে প্রেয়সী-বৃন্দের পরমানন্দ সম্পাদন করেন। এইরূপে এই আনন্দ উৎসবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকালে সখীগণ সহ শ্রীবৃন্দাদেবী রথ হইতে অবরোহণ করেন এবং ঘোটক সকল অপসারিত করাহয়, এবং রথোপরি কেবল শ্রীরাধাগোবিন্দকে রাখিয়া সখী মঞ্জরীগণ সকলে রজ্জু আকর্ষণ পূর্ব্বক উহা চালিত করিয়া কানন মধ্যে মহা আনন্দ সাগরে নিমগ্না হন। তখন রথোপরি কেলি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রেমময় প্রেমময়ীর পরম রহোলীলার অনুষ্ঠান হওয়ায় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দকর ব্যাপার হন। চন্দ্র অস্তগত হওয়ার পূর্ব্বে রথসহ সকলে নিকুঞ্জদ্বারে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং এইরূপে এই উৎসবের সমাধা হন।

১৪। শ্রীমহারাসোৎসব—কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসী রজনী, নির্ম্মল গগন, চন্দ্রকিরণে বনরাজি প্রভাসিত। এহেন সময়ে রাসস্থলীতে বসিয়া রসরাজ ত্রিলোকাকর্ষণী বংশীধ্বনি করেন। অঘটন ঘটন-পটীয়সী যোগমায়া শ্রীরাধাগোবিন্দলীলায় সর্ব্বদাই সহায় কারিণী কিন্তু অদ্যকার ঘটনা বড়ই চমৎকার! অদ্যকার বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীমদীশ্বরী জিউর স্বপক্ষ সুহৃৎপক্ষ এবং বিপক্ষস্থা সমস্ত কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ রাসস্থলীতে সমাগতা হন এবং একত্রে প্রাণেশ্বরের সঙ্গে রাসোৎসবে প্রবৃত্তা হন, এই জন্যই ইহার নাম মহারাস। নিত্যলীলা হইলেও শ্রীযোগ মায়া প্রভাবে প্রকটলীলায় মহারাসের ন্যায় অদ্যও সকলের সমাগমে প্রথমত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষা, গোপীগণের কাকু, তৎপর বিলাস, রাসলাস্যাদি শ্রীরাধাপ্রেম মহিমা প্রদর্শন জন্য তৎসহ অন্তর্দ্ধান, প্রেমকল্পতরুর পুষ্টির জন্য ক্ষণকালেরজন্য তাঁহাকে ও ত্যাগ, গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণ ও বিরহ-বিলাপ-গীতি, পুনর্মিলন এবং মহারাস নর্ত্তনাদি হয়েন। তদন্তে সুহৃৎপক্ষ ও বিপক্ষীয় যুথেশ্বরীগণ স্ব স্ব গণ সহিত নিজ নিজ কুঞ্জে প্রস্থান

করেন। তৎপরে সখী মঞ্জরীগণ সহ শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীনিকুঞ্জে সমাবর্ত্তন হন এবং নিত্য প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানবৎ মধুপান, বিলাসাদি, বন ভ্রমণ, জলকেলি, ভোজন, বিহারাদি, অলস এবং বিশ্রাম হইয়া থাকেন। কোনও কোনও রসিক ভক্তের মতে এই শ্রীমহারাসোৎসব কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রজনী এবং তৎপরবর্ত্তী প্রতিপদ এবং দ্বিতীয়া তিথির রজনীতে ও অনুষ্ঠিত হন।

১৫। শ্রীহিমাংশুকোৎসব—শ্রীরাসোৎসব নিত্য এবং প্রতি রজনীতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকেন, তাহাতে কালানুসারে প্রতি পূর্ণিমায় তাহার বিশেষত্ব, শ্রীঘনোৎসব বর্ণনে তাহা বিবৃত হইয়াছেন। শীতের প্রবর্ত্তনে হেমন্ত ঋতুতে অগ্রহায়ণের পৌর্ণমাসী রজনীতে ঈষৎ কুজ্ঝটিকায় চন্দ্রকিরণ মৃদু অথচ মনোহর, নবীনহিমে বনরাজি মুদিত, এহেন সময়ে কাননে সুবৃহৎ পটমণ্ডপ বা বস্ত্রমণ্ডপ (কানাত তাবু) মধ্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের যে অপরূপ রাস বিহার তাহাই হিমাংশুকোৎসব। ভোজন, স্মরবিলাস এবং অলসাদি নিত্যপ্রাত্যহিক অনুষ্ঠানবৎ।

১৬। হিমকরোৎসব—প্রবল হিমে দশদিক নিস্তব্ধ, কুয়াসায় চন্দ্র কিরণ আচ্ছন্ন, হিমানীপাতে কাননভূমি, মৃদু জ্যোৎস্নাজালেশ্বেত প্রস্তর পীঠবৎ প্রতীয়মান, এহেন পৌষীয় পূর্ণিমা রজনীতে সূর্য্যকান্তাদি মণিদ্বারা প্রদীপ্ত উষ্ণপটমণ্ডপাভ্যন্তরে শ্রীরাধাগোবিন্দের যে মনোরম রাসবিহার, তাহাই হিমকরোৎসব। ভোজন, স্মরবিহার এবং অলস বিশ্রামাদি নিত্য প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানবৎ।

১৭। শ্রীবসন্ত পঞ্চমী—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী। অদ্য হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চত্বারিংশ দিবস এবং কোনও কোনও রসিক ভক্তের মতে চৈত্র শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত গোবিন্দের বসন্ত বিহার। শ্রীব্রজরাজ নন্দন এবং শ্রীবৃষভানু রাজনন্দিনীর সমগ্র উৎসব এবং লীলাবিলাসই অতি মনোরম। কিন্তু বসন্ত বিহারের ন্যায় চিত্তোন্মাদক ব্যাপার আর নাই। অদ্য হইতে শ্রীপুষ্পদোলোৎসব পর্য্যন্ত এ উৎসবের তরঙ্গ-হিল্লোল চলিয়া থাকে। অদ্য (শ্রীবসন্ত পঞ্চমী দিবস) শ্রীমদীশ্বরী জিউকে শ্রীবর্ষানাধীশ প্রায় ছয় মাসের জন্য শ্রীজাবট হইতে শ্রীবর্ষাণে আনয়ন করেন। ইহাই এক অতি আনন্দকর ব্যাপার। এই উপলক্ষে যাবতীয় সখীমঞ্জরী প্রভৃতি প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী জিউর গণ সকলেই জাবট হইতে বর্ষাণে পিতৃগৃহে বিজয় হন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিরোধী গুরুজনের শাসন ভয় একদাই দূরীভূত হয়। প্রত্যূষে শ্রীজাবট হইতে শ্রীমদীশ্বরী জিউ

কৌটরা দূতীর (দ) অধীনস্থা আভীর কন্যাগণ বাহিত শিবিকারোহণে পিতৃগৃহে বিজয়িনী হন। কিঙ্করীগণ তাঁহার বসন ভূষণাদি বহন করিয়া শ্রীবৃষভানু রাজভবনে সঙ্গে সঙ্গেই উপনীতা হন। কেহ কেহ পিতৃগৃহে প্রাণেশ্বরী জিউর নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠাদি তাঁহার বাসোপযোগী করার জন্য পূর্ব্বেই আগমন করেন। প্রিয়াজীউ আগতা হইলেই বাৎসল্য রসভাজন বর্ষণাধীশ এবং বর্ষানেশ্বরী কর্ত্তৃক লালিতা হন। কিয়ৎকাল মধ্যেই শ্রীললিতা বিশাখাদি সখীগণ স্ব স্ব পিতৃগৃহ হইতে আসিয়া উপনীতা হন। রঙ্গিণীগণ হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে রঞ্জিত হইয়া এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউকে শোভিত করিয়া শ্রীরাগ বসন্তরাগ আলাপনে প্রেমময় প্রেমময়ীর শ্রীবসন্তোৎসবের প্রথম জয় ঘোষণা করেন। যথোচিত সময়ে শ্রীনন্দালয় হইতে ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞানুসারে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে পাকার্থ শ্রীনন্দালয়ে লইয়া যাইবার জন্য কুন্দলতা শ্রীবৃষভানুপুরে আগমন করেন এবং বর্ষানেশ্বরী অতি আহ্লাদের সহিত প্রাণেশ্বরী জিউকে সখী মঞ্জরীগণ সহ তাঁহার (কুন্দলতার) সমভিব্যাহারে তথায় প্রেরণ করেন। প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে শ্রীনন্দালয়ে ভোজন বিলাসাদির পর শ্রীমদীশ্বরী জিউ সঙ্গিনীগণসহ পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। অদ্য বর্ষানে মহামহোৎসব হন। কিয়ৎসময় পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া রঙ্গিণীগণ সঙ্গে প্রেমময়ী ফল্গুচূর্ণ, রঙ্গের গেঁড় (কন্দুক) এবং রঙ্গপূর্ণ গাগরী সকল লইয়া ব্রজের গ্রাম, চত্বর এবং রথ্যা সকলে হোরিকা বিজয়ে বহির্গতা হন। তদন্তে তাঁহারা শ্রীবৃন্দারণ্যে প্রবেশ করতঃ কুসুম শায়ক পূজনোপযোগী পুষ্পাহরণ করতঃ বসন্ত বিজৃম্ভিত বৃন্দা বিপিন শোভা দর্শন করিতে করিতে শ্রীযুগল কুণ্ডতটে উপনীতা হন। এদিকে শ্রীব্রজরাজকুমার ও স্বীয় নর্ম্ম সখাগণ সহ পটবাস এবং কন্দুকাদি লইয়া তথায় আগমন করেন। তখন উভয় দলের তুমুল হোরিকা সংগ্রাম হইয়া শ্রীকৃষ্ণপক্ষে সম্পূর্ণ পরাজয় হইলে সুবলাদি পলায়ন করেন। পরম চতুরা শ্রীললিতাদেবী প্রভৃতি কর্ত্তৃক শ্রীমধুমঙ্গল ধৃত হন এবং কস্তুরিকা পঙ্ক ইত্যাদিতে সখীগণ দ্বারা তাঁহার ভূতত্ব সম্পাদন হইলে তিহঁও প্রস্থান করেন। তখন শ্রীমদীশ্বরী জিউ সখী-সঙ্ঘ সমূহে নিজ প্রাণনাথকে অতি শ্রান্ত দেখিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করেন এবং বীজনাদি দ্বারা স্বয়ং নিজ প্রাণনাথের শ্রমোপনোদন করেন। তৎপর সকলে স্নানাদি করিলে প্রত্যাহিক নিত্যলীলায় বর্ণিত মাধ্যাহ্ন কালীয় যাবতীয় লীলা (কেবল সূর্য্য পূজনাদি ব্যতীত)

সকলের অনুষ্ঠান হয় এবং হিন্দোলোৎসবে বর্ণিত প্রকারে দোলারোহণ উৎসব হন এবং পরস্পর ফল্গুরঙ্গে রঞ্জিত করেন। তৎপর বনভ্রমণ করিতে করিতে ব্রজ সীমায় আসিয়া শ্রীনন্দনন্দন, সুবল ও মধুমঙ্গলের সহ শ্রীনন্দালয়ে এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউগণ পিতৃ-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাত্রিতেও শ্রীনিকুঞ্জে মিলনের পর ঐরূপ হোরিকা সমর এবং দোলারোহণ উৎসব হন। নিকুঞ্জে দোলারোহণ উৎসবই সমধিক আনন্দকর ব্যাপার হন। শ্রীরাধাগোবিন্দের এবং সখীবৃন্দের মধুপানের পর ফল্গুক্রীড়া এবং দোলোৎসব যে কিরূপ চিত্তহারক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার তাহা বর্ণন সম্ভবাতীত, কেবলমাত্র শ্রীগুরু কৃপায় আস্বাদন দ্বারাই উপলব্ধি হইতে পারে। অদ্য হইতে ফাল্গুণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ভগবানের গোচারণ কিম্বা শ্রীমদীশ্বরী জিউর সূর্য্য পূজন নাই, হোরিকা ছলে মাধ্যাহ্ন মিলন। রাত্রে মিলন প্রত্যহিক অনুরূপ। তদন্তে ফল্গু উৎসব ও দোল বিহার (ক্রম উপরে বর্ণিত হইয়াছেন)। শ্রীবসন্তোৎসবের মাত্র দিগ্‌দর্শন করা হইল সমগ্র বর্ণন লেখনীর অসম্ভব।

১৮। শ্রীমধুরোৎসব—(খ) মাঘী পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জে ফল্গুক্রীড়া, দোলারোহণ এবং বসন্ত বিহার প্রভৃতি। যথাসাধ্য বিস্তার বর্ণন শ্রীবসন্ত পঞ্চমীতে উক্ত হইয়াছেন।

১৯। শ্রীগোবিন্দ দ্বাদশী—(খ) ফাল্গুনের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরাধাগোবিন্দের ধাত্রী-বৃক্ষ-সমন্বিত কুঞ্জতলে মাধ্যাহ্ন এবং রজনীতে ফল্গুক্রীড়া। দোলারোহণ এবং বসন্ত বিহার। যথাসাধ্য বিস্তারিত শ্রীবসন্ত পঞ্চমীতে বিবৃত হইয়াছেন।

২০। শ্রীফল্গুৎসব—ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে মাধ্যাহ্নে শ্রীকুণ্ড তটে এবং রজনীতে শ্রীনিকুঞ্জে নিধুবনে উৎসব। ফল্গুক্রীড়া, দোলন এবং বসন্ত বিহার সমগ্রই শ্রীবসন্ত পঞ্চমীবর্ণনে বর্ণিত হইয়াছেন; ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিবন্ধন অদ্যই উহার বিশেষ বিশেষত্ব। ইহার অঙ্গীয় আরও একটুক এই—সায়ং সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রজপতি শ্রীমন্নন্দ মহারাজ এবং যশোমতি মাতা শ্রীব্রজ যুবরাজ এবং সমগ্রকে লইয়া শ্রীবৃষভানুপুরে যান তথায় রঙ্গক্রীড়া এবং মহা-মহোৎসব অন্তে ও ভোজনাদি অন্তে স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে শ্রীবর্ষনাধীশ ও শ্রীকৃত্তিকামাতা

সহ শ্রীমদীশ্বরী জিউকে সখীগণ সহ লইয়া নিমন্ত্রিত হওতঃ তদন্তে শ্রীনন্দালয়ে উপনীত হন এবং ভোজন ও রঙ্গক্রীড়াদির পরে শ্রীবর্ষানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২১। শ্রীবাসন্তী দোলোৎসব—চৈত্রীয় শুক্লা দ্বাদশী—সমগ্রই শ্রীফল্গুৎসবের ন্যায়।

২২। শ্রীবাসন্তীরাসোৎসব—মধুযামিনী মনোহারিণী চৈত্রী পূর্ণিমা রজনীতে পুষ্পিত বনরাজি-সম্পন্ন কুঞ্জ মধ্যে বাসন্তী নিশায় শ্রীরাধা গোবিন্দের যে মধুর হইতেও সুমধুর রাস বিহার, তাহাই বাসন্তীরাসোৎসব। শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধান এবং বিভিন্ন যূথেশ্বরীগণের একত্র মিলন ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বাংশে ইহা শ্রীমহারাসেরই অনুরূপ।

শ্রীনিত্য এবং নৈমিত্তিক উভয় লীলা বর্ণন সময়েই বলা হইয়াছে সময় ভেদে শ্রীমদীশ্বরী জিউ কখনও শ্রীবর্ষানে এবং কখনও বা শ্রীজাবটাদিতে অবস্থান করিয়া থাকেন, স্মরণ মননের জন্য উহা পরিজ্ঞাত থাকা বিশেষ প্রয়োজন নতুবা উহা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। শ্রীগুরুমুখারবিন্দ হইতে যাহা শ্রুত হইয়াছি এবং শ্রীগুরু কৃপায় এ জীবাধমের হৃদয়ে এ সম্বন্ধে যাহা প্রেরণা হইয়াছে প্রাণেশ্বরী জিউর অবস্থান সম্বন্ধে তদনুসারে নিম্নে তাহা বিবৃত হইলেন ঃ—

শ্রীমদীশ্বরী জিউর স্থিতি নির্ণয়ঃ।

১। আষাঢ়ী শুক্লা অর্থাৎ হোরা পঞ্চমীতে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে শ্রীজটীলামাতা শ্রীবৃষভানুপুর হইতে শ্রীজাবটে আনয়ন করেন। প্রাণেশ্বরী জিউর সঙ্গিনীগণ (ঠ) ও যাহারা পিতৃগৃহে ছিলেন, তাহারাও সকলেই অদ্য শ্বশুর গৃহে বিজয় করেন। অদ্য হইতে শ্রীবসন্তরাগ গান বিরত হওয়া প্রথা, কেহ কেহ উহা আগামিনী একাদশী পর্যন্ত করিয়া থাকেন। শ্রাবণী শুক্লা দ্বিতীয়া পর্যান্ত অষ্টাবিংশ দিবস শ্রীমদীশ্বরী জিউর শ্রীজাবটে অবস্থান হয়।

২। শ্রাবণী শুক্লা তৃতীয়া দিবসে প্রত্যুষে কোটরার অধীনস্থা আভীর কন্যাগণবাহিত যানে সগণ শ্রীমদীশ্বরী জিউ শ্রীহিন্দোলোৎসব

উপলক্ষে পিতৃগৃহে বিজয় করেন এবং আগামিনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ দিবস তথায়ই অবস্থান করেন। এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সমগ্র সতীগণের ঈশ্বরী কৃষ্ণৈক-বল্লভা শ্রীমদীশ্বরী জিউ কখনও কোনওরূপে যাহাতে অপর পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ হয় তাহা করেন না। সেই জন্যই তাঁহার যান পর্য্যন্ত বাহক দ্বারা বাহিত হয় না। আভীর জাতীয়া কোটরা নাম্নী যে দূতী আছেন তাঁহারই অধীনস্থা কিশোর বয়সী বলশালিনী আভীর কন্যাগণ প্রাণেশ্বরী জিউর যানাদি বহন করিয়া থাকেন।

৩। হিন্দোল পূর্ণিমার পর দিবস অর্থাৎ ভাদ্রীয় কৃষ্ণা প্রতিপদ দিনে পুনঃ শ্রীজাবট প্রত্যাগমন করতঃ আগামিনী কৃষ্ণা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত ছয় দিবস তথায় অবস্থান করেন।

৪। তৎপর দিনে অর্থাৎ ভাদ্রীয় কৃষ্ণা সপ্তমী দিবসে ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীজটিলামাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সগণ শ্রীমদীশ্বরী জিউকে স্বীয় আলয়ে আনয়ন করেন এবং ভাদ্রীয় শুক্লা ষষ্ঠী পর্য্যন্ত এই পঞ্চ দশাহ সখী মঞ্জরীগণ সহ তাঁহার তথাতেই অবস্থান হয়। এতদনুসঙ্গীয় অন্যান্য বিবরণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব বর্ণনে বিবৃত হইয়াছেন।

৫। ভাদ্রীয় শুক্লা সপ্তমী দিবস প্রত্যুষে বর্ষানেশ্বরী শ্রীকীর্ত্তিকামাতা শ্রীমদীশ্বরী জিউকে তদীয়া জন্মোৎসব উপলক্ষে নন্দালয় হইতেই স্বকীয় ভবনে আনয়ন করেন, এতৎ সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বেই জটিলামাতার অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। অদ্য হইতে আগামিনী দশমী পর্য্যন্ত চারি দিবসকাল ঈশ্বরী জিউর পিতৃগৃহে অবস্থিতি।

৬। ভাদ্রীয় শুক্লা একাদশী দিবসে শ্রীমদীশ্বরী জিউর জাবটে প্রত্যাগমন হইয়া আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত একবিংশতি দিবস তথায় অবস্থিতি হন;

৭। আগামিনী শারদীয়াম্বিকোৎসব কিম্বা কাত্যায়ন্যোৎসব উপলক্ষে বাৎসল্য স্নেহময়ী বর্ষানেশ্বরী শ্রীমদীশ্বরী জিউকে আশ্বিনী শুক্লা দ্বিতীয়া দিবস স্বগৃহে আনয়ন করেন। আগামিনী শুক্লা নবমী পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল তাঁহার তথায় অবস্থান হয়। এখানে

এইটুকু বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে সমস্ত শক্তির মূলীভূতা পরমাহ্লাদিনী শ্রীমদীশ্বরী জিউর এই সময়ে পিতৃগৃহে অবস্থান হয় বলিয়াই লৌকিক জগতে জড়ীয় মায়াবাদীগণ পর্য্যন্ত এই সময়ে ভগবদ্বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পর্য্যন্ত "পিতৃগৃহে অবস্থান" কল্পনা করিয়া থাকেন। ধন্য প্রেমময়ীর পরমাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য এবং করুণা !

৮। বিজয়া দশমী দিবসে শ্রীমদীশ্বরী জিউ জাবটে প্রত্যাগমন করেন এবং কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ পর্য্যন্ত একবিংশতি দিবস তথায় অবস্থান করেন।

৯। কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া দিবসে প্রত্যুষে ভ্রাতৃস্নেহ বৎসলা প্রাণেশ্বরী জিউ স্বীয়াগ্রজ বর্ষান যুবরাজ শ্রীদামকে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া নিমিত্তক তিলক দানার্থ পিতৃগৃহে বিজয় করেন এবং তদীয় পরমান্নাদি ভোজন উপলক্ষে তথায় মহামহোৎসব সম্পাদন করেন। সখী মঞ্জরীগণও স্ব স্ব পিতৃগৃহে এইরূপে ভ্রাতৃপূজন সমাধা করেন। আগামিনী শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীমদীশ্বরী জিউর পিতৃগৃহে অবস্থান।

১০। পরদিবস অর্থাৎ কার্ত্তিকী শুক্লা পঞ্চমী দিবসে শ্রীমদীশ্বরী জিউ জাবটে প্রত্যাগমন করিয়া মাঘী শুক্লা চতুর্থী পর্য্যন্ত তিনমাসকাল তথায় নিয়ত অবস্থান করেন।

১১। বসন্ত পঞ্চমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লা পঞ্চমী দিবসে প্রত্যুষে বাৎসল্য স্নেহপরায়ণ বর্ষানাধীশ বসন্তোৎসব উপলক্ষে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে সুদীর্ঘ কালের জন্য পুনরায় বৃষভানুপুরে পুনরানয়ন করেন। অদ্য হইতে আগামিনী হোরা পঞ্চমী যাবৎ পাঁচমাস কাল নিয়ত পিতৃ গৃহে অবস্থান, তদ্ধেতু অদ্য হইতে সঙ্গিনীগণের পরমানন্দের কারণ হন। অদ্য হইতে পুনরায় বসন্তরাগ গীত হইতে থাকেন। সবিস্তর বর্ণন বসন্ত পঞ্চমী বর্ণনে বিবৃত হইয়াছেন।

শ্রীমদীশ্বরী জিউর উল্লিখিত অবস্থান বিভাগ দ্বারা দেখা যায় পঞ্চমাস কাল নিরবচ্ছিন্ন পিতৃ গৃহে এবং মাসত্রয় কাল জাবটে, পঞ্চদশ

দিবস কাল নন্দালয়ে বক্রি সার্দ্ধ ত্রিযাম কাল কখনও পিতৃ গৃহে এবং কখনও জবটে অবস্থান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে অনুপাতানুসারে বর্ষানে অবস্থানই সমধিক বটে।

নিত্যলীলার প্রাত্যহিকী লীলার সহিত পূর্ব্ব বর্ণিত দ্বাবিংশতিটী নৈমিত্তিক লীলার এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউর অবস্থানের সমাবেশ রাখিয়া ভজন চালাইতে হইবে। তদনুসারে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মহা মহা নিশা পর্য্যন্ত কিঙ্করীগণের দৈনন্দিন সেবা নির্ণয় বলা হইতেছে যাহার আশ্রয়ই একমাত্র বিমলানন্দ লাভের হেতু।

অথস্মরণী-সেবা নির্ণয়ঃ।

শ্রীমদীশ্বরী জিউ কুঞ্জ হইতে স্বালয়ে আসিয়া শয়ন করিলে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবাধিকারিণী মঞ্জরীবৃন্দের আজ্ঞানুসারে সাধক কিঙ্করীদেহ ভাবনা দ্বারা এইরূপে সেবা কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এখানে ইহা পুনরায় বলা হইতেছে যে মদীশ্বরী জিউ স্বালয়ে আসিয়া শয়ন করিলেই কিঙ্করীগণ স্নানাদি করিয়া প্রাণেশ্বরী জিউর নির্ম্মাল্য বসন ভূষণে বেশাদি করিয়া সেবা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবেন। দৈনন্দিন লীলা বর্ণনে প্রাতঃকালীয় লীলা দ্রষ্টব্য।

তাম্বুল জল পাত্রাদি এবং বস্ত্রালঙ্কার সংস্ক্রিয়া। ১। চন্দন ঘর্ষণ ২। কুঙ্কুম পেষণ। ৩। শ্রীমদীশ্বরী জিউর নিদ্রা ভঙ্গান্তে মুখ প্রক্ষালন এবং দন্ত কাষ্ঠাদি সমর্পণ। ৪। উদ্বর্ত্তনাদি অর্থাৎ গোপুচ্ছ ও আমলকীপঙ্ক প্রস্তুত। ৫। চতুঃসোমাঞ্জনাদি অর্থাৎ কুঙ্কুম, কস্তুরী, কর্পূর ও চন্দন পঙ্ক নির্ম্মাণ। ৬। বর্ণক অর্থাৎ হিঙ্গুল হরিতাল আদি নির্ম্মাণ। ৭। শ্রীমদীশ্বরী জিউর অঙ্গে সুগন্ধি তৈলাভ্যঞ্জন। ৮। আমলকী-কল্কাদি দ্বারা কেশ সংস্কার। ৯। গ্রীষ্মকালে শীতল এবং শীতকালে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা শ্রীমদীশ্বরী জিউকে স্নপন অর্থাৎ স্নান করান। ১১। চীনবস্ত্র দ্বারা অঙ্গ হইতে জলাপসারণ এবং চিকুর-রাশির জলাপনোদন। ১২। কৃষ্ণরাগোদ্দীপক মনোরম স্বর্ণ খচিত নীল বসন পরিধাপন। ১৩। অগুরু ধূম দ্বারা কেশরাজির শুষ্কত্ব এবং সুগন্ধিত্ব সম্পাদন। ১৪। বেশ রচনাদি।

১৫। লাক্ষারস দ্বারা শ্রীচরণ যুগলে জাবক রঞ্জন। ১৬। সূর্য্য পূজার সজ্জ নির্ম্মাণ। ১৭। নিকুঞ্জতল্পে শ্রীমদীশ্বরী জিউর বিস্মৃতি বশতঃ রক্ষিত মুক্তামালাদি আনয়ন। ১৮। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী পাকার্থ নন্দীশ্বর গমন করিলে তাম্বুল পাত্রাদি গ্রহণ করতঃ সঙ্গে গমন। ১৯। পাক রচনাতে স্বানুরূপ কার্য্যাচরণ। ২০। নন্দনন্দনের সখাগণ সহ ভোজনাদি অবলোকন। ২১। পরিবেশনান্তে বৃন্দাবনেশ্বরীকে বীজনাদি দ্বারা সেবন। ২২। ধনিষ্টার সাহায্যে কৃষ্ণাবশেষ আনয়ন করিয়া শ্রীমদীশ্বরী জিউর সেবন। ২৩। পাটলাদি বাসিত শীতলোদক সমর্পণ। ২৪। আচমনার্থ পাত্রাদি সমর্পণ। ২৫। সংস্কৃত তাম্বুলার্পন। ২৬। পরিবর্ত্তিত পীতাম্বরাদি সুবল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। ২৭। গোচারণার্থ শ্রীকৃষ্ণ বিপিনোদ্দেশে বিজয় করিলে বস্ত্র-রত্নালঙ্কারাদি দ্বারা ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিতা শ্রীমদীশ্বরী জিউর সমভিব্যাহারে পুনরায় জাবট বা বৃষভানুপুরে আগমন। ২৮। শ্রীরাধাগোবিন্দকে পরস্পরের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া উভয়ের আনন্দ বিধান। ২৯। ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর সাহায্যে সূর্য্য পূজা ব্যপদেশে অথবা বন-শোভাদি দর্শনচ্ছলে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে শ্রীকুণ্ড তটদেশে অভিসার করণ। ৩০।

মাধ্যাহ্নে—উভয়ের তথায় মিলন। ৩১। কুঞ্জোপস্কার। ৩২। পুষ্পমণ্ডপাদি নির্ম্মাণ। ৩৩। পুষ্পতল্প নির্ম্মাণ। ৩৪। পাদপ্রক্ষালন। ৩৫। নিজ কেশ দ্বারা চরণ যুগল হইতে জলাপসারণ। ৩৬। বীজন। ৩৭। মাধ্বিক সংস্কার। ৩৮। মাধ্বিক পূর্ণ চসক অগ্রে রক্ষা। ৩৯। মাধ্বিক পান দর্শন। ৪০। কর্পূরাদি সংস্কৃত তাম্বুলার্পণ। ৪১। কৃপা প্রাপ্ত চর্ব্বিত তাম্বুলাস্বাদন। ৪২। যুগলের স্বাত্বিক ভাবোদ্দীপন দর্শনে মন্দির হইতে নিষ্ক্রামণ। ৪৩। বিলাসাবলোকন। ৪৪। পরিমলাবঘ্রাণ। ৪৫। মঞ্জীর কল সিঞ্জিত শ্রবণ। ৪৬। বিলাসাবসানে কেলি মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ। ৪৭। পাদ সম্বাহনাদি। ৪৮। বীজনাদি দ্বারা কেলি শ্রমাপনোদন। ৪৯। পাটলাদি বাসিত শীতলোদক সমর্পণ। ৫০। বিলাসে লুপ্ত শ্রীমদীশ্বরী জিউর শ্রীঅঙ্গস্থ চিত্র পুনঃ নির্ম্মাণ। ৫১। চতুঃসোমাদি দ্বারা চর্চ্চা। ৫২। হারগ্রন্থন। ৫৩। পুষ্পচয়ন। ৫৪। বৈজয়ন্ত্যাদি মালা গ্রন্থন। ৫৫। হারাদি পুষ্পমালা গ্রন্থন।

৫৬। কৌতুক পূর্ব্বক উভয়ের হস্তে মুক্তাদি ও পুষ্পাদি নিধান। ৫৭। হার ও মাল্যাদি পরিধাপন। ৫৮। কঙ্কতিকা দ্বারা শ্রীমদীশ্বরী জিউর কেশসংস্ক্রিয়া। ৫৯। কেশ প্রসাধন। ৬০। নেত্রাঞ্জন। ৬১। অধর রঞ্জন। ৬২। চিবুকে কস্তুরী বিন্দু নির্ম্মাণ। ৬৩। সীধু বিলাসাদি অনঙ্গ গুটীকা সমর্পণ। ৬৪। মধুর ফলাবচয়। ৬৫। তৎসংস্কার। ৬৬। তৎসমর্পণ। ৬৭। পচনক্রিয়া। ৬৮। উভয়ের নর্ম্ম কথন শ্রবণ। ৬৯। বনবিহার, বসন্তলীলা, হিন্দোল লীলা প্রভৃতি সময়োচিত ক্রীড়াবলোকন। ৭০। বনবিহারে মহতী বীণাদি ধারণ পূর্ব্বক যথোচিত সময়ে সমর্পণ। ৭১। নিজের কেশরাশি দ্বারা উভয়ের পাদ সম্বাহন। ৭২। সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা যন্ত্রাদি অর্থাৎ পিচ্‌কারি প্রভৃতি পূরণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী এবং সখীদিগের হস্তে সমর্পণ। ৭৩। পুষ্পোৎসবে পুষ্প সংগ্রামার্থ পুষ্প কন্দুকাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী এবং সখীদিগের করে সমর্পণ। ৭৪। হিন্দোল লীলায় সঙ্গীত সহকারে আন্দোলন। ৭৫। শ্রীমদীশ্বরী জিউ এবং প্রেয়সীবৃন্দের সহিত নন্দনন্দনের জলকেলি দর্শন এবং জল বিহার, বস্ত্রালঙ্কারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডতীরে অবস্থিতি এবং জল কেল্যন্তে বেশ নির্ম্মাণ। ৭৬। দ্যূতক্রীড়ায় জয়শালিনী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর আজ্ঞানুসারে পণকৃত সুরঙ্গ মুরলী ইত্যাদি বলপূর্ব্বক আনয়ন এবং নর্ম্ম প্রয়োগ। ৭৭। যুগলের ভোজন দর্শন এবং ভোজন সম্পাদনে স্বানুরূপ কার্য্যাচরণ। ৭৮। স্নান করান। ৭৯। বেশ রচনাদি। ৮০। সূর্য্য পূজার স্বানুরূপ কার্য্যাচরণ। ৮১। সুবল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে তাম্বুল বিটিকা ও পুষ্প মালাদি সমর্পণ এবং সঙ্কেত কুঞ্জ কথন। ৮২। প্রদোষ কালাতীতেঃ—ব্রজ-রাজালয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-ভুক্তাবশেষাদি আনয়ন এবং উহা শ্রীমদীশ্বরী জিউ এবং সখীগণে পরিবেশন। ৮৩। পাটলাদিবাসিত শীতলোদক সমর্পণ। ৮৪। আচমনার্থ পাত্রাদি সমর্পণ। ৮৫। কর্পূরাদি সংস্কৃত তাম্বুলাদি সমর্পণ। ৮৬। শ্রীমদীশ্বরী জিউর অবশেষামৃত আস্বাদন। ৮৭। রাত্রিতে—সময়ানুরূপ বস্ত্রালঙ্কারাদি-দ্বারা বৃন্দাবনেশ্বরীর বেশাদি নির্ম্মাণ। ৮৮। অভিসার করণাদি। ৮৯। নিকুঞ্জে উভয়ের মিলনাদি দর্শন। ৯০। রাস লাস্যাদি মাধুরী অবলোকন। ৯১। বৃন্দাবনেশ্বরীর নূপুর কলধ্বনি এবং শ্রীনন্দনন্দনের বংশী-কল-মাধুরী শ্রবণ। ৯২। উভয়ের গীত সঙ্গীত শ্রবণ। ৯৩। নৃত্যাদি বিলোকন।

৯৪। ললিতাদি সখীবৃন্দের নৃত্য বিলোকন এবং গান শ্রবণ। ৯৫। রাধামাধবের যুগ্ম নৃত্য দর্শন। ৯৬। নৃত্য গীত শ্রমে কালিন্দী পুলিনে উপবিষ্ট যুগলকে বীজনাদি দ্বারা সেবন এবং তাম্বুলাদি সমর্পণ। ৯৭। জলকেলি দর্শন। ৯৮। জল কেল্যন্তে বস্ত্রাদি পরিধাপন। ৯৯। উভয়ের বেশাদি করণ। ১০০। যুগলের এবং সখীদিগের আর্দ্র বসনাদি নিকুঞ্জে আনয়ন। ১০১। সখীবৃন্দ সহ যুগলের সঙ্গে মাধবী মণ্ডপে আগমন। ১০২। ফলাদি ভোজন দর্শন। ১০৩। মধুপরিবেশন। ১০৪। মধুপান মত্ত যুগলের এবং প্রমত্তা প্রেয়সীবৃন্দের মাধুরী বিলোকন এবং মধূন্মত্তা শ্রীমদীশ্বরী জিউ এবং সখীদিগের সহ মধূন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রমত্ত স্মরবিলাস দর্শন। ১০৫। উভয়ের মধুপান হেতু মদন সমাগম দর্শন। ১০৬। উভয়ের কেলী নিকুঞ্জে প্রবেশ দর্শন। ১০৭। জালরন্ধ্রে সম্প্রয়োগে বৈপরীত্য মাধুরী দর্শন করিয়া পরমাস্তরঙ্গা সখীগণকে (ঠ) আহ্বান পূর্ব্বক তাহাদিগের নয়ন সুখ সম্পাদন। ১০৮। যুগলের স্মরসঙ্গর নিবন্ধন শ্রমোপনোদন জন্য কেলি মন্দিরের বহির্দেশ হইতে ব্যজন যন্ত্রডোরী চালন। ১০৯। প্রেম বৈচিত্ত দর্শন। ১১০। পরস্পরের জিগীষা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উভয়ের উৎকট স্মরসঙ্গর দর্শন। ১১১। অতি শ্রান্তিতে উভয়ের শয়ন দর্শন। ১১২। নিজ সখীসঙ্গে ঝটিতি শয়ন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ। ১১৩। চামর ব্যজনাদি এবং মৃদু মৃদু উভয়ের পাদ সম্বাহন। ১১৪। যুগলের চরণ সরোজে চুম্বন এবং হস্ত দ্বারা পরিরম্ভন। ১১৫। শ্রীরাধাগোবিন্দ নিদ্রাগত হইলে নিজ সখীসঙ্গে (ঠ) যুগলের চরণতলে দিব্যাস্তরণ সমন্বিত ভূমিতে শয়ন। ১১৬। শ্রীরাধামাধবের এই মধুর লীলা স্মরণে যাহার চিত্ত সর্ব্বথা আকর্ষিত হইয়াছে তাঁহার মনোরথ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। নিত্য এবং নৈমিত্তিক লীলানুষ্ঠান বর্ণনেই কিঙ্করীদিগের সেবানির্ণয় প্রকারান্তরে বিবৃত হইয়াছেন, উহার প্রকার বোধার্থ মাত্র উপরে দিগ্দর্শন করা হইল।

———০———

উপসংহার।

এই পদ্ধতি বা প্রণালীর প্রয়োজন উপক্রমণিকায় বর্ণিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে ভজনের ক্রম অনুক্রমণিকায় বিবৃত হইলেন। মূল পদ্ধতি এবং উপক্রমণিকা বা অনুক্রমণিকাতে সুযোগাভাবে যাহা ব্যাখ্যাত, বিবৃত কিম্বা বিস্তারিত করা যাইতে পারে নাই, উপসংহারে মাত্র তাহারই উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের সমাধান করিব। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্তৎস্থলের চিহ্ন অনুসারে সেই সঙ্গে সঙ্গে উপসংহারের চিহ্নিত অংশটুক পাঠ করিয়া লইলেই আর কোনও গোল থাকিবে না। নতুবা নবানুরাগ বিশিষ্ট নূতন সাধকের পক্ষে কিছু অসুবিধাকর হইতে পারে। উহার স্থল বহু হইতে পারে এ জন্য অন্য কোনও রূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া "ক" "খ" ইত্যাদি এইরূপ চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার হইবে।

ক,—স্নানবিধি।

স্নানবিধি কোনও কোনও রসিক ভক্তও স্নান কার্য্যে পৌরাণিক বিধির সমগ্র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাঁহাদের জন্য উহা প্রদত্ত হইল।

অথ পৌরাণিক স্নান বিধিঃ॥ দেব দেব জগন্নাথ শঙ্খচক্র গদাধর। দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থ নিষেবনে॥ শ্লোক মিম মুচ্চার্য্য হস্ত পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্যতঃ শ্রীনারায়ণং স্মরন্ "ওঁ নমো নারায়ণায়" ইতি মন্ত্রং পঠন্ দর্ভপাণিঃ স্বাচান্তঃ কৃত প্রণামঃ চতুর্হস্ত সমাযুক্তং চতুরস্রং প্রকল্প্য "বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা। ত্রাহিন স্ত্বে নস স্তস্মা দাজন্ম মরণান্তিকাৎ।" ইত্যনেন গঙ্গামাবাহ্য ততঃ সপ্তবারাভি জপ্তং জলং করপুটে গৃহীত্বা মৃদা স্নানং কুর্য্যাৎ। "অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং॥" "উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেন শতবাহুনা। নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥" ততঃ সন্নিহিতস্য

গুরোঃ পিত্রোশ্চ বিপ্রাণাং চরণোদকং মূর্দ্ধি ধৃত্বা তুলসীযুতং শ্রীবিষ্ণুপাদোদকং তাম্রপাত্রে আনীয় শঙ্খে কৃত্বা কিঞ্চিৎ পীত্বা মস্তকোপরি ত্রিঃ ভ্রাময়েৎ। ততঃ অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং। বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসি ধারয়াম্যহং ইতি মন্ত্রেণ মস্তকোপরি প্রক্ষিপেৎ॥ ইতি পৌরাণিক স্নান বিধিঃ॥

খ,—শিখাবন্ধন।

(খ) শিখাবন্ধন—দ্বিজাতীতর সাধক শিখাবন্ধন করিবার সময় "নমঃ ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানিচ। বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥" এই মন্ত্র পাঠ দ্বারা বন্ধন করিবেন।

গ,—শ্রীগুর্ব্বর্চ্চন।

(গ) শ্রীগুর্ব্বচন—শ্রীগুর্ব্বচন সম্বন্ধে বহুবিধ মত দৃষ্ট হয়। আমাদিগের এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই প্রধানতঃ দুইটী দল দৃষ্ট হন। "একদল আম্নানীয়া" দ্বিতীয় "প্রসাদী" বলিয়া কথিত। আমানীয়া দল তন্ত্রোক্ত বিধান বলে শ্রীগুরুদেবকে সর্ব্ব প্রথমে অর্চ্চন ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করেন। দ্বিতীয় দল "শাস্ত্র এবং সদাচার মতে শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন হইতে কোনও অংশে ভিন্ন না হইলেও রাগানুগীয় সাধকবৃন্দ তাঁহাকে তদীয় (শ্রীমন্নন্দ নন্দনের পরিকর) জ্ঞানে উপাসনা করিয়া থাকেন।" এই মতাবলম্বী সাধক শ্রীমহা প্রসাদ দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করেন। ইহাতেও আবার দুইটী প্রথা দেখা যায়। কেহ কেহ আমানীয়াদিগের ন্যায় প্রথমেই শ্রীগুরু পূজা আরম্ভ করিয়া পুষ্প প্রদান পর্য্যন্ত করতঃ বিরত হন, এবং শ্রীভগবদর্চ্চন অন্তে প্রসাদীয় ধূপ দীপ এবং নৈবেদ্যাদি প্রদান করেন, আবার কেহ কেহ সাক্ষাৎ শ্রীসখী মঞ্জরী ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবদর্চ্চনের অন্তে শ্রীগুর্ব্বচন করিয়া থাকেন। রাগানুগ ভজনে এই শেষোক্ত মতই বিশেষ আনন্দদায়ক হন।

এখানে আর একটী বিষয়ের নিষ্কর্ষ প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেব লৌকিক ব্যবহারে সন্নিকর্ষে উপস্থিত থাকিলে "গুরোরগ্রে পৃথক পূজা

প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ বিধি এই যে আদৌ করকচ্ছপিকা মুদ্রাদ্বারা একটী পুষ্প লইয়া ধ্যান পাঠ করিতে হইবে। তৎপর ঐ পুষ্প সাধকের শিখামূলে রক্ষা করিয়া পীঠ দেবতার পূজা ও বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করতঃ মানসোপচারে শ্রীকৃষ্ণ পূজনান্তর পুনরায় কর কচ্ছপিকা মুদ্রাযোগে সচন্দন তুলসী সহ পুষ্পাঞ্জলি লইয়া পুনরায় ধ্যান পূর্ব্বক ঐ পুষ্পাঞ্জলি শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠানে রাগমার্গীয় যাজনের পুষ্টি বা আনুকুল্য বিশেষ নাই বরং কতক কতক পীঠদেবতার অর্চ্চণে এবং মানসোপচার অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেম সেবালাভের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ প্রতিকূলতাচরণই লক্ষিত হয় এ জন্য অত্র পদ্ধিত মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তবে যে সাধকের শ্রদ্ধা বা অনুরাগ হয় তিনি ধ্যানবিধি এবং তদনুসঙ্গীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান সকলের সম্পূর্ণ আচরণ করিতে পারেন তাহাতে কোনও আপত্তির কারণ হইতে পারে না। সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহে অর্চ্চন কালে কোনও কোনও রসিক ভক্ত ধ্যান আচরণ করেন না, অন্যথায় করেন, কেহ কেহ সর্ব্বথাই উহার সমাদর করিয়া থাকেন। ধ্যান বহুবিধ হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীমন্নন্দ নন্দনের এবং শ্রীমদীশ্বরীজিউর কয়েকটী ধ্যানের উল্লেখ নিম্নে করা যাইতেছে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস ধৃত মৃত্যুঞ্জয় সংহিতানুসারোদ্দিত স্মরণা তিলকে চ।

শ্রীকৃষ্ণস্য—(১) স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত মনারতং। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥ আত্মনোবদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি মধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥ মুক্তাহার লসৎ পীনতুঙ্গস্তন ভরানতাঃ। স্রস্ত ধম্মিল্ল বসনা মদস্খলিত ভাষণাঃ॥ দন্তপংক্তি প্রভোদ্ভাসি স্পন্দ মানা ধরাঞ্চিতা॥ বিলোভয়ন্তী র্বিবিধৈ র্বিভ্রমৈর্ভাব গর্ব্বিতৈঃ॥ ফুল্লেন্দীবর কান্তি মিন্দু বদনং বর্হাবতংসং শ্রিয়ং। শ্রীবৎসাঙ্ক মুদার কৌস্তভ ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গোপীসুসজ্ঘাবৃতং গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গ ভূষং ভজে॥

শ্রীগোস্বামীরোক্তং।

(২) পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনং। বর্হিবর্হাকৃতা পীড়ং শশী কোটি নিভাননং॥ ঘূর্ণায়মান নয়নং কর্ণিকারাবতংসীনং॥ অভিতশ্চন্দনে নাথ মধ্যে কুঙ্কুম বিন্দুনা॥ রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিং। তরুণাদিত্য শঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতং॥ ঘর্ম্মাম্বু কনিকারাজর্দ্দর্পনাভ কপোলকং। প্রিয়ামুখার্পিতা পাঙ্গ লীলয়া চোন্নত

ভ্রুবং॥ অগ্রভাগ ন্যস্ত মুক্তা স্ফুরদুচ্চ সুনাসিকং। দশন জ্যোৎস্নয়া রাজৎ পক্কবিম্ব ফলাধরং॥ কেয়ূরাঙ্গদসদ্রত্ন মুদ্রিকাৰ্ভির্ল্লসৎ করং। বিভ্রতং মুরলিং বামে পানৌপদ্মং তথোত্তরে॥ কাঞ্চিদাম স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎ পদং। রতি কেলি রসা বেশ চপলং চপলেক্ষণং॥ হসন্তং প্রিয়য়াসার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চ তাং মুহুঃ। ইত্থং কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি॥ বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সুসংস্থিতং প্রিয়য়া সহ॥

(৩) বর্হা পীড়াভিরামং মৃগমদ তিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডং কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত সুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুং। শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতি শত বৃতং ব্রহ্মগোপাল বেশং॥

প্রাচীন ধ্যানং।

(৪) সৎ পুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। দ্বিভুজং মৌন মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং॥ দিব্যালঙ্কারানোপেতং রক্ত পঙ্কজ মধ্যগং। কালিন্দীজল কল্লোল সঙ্গীমারুত সেবিতং॥ গোপিকা সঙ্ঘ বেষ্টিতং সুরদ্রুম লতাশ্রয়ং। চিন্তয়ংশ্চেতি তং কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতেঃ॥

শ্রীহরিভক্তি বিলাস ধৃত শ্রীতাপনীয়ো শ্রুত্যোক্তং।

শ্রীরাধিকায়াঃ—(১) স্মেরাং গোরচনাভাং স্ফুর দরুণ পটপ্রান্ত ক্লৃপ্তাব গুণ্ঠাং। রোম্যাং বেশেন বেণীকৃত চিকুরশিখা লম্বি পদ্মাং কিশোরীং॥ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ যুক্তং হরিমুখ কমলে যুঞ্জতিং নাগবল্লাপর্ণং। কর্ণায়তাক্ষীং ত্রিজগতি মধুরাং রাধাং রাসেশ্বরীং তাং শ্রীমতিং ভাবয়ামি॥

শ্রীভবিষ্যপুরাণোধৃতং।

(২) হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়করাং নীলাম্বরেনাবৃতাং শ্যামক্রোড় বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দুর পুঞ্জোজ্জলাং। লোলাক্ষীং নবযৌবনাং স্মিত মুখীং বিম্বাধরাং রাধিকাং নিত্যানন্দময়ীং বিলাসনিলয়াং দিব্যাঙ্গ ভূষাং ভজে॥

অন্যধৃতং।

(৩) তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং চিন্তামণী কলাপিনীং। সিন্দুর বিন্দু শোভাঢ্যাং কস্তুরীবর পত্রিকাং॥ ইন্দীবর বিশালাক্ষীং শ্রীযুত কমলাননাং। মধুরস্মের সম্ভাষাং বিম্বাধরে সুধাময়ীং॥ নাসাগ্র বিলসন্মুক্তাং কপোলালোল কুণ্ডলাং। যুগ্ম শ্রীফল-

অন্যধৃতং।

বক্ষোজাং শঙ্খ কঙ্কণধারিণীং ॥ মল্লিকাহার কেয়ূরাংনীল কৌশেয় ভূষিতাং। আলক্তপাদ-কমলাং কূজন্নূপুররঞ্জিনীং ॥ লীলালাবণ্য কল্যাণীং লীলাগান বিনোদিনীং। ধ্যায়েৎ বৃন্দাবনেরম্যাং পরমারাধ্য রাধিকাং ।

(৪) (বামপার্শ্বেস্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চ স্মরেত্ততঃ) সুচীননীলবসনাং দ্রুতহেম সমপ্রভাং পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ—সুস্মেরানন-পঙ্কজাং ॥ তন্নবৃতং। কান্ত-বক্ত্রে ন্যস্ত নৃত্যচ্চকোরী-চঞ্চলেক্ষণাং। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখাম্বুজে ॥ অর্পয়ন্তীং পূগফালীং পর্ণ চূর্ণ সমন্বিতাং। মুক্তাহার স্ফুরচ্চারু পীনোন্নত পয়োধরাং ॥ ক্ষীণমধ্যাং পৃথু-শ্রোণীং কিঙ্কিণী-জাল-শোভিতাং। রত্নতাড়ঙ্ক কেয়ূর মুদ্রাবলয় ধারিণীং। রণৎ কনক মঞ্জীররত্ন-পাদাঙ্গুরীয়কাং। লাবণ্যসার-মুগ্ধাঙ্গীং প্রসন্নাং নবযৌবনাং ॥ আনন্দরস সংমগ্নাং বৃন্দাবনেশ্বরীং ভজে ॥

শ্রীমন্নন্দনন্দনের যে ধ্যান চতুষ্টয় বর্ণিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমোক্তটির "গোপীসুসজ্যাবৃতং" পদস্থলে "গোগোপসজ্যাবৃতং" এই পদই বহুল প্রচার দেখা যায়, কিন্তু মধুর রসাশ্রয়ে আমাদের নিকট "গোপী সুসজ্যাবৃতং" এই পদই সমধিক সমীচীন এবং মধুর বলিয়া বোধ হওয়ায় উহাই অত্র পদ্ধতিতে প্রয়োগকরা হইল। কোনও কোনও ভক্ত প্রথমোক্ত ধ্যানটীর সমগ্র ব্যবহার না করিয়া কেবল ফুল্লেন্দীবর হইতে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং "স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে" হইতে "ভাব গর্ব্বিতৈঃ" পর্য্যন্ত অংশকে অন্য একটী পৃথক ধ্যান বলেন। এ মতামত সম্বন্ধে বলিবার কিছুনাই তবে এই পর্য্যন্ত বলাযাইতে পারে যে এই পদ্ধতিতে বর্ণিত প্রকারে উক্ত সমগ্র ধ্যানটীর সম্যক ব্যবহারই চমৎকার রূপে ভাব সম্মত হন। শ্রীঅষ্টাদশাক্ষরীয় মন্ত্রোপাসনায় শ্রীতন্ত্রাদিতে ও স্মরেৎ বৃন্দাবন ইত্যাদি হইতে ধ্যান উক্ত হইয়াছেন।

ঞ,—শ্রীসখীরূপাগুরুর ধ্যান।

(ঞ) শ্রীসখীরূপাগুরুর ধ্যান—প্রাতঃকৃত্য কথনে শ্রীমদভীষ্টদেবের যে ধ্যান উক্ত হইয়াছেন উহা সাধক দেহাভিমানে ব্যষ্টিরূপে শ্রীমদ্‌গুরুদেবের অর্চ্চনের ধ্যান। নিজের সিদ্ধদেহ ভাবনায় সখী মঞ্জরীরূপে অর্চ্চন চিন্তন কালে ঐ ধ্যান ব্যবহার্য্য নহে তৎকালে মদীক্ষ

অভীষ্ট দেবীর যে মনোহর অপ্রাকৃত অবস্থার রূপ তাহাই ভাবনীয় এবং সেব্য। তদ্রূপ ধ্যানও বহুবিধ দৃষ্ট হন সাধক নিজ গুরূপদিষ্টমতে উহা ব্যবহার করিবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ স্থলে দুইটী ধ্যান বর্ণিত হইলেন।

(১) ওঁ গুরুং গৌরাঙ্গীং দ্বিভুজাং বরদাং করুণেক্ষণাং। বৃন্দাবন নিকুঞ্জস্থাং কল্পপাদপ মূলগাং॥ রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠাং শ্রীবিশাখা সমন্বিতাং। ব্রজরামাগণৈর্যুক্তাং বন্দে পতিত পাবনীং॥

(২) কৃপা মরন্দ সম্পূর্ণাং শুদ্ধ স্বর্ণলসদ্রুচিং। ক্ষীণমধ্যাং পৃথু-শ্রোণীং কস্তুরী তিলকান্বিতাং॥ কিশোরীং গোপীকাং রম্যাং রাধিকা-প্রীতিভূষণাং। সুন্দরীং সুকুমারাঙ্গীং গুরুং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ॥

উপরোক্ত ধ্যান দ্বয় মধ্যে প্রথমোক্তটী পুংলিঙ্গান্ত নিষ্পন্ন করিয়া প্রয়োগ করার ও রীতি দেখাযায় কিন্তু উহা যেন কেমন বিসদৃশ বোধ হয়, কেননা তাহা হইলে উহা সমষ্টি গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণে লক্ষিত হইয়া পড়ে; এবং শ্রীব্রজ-দেবীগণের অনুগাভজন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। উপরোক্ত ধ্যান দুইটী শ্রীহরিভক্তি বিলাসাদিতে দৃষ্ট হন না কিন্তু পরম্পরা চলিয়া আসিতেছেন।

ট,—স্তোত্র পাঠ।

(ট) স্তোত্র পাঠ—প্রাচীনোক্ত এবং শ্রীগোস্বামী পাদদিগের প্রকটিত শ্রীরাধাগোবিন্দের বহু স্তোত্র আছেন তন্মধ্য হইতে সাধক স্বীয় অভিরুচি অনুসারে অথবা শ্রীগুরূপদেশক্রমে যে কোনও কয়েকটী মনোনীত করিয়া লইতে পারেন, শ্রীগোস্বামী পাদদিগের প্রকটিত স্তোত্র সকল অতি মধুর এবং রাগানুগীয় ভজন পথের উপযোগী।

ট,—(১) কীর্ত্তন।

ট (১) কীর্ত্তনঃ—কীর্ত্তন সম্বন্ধে ও ঐরূপ অর্থাৎ সাধক নিজ অভিরুচি অনুসারে শ্রীমন্নন্দনন্দন এবং শ্রীমদীশ্বরী জিউর চরিত্র রূপ-গুণ বর্ণনাত্মক অন্তত দুইটী সঙ্গীত পূর্ব্বাহ্নে আহ্নিকান্তে এবং সায়াহ্নে নৃত্য কৃত্যাদি সমাপ ান্তে গান করিবেন। উহা

সংস্কৃত ভাষামূলক হওয়াই সদাচার। শ্রীলসনাতন গোস্বামী পাদ রচিত ঐরূপ দুইটী পদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইলেনঃ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য।

পূর্ব্বাহ্নে—ভৈরব, আড়াঠেকা
সায়াহ্নে—ইমন কল্যাণ, ত্রিতালি
অপঘনঘটিত ঘসৃণ ঘন সার।
পিঞ্ছ খচিত কুঞ্চিত কচ ভার॥
জয় জয় বল্লভ রাজকুমার।
রাধা বক্ষসি হরি মণি হার॥
রাধা ধৃত হব মূরলী তার।
নয়নাঞ্চল কৃত মদন বিকার॥
রস রঞ্জিত রাধা পরীবার।
কলিত সনাতন চিত্ত বিহার॥

শ্রীশ্রীরাধিকায়াঃ।

পূর্ব্বাহ্নেঃ—ভৈরবী, আড়াঠেকা
সায়াহ্নেঃ—ইমনকল্যাণ, ত্রিতালি

দামোদর রতি বর্দ্ধন বেশে।
হরিনিস্কুট বৃন্দা বিপিনেশে॥
রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে।
গোকুল তরুণী মণ্ডল মোহিতে।
বৃষভানুদধি নব শশি রেখে।
ললিতা সখীগণ রমিত বিশাখে॥
করুণাং কুরুময়ি করুণাভরিতে।
সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে॥

(ঠ) লীলাবর্ণনে প্রেয়সী, সখী, সঙ্গিণী, যূথেশ্বরী দূতী মঞ্জরী এবং কিঙ্করী—স্থান বিশেষে এই কয়েক নাম বিভিন্নার্থে প্রয়োগ হন।

(১) সাধারণত প্রেয়সী, সখী এবং সঙ্গিনী বলিতে শ্রীললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং ইন্দুলেখা এই অষ্ট নিত্যা সহচরীকেই বুঝিতে হইবে। ইহাঁরা আটজনের প্রত্যেকেই এক একজন যূথেশ্বরী, ইহাঁদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট সখী, যূথ এবং কুঞ্জ আছে কিন্তু ইহাঁরা শ্রীমদীশ্বরী জিউর প্রতি আত্যন্তিকী প্রীতি এবং স্নেহাধিক্য হেতু নিজ নিজ যূথ সহ প্রাণেশ্বরী জিউর অধীনে থাকিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলার মধুরতাকে আরও মধুর করিতেছেন। ইহাঁরা শ্রীশ্যাম সুন্দর সঙ্গে নিজ সঙ্গম্যাপেক্ষা শ্রীমদীশ্বরী জিউর মিলনে সমধিক পরমানন্দলাভ করেন। সর্ব্বদা প্রাণেশ্বরী জিউর সন্নিকার্য বাস করেন, ইহাঁরা বিরোধী জন বঞ্চনে এবং শ্রীযুগলের মিলন কার্য্য সম্পাদনে তৎপরা এবং অভিসার কার্য্যে নিপুণা। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে প্রেম কলহে ইহারা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর পক্ষে সাম, দান, দণ্ড, ভেদ দ্বারা সন্ধি বিগ্রহে সুদক্ষা। ইহাঁরা স্বপক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত। নিশীথে শ্রীরাধাগোবিন্দ বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলে ইহাঁরা নিজ নিজ কুঞ্জে গমন

করেন। তখন শ্রীমদীশ্বরী জিউ ইহাদের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি হেতু শ্রীগোবিন্দকে তত্তৎকুঞ্জে প্রেরণ করেন। রসিকেন্দ্র শিরোমণি বিদগ্ধ শেখর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তখন তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত হন এবং কখনও কখনও নিজের ধীর ললিতগুণের প্রকাশার্থ এই সুযোগে বিপক্ষস্থা যূথেশ্বরীগণকেও কৃপা করেন। চতুরিণীগণের বুদ্ধিতে রসিক শেখরের এই চাতুরী ধরা পড়িলেই তিনি প্রাণেশ্বরী জিউর নিকট লাঞ্ছিত হন সাধারণত এই স্থলেই মান লীলার প্রয়োগ হইয়া থাকে পরে বিদগ্ধশেখর নানা উপায়ে নিজ বিদগ্ধতাগুণে শ্রীমদশ্বরী জিউর প্রসাদলাভ করেন।

(২) যূথেশ্বরী—ভিন্ন যূথেশ্বরী দুই শ্রেণীর, এক সুহৃৎ পক্ষ, দ্বিতীয় বিপক্ষ। শ্যামলা, মঙ্গলা এবং মধুমতী প্রভৃতি সুহৃৎ পক্ষ। চন্দ্রাবলী এবং চন্দ্রা প্রভৃতি বিপক্ষ। শ্যামলা প্রভৃতি আমাদের প্রাণেশ্বরী জিউর সুহৃৎ এবং অনুগত এবং প্রতি দিবস তাঁহার নিকট আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণে ধন্য হন এবং পরমানন্দ বিস্তার করেন। শ্রীশ্যামলা প্রভৃতি শ্রীমদীশ্বরী জিউর এত প্রিয় এবং অনুগতা যে কখনও কখনও তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে সুখিনী করিয়া নিজগণে মহা আনন্দ বিস্তার করিয়া থাকেন। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বিপক্ষ পক্ষীয়া যূথেশ্বরীগণের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই এবং আমি তাঁহাদের কথা কিছু জানি না।

(৩) দূতী—শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যস্তা। অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীই এই বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং মূলাধার। তদধীনে বহু দূতী আছেন যাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সময়োচিত কর্ত্তব্যে নিযুক্তা আছেন। তন্মধ্যে ভগবতীর প্রিয় শিষ্যা বৃন্দা এবং বীরাই প্রধানা। তাঁহারা সর্ব্বদা প্রাণেশ্বরী জিউর নিকটে থাকিয়া মিলন কার্য্যের পরিচালন করিয়া থাকেন। গৃহস্থিত সমস্ত ব্যাপারে বীরাদেবীই কর্ত্রী এবং বন বিভাগে শ্রীবৃন্দাদেবীই অধিশ্বরী। মাধ্যাহ্ন এবং নিশোপযোগী বনান্তর গত লীলা সকলসমাধানে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধিকার।

(৪) মঞ্জরী ও কিঙ্করী—মঞ্জরী মাত্রেই কিঙ্করী এবং সকল কিঙ্করীগণই মঞ্জরী। কার্য্য এবং মর্য্যাদা ভেদে তাঁহাদের বিশেষ

বিবৃত করা যাইতেছে। শ্রীমদীশ্বরী জিউর সর্ব্ববিধ বাহ্য এবং অতি নিগূঢ় সেবা সকলও যাহাদেরই একমাত্র অধিকার তাহারাই মুঞ্জরী বা কিঙ্করী এবং তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরূপ ও রতিমুঞ্জরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং সমগ্র মুঞ্জরী ও কিঙ্করীবৃন্দের অধিস্বামিনী ও পরিচালিকা। তাঁহাদের অধীনে অনঙ্গ, সম্পূর্ণা, লবঙ্গ, মঞ্জুলা, রস, কস্তুরী গুণ এবং বিলাস নাম্নী আরও অষ্টজন মুঞ্জুরী আছেন তাঁহারা অনঙ্গাদি ক্রমে ললিতাদি অষ্ট সখীর অধীনে থাকিয়া শ্রীরূপ ও রতি মুঞ্জরীর নেতৃত্বাধীনে শ্রীমদীশ্বরী জিউর যাবতীয় সেবা কার্য্য পরিচালনা করেন। উল্লিখিত দশজন মুঞ্জরী গণের সকলেই শ্রীললিতা বিশাখাদি সখীগণের ন্যায় নিত্যসিদ্ধা। প্রাণেশ্বরী জিউর সেবাকার্য্যের জন্য উক্ত শ্রীঅনঙ্গাদি অষ্ট মঞ্জরীগণের অধীনে বহু মুঞ্জরী বা কিঙ্করীগণ আছেন। সাধক নিজ সিদ্ধ দেহ ভাবনায় নিজকে ঐ সকল কিঙ্করীগণ মধ্যে একজন বলিয়া জানিবেন। মুঞ্জরী ও কিঙ্করী কোনও কোনও বিষয়ে সখীগণ অপেক্ষাও পরমোৎকর্ষ রস আস্বাদন করিয়া থাকেন সাধক তাহা ভাবনায় অনুভব করিবেন কিন্তু কখনও তাঁহারা কৃষ্ণ সঙ্গ হইতে দেন না। সর্ব্বমোহন শ্রীকৃষ্ণ বহু চেষ্টাতেও তাঁহাদিগকে মোহিত করিতে পারেন না বরং পরম রমণীয়া মুঞ্জরীগণের রূপ লাবণ্যে রসিক শেখর স্বয়ংই বিমোহিত হন অথচ তাঁহাদিগকে স্বাধীন করিতে কৃতকার্য্য হন না। তবে রসিক শেখর যে সময়ে আমাদের প্রাণেশ্বরী জিউর সঙ্গে অবস্থিত থাকেন, তখন শ্রীযুগলের বিবিধ সেবাদি করণ সময়ে তিনি কখনও বা সুযোগক্রমে হঠাৎ কোন মুঞ্জরীর বা কিঙ্করীর অবগুণ্ঠনমোচন, কপোলে চুম্বন, বক্ষোজ দলন কিম্বা শ্রীপদ দ্বারা নিতম্বদেশ তাড়ন অথবা শ্রীহস্ত দ্বারা নীবী ডোরিকা আকর্ষণ করিতে পারেন মাত্র, ইহাতে রসেরই বিস্তার হয় এবং উহা কিঙ্করীগণের পরম উল্লাস এবং সৌভাগ্যেরই বিষয় বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ইতাধিক শক্তি হয় না। সেবা পরায়ণা কিঙ্করীবৃন্দকে সর্ব্বদা শ্রীললিতা এবং বিশাখা-দেবী শ্রীকৃষ্ণে শাসন বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তদীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। সাধক নিজ সিদ্ধদেহ ভাবনায় এই পরম দুর্ল্লভ মঞ্জুর্য্যত্ব মাত্রই অঙ্গীকার করিবেন। ইহার অধিক মধুর আস্বাদনীয় আর নাই। সাধক! সাবধান নিজকে ভুলিয়া সর্ব্বনাশ করিও না।

(৫) সেবা নির্ণয় ও লীলা বর্ণন সময়ে কোনও কোনও স্থলে কিঙ্করীর সাহিত্য বোধক পদে যে সখী শব্দের ব্যবহার করা

হইয়াছে উহা কিঙ্করী বা মঞ্জরীর গুরুরূপা সখী অর্থাৎ মঞ্জরী, কিম্বা নিজসখী অর্থাৎ সহযোগিনী কিঙ্করী বা মঞ্জরী বুঝিতে হইবে। গ্রন্থের শেষভাগে প্রদত্ত ক্ষ চিহ্নিত নির্ঘণ্টপত্রে (তফসীলে) প্রাণেশ্বরী জিউ এবং তাঁহার প্রাণনাথের ও সখী মঞ্জরীগণের শ্রীনিত্যলীলায় স্থিতিতে বয়স, রূপ এবং লক্ষণাদি বিষয়ে এক নির্ণয় পত্রিকা (চার্ট) প্রদত্ত হইল।

ড,—শ্রীমদীশ্বরী জিউর নিজ মন্দির।

(ড) শ্রীমদীশ্বরী জিউর নিজ মন্দির—শ্রীবৃষভানু রাজপুরে শ্রীমদীশ্বরী জিউর অবস্থিতির জন্য পৃথক অতি মনোরম প্রকোষ্ঠ এবং কক্ষ সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। উহা রাজান্তঃপুরের কোলাহল হইতে সম্পূর্ণ নির্জ্জন এবং একান্তে। প্রাণেশ্বরী জিউ পিত্রালয়ে অবস্থান সময়ে ঐ কক্ষ সকল এবং প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেন। দুহিতৃ-বৎসল বর্ষনাধিপ শ্রীমতি প্রিয়াজিউর জন্য শ্রীজাবটে জটীলা ভবনেও ঐরূপ এক সুবৃহৎ মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন উহা জটীলান্তঃপুরের সংলগ্ন উত্তরস্থ, শ্রীজাবটে অবস্থান সময়ে আমাদের রাজনন্দিনী তথাতেই অবস্থান করিয়া থাকেন।

ঢ,—দিবসে মধ্যাহ্নে মিলন।

(ঢ) দিবসে মধ্যাহ্নে মিলন—শ্রীব্রজরাজ নন্দন, শ্রীবলদেব এবং সখাগণ সহ গোচারণ বনে বিজয় করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম, ক্রীড়া এবং ভোজনাদির পর শ্রীমধুমঙ্গল এবং সুবল সহ তথা হইতে ক্রীড়া ব্যপদেশে কৌশল পূর্ব্বক অপসৃত হন এবং শ্রীকুঞ্জ তটে উপনীত হন। এদিকে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী সঙ্গে সগণ শ্রীমদীশ্বরী জিউ সূর্য্যপূজনাদি ব্যাপদেশে কাননে বিজয়ী হইয়া শ্রীকুণ্ডতটে আগতা হন। তখন শ্রীযুগলের মিলন হইলে শ্রীমধুমঙ্গল বিদূষকত্ব সম্পাদনে শ্রীরাধাগোবিন্দের পরমানন্দ বর্দ্ধন করেন কখন্ কখন্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পাশাদি ক্রীড়া পণে নির্জ্জিত হইয়া সখীগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করতঃ পরম হাস্য রসের বিস্তার করিয়া থাকেন ইত্যাদি। অতঃপর তাঁহার (মধুমঙ্গলের) লড্ডুকাদি ভোজন হইলে পৌর্ণমাসী দেবী, সুবল এবং মধুমঙ্গল তিন জনেই তথা হইতে প্রস্থান করেন। তৎপর

শ্রীরাধাগোবিন্দের পরম মধুর বিবিধ নর্ম্মলীলা বিলাসাদি আরম্ভ হয়। সূর্য্য মন্দিরে যাওয়া কালে পৌর্ণমাসী দেবী পুনরাগতা হন। অপর দিকে সুবল এবং মধুমঙ্গল ও শ্রীমন্নন্দ নন্দনগোচারণ বনে শ্রীবলদেব ও সখাগণ সমীপে পুনরাগত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত মিলিত হন। পৌর্ণমাসী দেবীও সূর্য্য মন্দির হইতে শ্রীমদীশ্বরী জিউকে শ্রীজাবটে পঁহুছাইয়া দেন।

ণ,—সায়াহ্ন দর্শন।

(ণ) সায়াহ্ন দর্শন—শ্রীমদীশ্বরী জিউ জাবট কিম্বা শ্রীবৃষভানু পুর উভয় স্থানের যে স্থানেই অবস্থিতি করেন না কেন প্রত্যহ সায়াহ্ন সময়ে চিত্ত বিনোদনাদি ব্যপদেশে সগণ পাবন সরোবর তীরস্থ তাঁহার বিলাস ভবনে যাইয়া থাকেন এবং তথায় অট্টালিকোপরি হইতে শ্রীমন্নন্দ নন্দনের গোদোহন দর্শন করিয়া থাকেন। পাবন সরোবর শ্রীবর্ষান এবং শ্রীজাবট হইতে সমদূরবর্ত্তী এবং শ্রীনন্দালয়ের গোষ্ঠস্থানের দৃষ্টিপথবর্ত্তী।

ত,—গুপ্ত পথ।

(ত) গুপ্তপথ—শ্রীজাবটে এবং শ্রীবর্ষাণে উভয় স্থানেই শ্রীমদীশ্বরী জিউর নির্দ্দিষ্ট বাস ভবনের পশ্চাৎভাগে অর্থাৎ উত্তর দিকে এক অতি গোপনীয় গুপ্তদ্বার আছে। উহা প্রাণশ্বরী জিউর অতি অন্তরঙ্গগণ ব্যতীত অন্য কেহই অবগত নহেন। সায়াহ্ন অতীতে সখীগণ প্রকাশ্য দ্বার দ্বারা নিজালয়ে প্রস্থান করিলে দ্বারাদি রুদ্ধ হয়। কিন্তু অভিসার নিমিত্ত যথা সময়ে তাঁহারা ঐ গুপ্ত পথ দ্বার দিয়া অন্যের অলক্ষিতে পুনঃ পুর প্রবেশ করেন এবং ঐ পথেই প্রাণেশ্বরী জিউকে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অভিসার করান।

থ,—নৈমিত্তিক লীলা।

(থ) নৈমিত্তিক লীলা—নৈমিত্তিক লীলা বিবরণ আস্বাদনের পূর্ব্বেই সাধক বার্ত্তিক সহ শ্রীমদীশ্বরী জিউর স্থিতি নির্ণয় পাঠ করিয়া লইলে লীলা সংযোগ এবং অবস্থান বিষয়ে কোনও গোলযোগ ঘটিবে না।

দ,—আভীর কন্যাগণ বাহিত যান।

(দ) আভীর কন্যাগণ বাহিত যান—নিখিল সতীকুলেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণৈক বল্লভা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী জিউ স্বপ্নেও পরপুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত যাহাতে স্পর্শ হইতে পারে, এমন কোনও কার্য্য করেন না। এ জন্য তাঁহার যানাদি পর্য্যন্ত বাহক কর্ত্তৃক বাহিত হয় না। আভীর জাতীয়া কোটরা নাম্নী দূতীর অধীনে বলশালিনী কিশোর বয়সা বহু আভীর বালা আছেন তাঁহারাই শ্রীমদীশ্বরী জিউর যানাদি সর্ব্বদা বহন করিয়া থাকেন।

ধ,—বসন্ত বিহার।

(শ্রীবসন্ত পঞ্চমী, মধুরোৎসব, শ্রীগোবিন্দ দ্বাদশী এবং ফল্গুৎসব)

(ধ) বসন্ত বিহার—শ্রীবসন্ত পঞ্চমী হইতে শ্রীফল্গুৎসব পর্য্যন্ত। শ্রীবসন্ত পঞ্চমী, মধুরোৎসব, গোবিন্দ দ্বাদশী ও ফল্গুৎসব প্রভৃতি যাবতীয় বসন্ত বিহারলীলা একইরূপ। ১৮,১৯। এবং ২০ প্রকরণে বর্ণিত লীলা বিবরণ সপ্তদশ প্রকরণে বর্ণিত লীলা বিবরণের সহিত এক যোগে আস্বাদনীয়।

ভজনশীল সাধু মহোদয়গণ! পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন চেষ্টার ন্যায় মাদৃশ বালিশ জনের শ্রীভগবদ্ভজন ব্যাখ্যান শেষ হইল। পরম কৃপাময় শ্রীগুরুকৃপায় এ দীনের হৃদয়ে যাহা স্ফূরিত হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এদীন যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে তাহাই মাত্র ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। যদি কোনও ক্রটী হইয়া থাকে, তবে তাহা আপনাদের নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। এখানে আরও এইটুকু নিবেদন করিতেছি এ জীবাধমের প্রতি আত্যন্তিক স্নেহ বশতঃ শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রভুপাদ এই গ্রন্থকে "শ্রীরাগানুগাদীপিকা" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। অসীম করুণাময় প্রভুপাদের শক্তি সঞ্চরণে ইহার আলোচনায় নবানুরাগী সাধক মহোদয়গণের হৃদয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দলীলা দীপ্তি প্রাপ্ত হইলে শ্রম সফল ও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। বিদায়কালে আপনাদের শ্রীচরণে এই নিবেদন যে দেহ রতিতে আত্মসুখ বাঞ্ছা যত অধিক থাকিবে

প্রেম তত ন্যূন হইবে। যোলআনা আত্মসুখে প্রেমেরঘর শূন্য—প্রেমভিন্ন ব্রজের অপ্রাকৃত ভজন অসম্ভব। যদি আপনাদের কৃপা থাকে এবং পরম মঙ্গলময় শ্রীগুরুপাদ পদ্মে মতি এদীনের কিছু থাকে তবে প্রাণেশ্বরী জিউর শ্রীপাদ পদ্মে স্থান পাইব এই ভরসায় মদভীষ্টদেব কৃত তাঁহারই একটী স্তোত্রাংশ নিবেদন করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিব। শ্রীমদীশ্বরী জিউর নিকটে এই কাকু প্রার্থনা হইতেছেন—"শাস্ত্রং বিচার্য্য বিদুষাঞ্চ মতং বিলোক্য তৎপ্রেম সেবন মহোপুরুষার্থ রত্নং। জানন্ মুদা মদনমোহন মুগ্ধরূপে দাসী ভবানি বৃষভানু কুমারিকেতে॥" অপিচ শ্রীগোস্বামী পাদগণও বলিয়াছেন—"বৃন্দাবনেশ্বরী বয়োরূপ গুণলীলা সৌভাগ্য কেলি করুণা জলধেহবধেহি। দাসী ভবানি সুখযানি সদা সকান্তং ত্বামালিভিঃ পরিবৃতা মিদ মেব যাচে।"

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বর্দ্ধনশীল নিত্যলীলা সদাজয়যুক্ত হৌক্। সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ॥

সেরপুরটাউন,
চৈত্রীয় শুক্লা চতুর্দ্দশী,
২৯শে চৈত্র ১৮২৮ শকাব্দা।

শ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাস দীন
শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী।

ঘ নির্ঘণ্ট পত্র।

রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ—সার্দ্ধ সপ্ত দিনোত্তর নব মাসাধিক পঞ্চদশাব্দবয়ঃ। বর্ণ ফুল্লেন্দীবর কান্তি। বস্ত্রপীত। অপ্রাকৃত মৃগ মদাঙ্গ গন্ধ। "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। সর্ব্ব অবতারী সর্ব্ব কারণ প্রধান। সচ্চিদানন্দ তনু, ব্রজেন্দ্র নন্দন। সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব রসপূর্ণ॥ পুরুষ যোষিত কিম্বা স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্ব চিত্তা কর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন। শৃঙ্গার রস রাজময় মূর্ত্তিবর। অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্ব চিত্ত হর॥" "কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥" রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে। কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে॥ অপিচ—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিতঃ। রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান বয় সান্বিতঃ॥ বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদূকঃ সুপণ্ডিতো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥ বিদগ্ধ শ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্র চক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥ স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ। বদান্য ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্য মানকৃৎ॥ দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত পালকঃ। সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্ব শুভঙ্করঃ॥ প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধু সমাশ্রয়ঃ। নারীগণ মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥ বরীয়ান্ ঈশ্বর শ্চেতি গুণাস্তস্যানু কীর্ত্তিতাঃ। সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥

প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা—সার্দ্ধ দ্বিমাসাধিক চতুর্দ্দশাব্দ বয়ঃ। বর্ণ নব গোরোচনাভা। বস্ত্র নীল ও লোহিত। অপ্রাকৃতনীল পদ্মাঙ্গ গন্ধ। "মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥ প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদীত। সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার। কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তার॥ "ধীরা ধীরত্ব"। প্রচ্ছন্নমান বাম্য"। "প্রেম কৌটিল্য"। সুদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। এই সব ভাব ঘোষণ, সব অঙ্গে ভরি॥ কিল কিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত"। গুণ শ্রেণী। "কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংশ কাণে। কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥ কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম। কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম

রত্নের আকর। অনুপম গুণ গণ পূর্ণকলেবর॥ যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। যাঁর ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥ যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী। যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥ যার সদগুণ গণের কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥" অপিচ—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা কীর্ত্তন্তে প্রবরা গুণাঃ। মধুরেয়ং নব বয়াশ্চলা পাঙ্গোজ্জ্বল স্মিতা। চারু সৌভাগ্য রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিত মাধবা। সঙ্গীত প্রবরাভিজ্ঞা রম্যাবাক্ নর্ম্ম পণ্ডিতা। বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যশালিনী। সুবিলাসা মহাভাব পরমোৎকর্ষ তর্ষিণী। গোকুল প্রেম বসতি জগচ্ছ্রেনী ল সদ্যশাঃ। গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা সখি প্রণয়িতা বশা। কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাশ্রব কেশবা। বহুনা কিংগুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব॥

——০——

সখী মঞ্জরীর নাম	রূপ ও বর্ণ	বয়স	বসন	সেবা	রস	বাটী	কুঞ্জ	লক্ষণ
শ্রীললিতা—	গোরচনাভা	১৪।৩।১২	শিখি পিচ্ছাম্বরা	তাম্বূল	অভিসারিকা	জাবট	ললিতানন্দদ বা মদনানন্দদ	অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা। ২৭ দিনের শ্রীরাধা হইতে জ্যেষ্ঠা অনুরাধা অন্য নাম। বামা প্রখরা। সর্ব্ব-কর্ম্মেনিপুণতা সর্ব্বার্থসাধিকা। সকলের মান্যা ধন্যা প্রাধান্যে অধিকা॥ অষ্টমধ্যে প্রিয়তরা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের। নিগূঢ় সুগুহ্য বাক্য পাত্র কহনের॥ দরশন মাত্র দোঁহার আনন্দজনক। দোঁহে বশীভূত হন দৃঢ় বাধ্যবাধক॥
শ্রীবিশাখা—	বিদ্যুন্নিভ	১৪।২।১৫।০	তারাবলী	অঙ্গরাগাদি	ঐ	ঐ	মদনসুখদ	ললিতার সমগুণে। প্রিয়সখী সমবয়ঃ জন্ম একক্ষণে॥ প্রিয় নর্ম্ম সখী এই সুকর্ম্মকুশলা। নর্ম্মোক্তি সুকৌশলা সুমন্ত্রি প্রবলা। দৌত্যকর্ম্মে পণ্ডিত সঙ্কেতে বুদ্ধিমান। চতুঃষষ্টি জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড শাম দান॥ পত্রাবলী রচনায় বা নৃত্যগীতে। সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডল চিত্রযে কারীত্বে। বেণী বেশ রচনায় সুচিকর্ম্ম আদি। সূর্য্য পূজা সামগ্রীর আবি-ষ্কারে সুধি। শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কথনে আনন্দ। গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণ কথার প্রবন্ধ।

সখী মঞ্জরীর নাম	রূপ ও বর্ণ	বয়স	বসন	সেবা	রস	বাটী	কুঞ্জ	লক্ষণ
শ্রীচিত্রা—	গৌরী	১৪।৩।৭	কাচ নিভাম্বরা	রন্ধন সেবা	অভিসারিকা	জাবট	বিচিত্র কুঞ্জ	কাচাম্বরা কনিষ্ঠা যড়বিংশতি রজনী॥ কৃষ্ণ সুখে সুখী যোগ মায়ার কারণ। বিচিত্র চাতুর্য্য সর্ব্বস্থান প্রবেশিণী। যশমস্ত প্রিয়ংবদা সুমৃদু-ভাষিণী॥ মধুক্ষীর আদি কর্ম্মে প্রশংসয়ে সবে। পয়োবস্তু রন্ধনাদি করণ অনুভবে॥ অখিল কর্ম্মেতে পটু ঈঙ্গিতে বুঝেন। নানা দেশ ভাষা সর্ব্ব বুঝেন কহেন।
শ্রীচম্পকলতা—	প্রফুল্ল চম্পকবর্ণা	১৪।৩।১	চাষপক্ষসদৃশ	শিল্পকর্ম্ম ও বসন	ঐ	ঐ	চম্পক কুঞ্জ	রাধাকৃষ্ণের ঘটনায় যুক্তি বিশারদা। প্রতিপক্ষ প্রতারণ আকর্ষণে মুদা॥ কৃষ্ণ লাগি নানা শিল্প বৈদগ্ধ চাতুর্য্য। সদা ঐ চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বৈর্য্য।
শ্রীরঙ্গদেবী—	পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণা	১৪।২।২৩	জবা পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ	ব্যজন ও পুষ্পাদি সংগ্রহ	ঐ	ঐ	রসকেলি	চম্পক লতিকা সম গুণের সাগরী। কৃষ্ণ প্রিয় সখী অগ্রে নর্ম্ম কুতুহলী! কত রঙ্গ ভঙ্গীগান নৃত্য-সহ আলি॥ সদাই উত্তুঙ্গ হাস্য রঙ্গে তরঙ্গিণী। সৌ-গন্ধ শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি অধ্যক্ষ। সখী সঙ্গে আনন্দে ফিরয়ে দোহাপক্ষ॥

সখী মঞ্জরীর নাম	রূপ ও বর্ণ	বয়স	বসন	সেবা	রস	বাটী	কুঞ্জ	লক্ষণ
শ্রীসুদেবী—	পদ্মকিঞ্জল্ক বর্ণা	১৪।২।২৩	জবা পুষ্পের স্থায় রক্তবর্ণ	বেশ বিন্যাস	অভিসারিকা	জাবট	হরিৎ কুঞ্জ	বিজ্ঞতম। পুষ্পাদির শয্যা রচনে। প্রতিপক্ষ গণের যে আশয় সন্ধ্যানে॥ ধূর্ত্তা নানা বেশ রচনায়েতি নিপুণ। কোন কার্য্যে নহে ন্যূন বিশেষ এগুণ॥ শ্রীরঙ্গদেবীর অনুজা যমজ ভগ্নি।
শ্রীতুঙ্গ বিদ্যা—	কুঙ্কুমদ্যুতি শালিণী	১৪।৩।২	শ্বেত বসন	ভক্ষপেয় প্রয়োজন ও গীতবাদ্য	ঐ	ঐ	অরুণ কুঞ্জ	নাটক নাটিকা আর গন্ধর্ব্ব বিদ্যায়। আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্য বিষয়ে। বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে॥ দ্যুতকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধি কর্ম্ম স্থানে॥ বৃন্দাবনে অধিকারী সখির সহিত॥ দক্ষিণ প্রখরা।
শ্রীইন্দুলেখা—	হরিতাল হইতেও উজ্জ্বল কান্তি	১৪।৩	দাড়িমীপুষ্প বসনা	শয্যাদি নির্ম্মাণ	ঐ	ঐ	চন্দ্রকুঞ্জ	বাম প্রখরা। প্রিয়সখী অর্থে বশীকরণ মন্ত্র তন্ত্রে। সামুদ্রিক আদি বিশারদা নানাযন্ত্রে॥ সুবেশ করাণ আর শয্যাদি রচনে। দৌত্য কর্ম্মে নিপুণা অভিসারাদি মিলনে॥ সৌভাগ্য তিলকযন্ত্র করেণ লিখনে॥

শ্রীরাগানুগাদীপিকা # নির্ঘণ্ট পত্র।

শ্রীরূপ মঞ্জরী—সর্ব্ব বিষয়ে ললিতা জিউর অনুরূপ কেবল বয়স দ্বাদশ।

শ্রীরতি মঞ্জরী— সর্ব্ব বিষয়ে শ্রীবিশাখা জিউর অনুরূপ কেবল বয়স দ্বাদশ।

শ্রীঅনঙ্গ এবং সম্পূর্ণাদি পূর্ব্ব বর্ণিত অষ্ট মঞ্জরী—সর্ব্ব বিষয়ে ক্রমে শ্রীললিতা এবং বিশাখাদি অষ্ট সখীগণের অনুরূপ।

মঞ্জরী গণের সকলেরই বয়স দ্বাদশ বৎসর।

—o—